হাঁটার তালে তালে বাড়ি খাচ্ছে শরীরে। ওয়েস্টার্ন ছায়াছবির বন্দুকবাজ মনে হলো নিজেকে রানার। অবাস্তব। তবে এ-ও সত্যি যে হার ম্যাজেস্টির জাহাজে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের বডিগার্ড খুন হওয়া দুর্লভ একটা ঘটনা। প্রায় অবাস্তব।

***

# আক্রমণ '৮৯-২

**প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১**

## এক

এক সেকেণ্ডের জন্যে বাল্কহেড-এর সামনে থামলো মাসুদ রানা, খোলা ফায়ার-ডোর দেখে উঁকি দিলো। ডেকগুলোর নিচে সব সময় পরিচিত একটা গন্ধ পাওয়া যায়, ঠিক কি ধরনের বলা কঠিন–ফিলটার করা বাতাস, তেলের ঝাঁঝ, মানুষের ঘাম আর মেশিন ও কলকব্জার পাঁচমিশালি গন্ধ। হালকা ধূসর রঙের প্রলেপ চোখে পড়লো, গায়ে গায়ে প্রায় সেঁটে আছে অসংখ্য পাইপ প্যাসেজের দু'দিকের মাথায়। কতো রকম শব্দই না উঠে আসছে খোলা দরজা দিয়ে–এয়ার-কণ্ডিশনিং ও ইলেক্ট্রনিক্স-এর গুঞ্জন, যন্ত্রপাতির ঠোকাঠুকি, এঞ্জিনের আওয়াজ, নাবিকদের হাঁকডাক। এ-সব শব্দই বলে দেয় জাহাজটা জ্যান্ত, সাগরে রয়েছে।

রানার সামনে কেবিনের সারি সারি দরজা। সাধারণত এক্সিকিউটিভ অফিসাররা ব্যবহার করে কেবিনগুলো, কিন্তু এবার তারা বাধ্য হয়েছে মেস ডেকে বা জাহাজের অন্য কোথাও ঠাঁই করে নিতে। আরো সামনে দ্বিতীয় বাল্কহেড, ওটার পাশে একজন মেরিন ডিউটি দিচ্ছে। ওই পথে গেলে, রানা জানে, রেন ডিটাচমেন্ট-এর দখল করা কেবিনগুলো দেখা যাবে। জুনিয়ার অফিসারদের উৎখাত করেছে তারা। রয়্যাল নেভীতে মেয়েদের উপস্থিতি নতুন কিছু নয়, তবে এবারই প্রথম তাদেরকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্যে সাগরে আনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নাবিকদের কুসংস্কারকে পাত্তা দেননি। বহুকাল ধরে চালু হয়ে গেছে ধারণাটা, মেয়েদেরকে সাগরে নিয়ে এলে কপালে খারাপ কিছু ঘটতে বাধ্য।

প্রথম বাল্কহেড ছাড়িয়ে এগোবার আগে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলো রানা। এই মেরিন লোকটাই ওর দরজায় নক করেছে খানিক আগে। 'এই কেবিনগুলোয় কারা আছেন তার একটা তালিকা চাই আমি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওগুলোয় অ্যাডমিরালরা থাকুন বা তাঁদের স্পেশাল ডিউটি স্টাফ, কেউ যেন বাদ না পড়েন। তুমি নিজে কেবিনে ঢুকে চেক করবে, কারো মুখের কথায় বিশ্বাস করবে না। কেউ বাধা দিলে বা আপত্তি করলে আমার নাম বলবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, খবর দেবে আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।' শিরদাঁড়া টান টান করলো মেরিন।

'আমি আরো জানতে চাই, তারা গত এক ঘণ্টায় কে কোথায় ছিলেন। আর, যতো তাড়াতাড়ি পারো একজন ডাক্তার ডাকো। তুমি বরং তোমার সার্জেন্টকে ডেকে নাও, এতো কাজ একা পারবে না। বলবে আমি নির্দেশ দিয়েছি। তুমি জানো, আমি কে?'

'ইয়েস, স্যার!' তরুণ মেরিন মাথা ঝাঁকালো।

রুবি বেকারের দিকে ফিরলো রানা। 'হ্যাঁ, লাশটা যেন কোথায়? তোমরা রেনরা যে হেড্স্ ব্যবহার করো, সেখানে?'

দুর্বলস্বরে, 'হ্যাঁ,' বললো রুবি, তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোলো রানা, শুনতে পেলো কাজে লেগে গেছে মেরিন, রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রথম কেবিনটার দরজায় বাড়ি মারছে।

দ্বিতীয় বাল্কহেডের সামনে পৌঁছুলো রানা। এখানে ডিউটিরত মেরিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'রেনদের ওদিকে কোনো অফিসার বা তাদের কোনো স্টাফ যেতে পারবে না, নিষেধ আছে, তুমি জানো?'

মাথা ঝাঁকালো মেরিন। 'জানি, স্যার।'

'তোমার ডিউটির সময় তাদের কেউ নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকেছে?'

'আমি মাত্র পনেরো মিনিট ডিউটিতে এসেছি, স্যার। মহড়ার নিয়মমতো ক্যাপটেন সবাইকে অ্যাকশন স্টেশনে থাকার নির্দেশ দিলেন, তাই পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নতুন করে করতে হয়েছে, স্যার।'

'তাহলে কতোক্ষণ এদিকটায় কোনো পাহারা ছিলো না?'

'ঠিক বলতে পারবো না, স্যার। খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট।'

রানাকে পথ দেখালো রুবি, রেনদের কেবিনের সামনের প্যাসেজে চলে এলো ওরা। পা'জামা পরা এক মেয়ে, চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে একটা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো।

'ভেতরে ঢোকো, ডেলা,' কড়া ধমক দিলো রুবি, সাথে সাথে দরজার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা।

রক্তমাখা একজোড়া পায়ের ছাপ এগিয়ে এসে হঠাৎ করে থেমে গেছে,

সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বেশ খানিকটা রক্ত, এরইমধ্যে জমাট বেঁধে কাদাটে হয়ে গেছে। জায়গাটা বন্ধ বাল্কহেড থেকে বারো ফুটের মতো দূরে, ওই বাল্কহেড দিয়েই হেডস-এ যাওয়া যায়। হঠাৎ একটা ভাষাগত পার্থক্যের কথা রানার মনে উঁকি দিলো, বলা যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে। হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা বা শৌচাগারকে রয়্যাল নেভীতে সব সময় 'হেডস' বলা হয়–বহুবচন–কিন্তু ইউএস নেভীতে বলা হয় 'হেড'–একবচন। অথচ ফাইটার এয়ারক্রাফটের এইচ ইউডি-র বেলায় উল্টোটা হতে দেখা যায়। মার্কিনীরা বলে, 'হেডস-আপ-ডিসপ্লে', আর ব্রিটিশরা বলে 'হেড-আপ-ডিসপ্লে'। বাল্কহেডের দরজা খুললো রানা, সেই সাথে ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলটাও মরে গেল।

রুবি বেকার মিথ্যে কিছু বলেনি, জায়গাটা সত্যি কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। চারদিকে থকথক করছে রক্ত, মেঝেতে জাহাজের সাথে দোল খাচ্ছে লাশটা, দৃষ্টিভ্রম জনিত কারণে মনে হচ্ছে এখনো রক্ত বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে।

'ওকে তুমি ছুঁয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রুবি, ঠোঁট জোড়া শক্তভাবে চেপে ধরেছে পরস্পরের সাথে, যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে বমি ঠেকাবার।

'তুমি বরং পালাও,' পরামর্শ দিলো রানা।

'কি!'

'ফিরে গিয়ে মেরিনদের একজনকে বলো ডাক্তার যেন সিক বে রেটিংদের দু'জনকে সাথে করে আনেন। জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে না?'

'কাছাকাছি কোনো ফোন থেকে বলে দিচ্ছি।' ওদের পিছন থেকে শোনা গেল কথাটা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল নিয়ে লম্বা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'সার্জেন কমাণ্ডার হুবার্ট। একটু সরে দাঁড়ান, লাশটা আমাকে দেখতে দিন।'

জাহাজে ওঠার পর ওয়ার্ড-রুমে ডা. হুবার্টের সাথে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দেখা হয়েছিল রানার। কথা কম বলেন ভদ্রলোক, তবে গম্ভীর নন, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। ইউনিফর্ম পরে আছেন, তবে তাঁর ট্রাউজার সবুজ সার্জেন'স বুটের ভেতর ঢোকানো। 'আপনি আপাতত একটু সরে থাকুন, ক্যাপটেন রানা। ফিরে গিয়ে আমার একটা ছেলেকে দিয়ে আপনার পায়ের মোড়ক পাঠাবো। একবার রক্ত লাগলে সাফ করা বড় ঝামেলার কাজ।'

সম্মতি জানিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালো রানা, দেখলো রক্তে ভাসা ডেকে পা দিয়ে এগোলেন ডা. হুবার্ট। লাশটা পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকলেন তিনি, বেদনাসূচক দু'একটা শব্দ করলেন। তারপর সিধে হলেন, বুটে রক্ত নিয়ে ফিরে এলেন প্যাসেজে, দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন সিক বে-র নম্বরে। 'ডিক? গুড, চারশো ছয়ে চলে এসো। বুট আর রাবার অ্যাপ্রন। একজোড়া অতিরিক্ত বুট। সাহসী দু'জন ছোকরাকেও সাথে আনো, বালতি ইত্যাদি সহ জলদি।'

রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কাজটা যারাই করে থাকুক, কোনো সুযোগ দেয়নি বা কোনো ঝুঁকি নেয়নি, ক্যাপটেন রানা। ধড় থেকে মাথাটা প্রায় আলাদা করে ফেলেছে। দেখে যতোদূর বুঝতে পারছি, কেউ একজন পিছন থেকে ওর চুল খামচে ধরেছিল, তারপর অপর হাত দিয়ে কাজটা সেরেছে। অস্ত্রটা অত্যন্ত ধারালো ছিলো। কে ও?'

'আমেরিকান সিকিউরিটির সদস্য। লিডার, সম্ভবত।'

'ওর কোনো শত্রু ছিলো কিনা জিজ্ঞেস করাটা বোকামি, কারণ বোঝাই যাচ্ছে একজন অন্তত ছিলো...,' সিক বে-র দু'জন অ্যাটেনড্যান্টকে আসতে দেখে থামলেন ডা. হুবার্ট। ওদের পিছু নিয়ে দু'জন অর্ডিনারি সীম্যানও হাজির হলো, হাতে ধোয়া-মোছার সরঞ্জাম।

'মাগো, মা!' অ্যাটেনড্যান্টদের একজন হেডস-এ উঁকি দিয়ে আঁতকে উঠলো, পিছিয়ে এলো দ্রুত।

'ক্যাপটেন রানাকে বুট জোড়া দাও,' শান্তভাবে বললেন সার্জেন কমাণ্ডার। 'তাঁর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্লিনারদের অপেক্ষা করতে বলো। একটা স্ট্রেচার-এর ব্যবস্থা করো, লাশটা ফ্রীজারে রাখতে হবে।'

জুতো খুলে বুট পরলো রানা, লাশটার দিকে এগোলো। লোকটা রিচার্ড, কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক জবাই করাই হয়েছে তাকে। লাশটা নাড়াচাড়া করতে ভয় লাগলো রানার, আশঙ্কা করলো ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মাথাটা, কারণ গলার ক্ষতটা যেমন লম্বা তেমনি গভীর।

রয়্যাল নেভীর নীল পুলওভার পরে রয়েছে রানা, আস্তিন গুটিয়ে পাশ ফেরালো লাশটাকে। হাত দুটো ভিজে গেল রক্তে, চট চট করছে। লোকটার পকেটে হাত গলালো ও, ভেতর থেকে বের করলো মানিব্যাগ, দুটো আইডি। লাশটা ছেড়ে দেবে রানা, এই সময় অস্পষ্টভাবে শরীরটার নিচে থেকে কিছু ঘষা খাওয়ার শব্দ ঢুকলো কানে। মনে হলো লোকটার ডান কাঁধের নিচে কিছু আছে। কনুই পর্যন্ত রক্ত মাখিয়ে তল্লাশি চালালো রানা, আঙুলের ডগায় শক্ত ধাতব কি যেন ঠেকলো। সেটা ধরলো ও, বের করে আনলো কাঁধের নিচে থেকে।

ছোট্ট ব্যাটারি চালিত একটা ডিকটেটিং মেশিন।

দরজার কাছে ফিরে এসে, হাত দুটো শরীর থেকে দূরে রেখে, সার্জেন কমাণ্ডারকে বললো রানা, 'জায়গাটা এবার সাফ করা যায়।'

সিক বে-র একজন অ্যাটেনড্যান্ট স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে রক্ত মুছে দিলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কোয়ার্টারের পথ ধরলো রানা।

অ্যাডমিরালরা এবং তাঁদের স্টাফরা যেদিকটায় থাকছেন, সেদিকের প্যাসেজে কি নিয়ে যেন গোলমাল বেধেছে। রানাকে আসতে দেখে এগিয়ে এলো একজন মেরিন সার্জেন্ট। 'ক্যাপটেন রানা, স্যার...,' পরমুহূর্তে রানার হাতে রক্ত আর রক্তমাখা ডিকটেটিং-মেশিনটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। 'আপনি সুস্থ, স্যার? আপনার হাতে জিনিসটা খাঁটি লাল মদ নাকি, স্যার?'

'এইমাত্র বোতলটা ভেঙে গেছে। আমাদের ঘাড়ে একটা খুনের দায় চেপেছে, সার্জেন্ট। এদিকের পরিস্থিতি বলো। কেবিনের ভেতর এতো চেঁচামেচি হচ্ছে

কেন?'

'কেউ সহযোগিতা করতে রাজি নন, স্যার। তিনজন অ্যাড-মিরালই কাপটেনের সাথে ব্রিজে রয়েছেন। অ্যাডমিরাল হ্যামারহেডের সাথে তাঁর ফ্ল্যাগ অফিসার রয়েছেন, একজন লেফটেন্যান্ট, নাম অ্যাডামস। লেফটেন্যান্ট জন বুকার কেবিন থেকে বেরুবার অনুমতি চাইছেন··· ।'

'কেউ বেরুতে পারবে না!' বাতাসে চাবুকের আওয়াজ তুললো যেন আদেশটা।

'সে-কথাই ওদেরকে বলেছি আমি, স্যার। অতিরিক্ত সেন্ট্রি দাঁড় করিয়েছি।'

'গুড। আর কি সমস্যা আমাদের?'

'অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশের সাথেও একজন সিকিউরিটি অফিসার আছেন ব্রিজে, তাঁর বাকি দু'জন অফিসার, মি. পিটার উডকক আর মি. অ্যালান হোপ–কালো ভদ্রলোক-সাংঘাতিক চেঁচামেচি করছেন। বলছেন, কোনো ঘটনা ঘটার মুহূর্তে বসের পাশে থাকতে হবে তাদের।'

'এই মুহূর্তে তাঁরা নিজেদের কেবিনে রয়েছেন, তাই না?'

'স্যার।'

'ঠিক আছে, বেরুতে দিয়ো না। বলো, সময়মতো তাদের সাথে আমি দেখা করবো। আর রাশিয়ানরা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সার্জেন্ট। 'লাইফ হেল করে দিচ্ছেন, স্যার। সবাই ইংরেজি বলতে পারেন, কিন্তু সহযোগিতা করতে রাজি নন।'

'ভদ্রমহিলা?'

'কাসানোভা? মিস রিটা কাসানোভা? তাঁকে একটু যেন বিমর্ষ দেখলাম, স্যার। রেনদের হেডস-এ ঢুকছিলেন তিনি লাশটা আবিষ্কার হওয়ার ঠিক আগের··· ।'

'আচ্ছা, তাই নাকি!' এক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করলো রানা। 'ওদেরকে জানিয়ে দাও, সবার সাথে আলাদাভাবে দেখা করবো আমি–আমার কেবিনে, এক ঘণ্টা পর।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

'যেভাবে পারো ওদেরকে শান্ত রাখো, সার্জেন্ট। আর আমার কেবিনের সামনে পাহারার ব্যবস্থা করো। একটু পরেই ব্রিজে উঠবো আমি। কেউ যেন, আই রিপিট, কেউ যেন আমার কেবিনে ঢুকতে না পারে। এমনকি তোমাদের মেরিনদের ক্যাপটেনও নয়, আমার অনুমতি ছাড়া। বিশেষ করে আমি যখন ক্যাপটেনের সাথে কথা বলার সময় ব্রিজে থাকবো।'

মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার।'

হাত থেকে রক্ত ধুলো রানা, ডিকটেটিং-মেশিনটা পরিষ্কার করলো, দ্রুত একবার চোখ বুলালো লোকটার পরিচয়পত্রে। তার নাম রিচার্ড কালাহান, পরিষ্কার বোঝা গেল মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস টিমের সিনিয়র সদস্য সে। মানিব্যাগটা খুললো রানা, দ্বিতীয় ল্যামিনেটেড আইডিটা দেখলো। এতেও রিচার্ড কালাহানের ফটো রয়েছে, তবে লেখাগুলো প্রথমটার সাথে মেলে না। রিচার্ড কালাহান আসলে সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ছিলো না। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে কাজ করছিল সে, সেখান থেকে তাকে সিক্রেট সার্ভিসে ডেকে নেয়া হয়। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে কমাণ্ডার পদে ছিলো সে।

ডিকটেটিং-মেশিনটা শুকিয়ে নিলো রানা, দেখলো ছোট একটা ক্যাসেট রয়েছে ভেতরে। ব্যাটারি চেক করে ক্যাসেটটা রিওয়াইণ্ড করলো, তারপর চাপ দিলো 'প্লে' বোতামে। লাল আলো জ্বলে উঠলো, ভলিউম অ্যাডজাস্ট করলো রানা। খুদে স্পীকার থেকে স্পষ্ট ভেসে এলো পরলোকগত রিচার্ড কালাহানের কণ্ঠস্বর।

'চার নম্বর রিপোর্ট। সাধারণ সাইফারে রূপান্তর করে, প্রথম সুযোগেই এইচএমএস ইনভিনসিবলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। নাম্বার টোয়েনটিথ্রিএক্সফাইভ। কয়েকটা নামের বিশদ বিবরণ পেতে চাই। প্রথমে রাশিয়ান অফিসারদের নাম, সম্ভবত কেজিবি বা জিআরইউ। রিটা কাসানোভা, এখানে পাঠানো হয়েছে রুশ ন্যাভাল অ্যাটাশে হিসেবে; ইগর বোনাভিচ, আলেক্স সিলোস্কি, ভলাদিমির কারকেভ। রয়্যাল নেভীরও কয়েকজন সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই, নামগুলো হলো···,' নামগুলো শুনে বড় বড় হলো রানার চোখ। 'সবাই যদি খাঁটি ও নির্ভেজাল হয়,' বলে চলেছে রিচার্ড কালাহান, 'আমি বলবো, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন ড্যান্সার। কিন্তু যদি কোথাও কোনো সন্দেহ বা গোলমাল থাকে, আমার পরামর্শ হবে একটাই–বেয়ারার্স' মিটিং বাতিল করা হোক। আবার বলছি··· ।' এরপর অন্যান্য শব্দ ভেসে এলো–গুঙিয়ে ওঠার শব্দ, চিৎকার, ছোট রেকর্ডারটা ডেকে ছিটকে পড়ার শব্দ, রিচার্ডের মৃত্যুযন্ত্রণা, এখনো টেপটা চলছে, কাছে-দূরে আরো অনেক রকম আওয়াজ। একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল, তারপর আরেকটা। স্পষ্ট নয় ওগুলো, তবে ওদের গলার শব্দকে ছাড়িয়ে উঠলো আরেকটা আওয়াজ, কেউ যেন লাশটা টানাটানি করছে। থপ থপ চাপড়াবার শব্দ বেরিয়ে এলো ক্যাসেট থেকে। ডেকের ওপর অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

রয়্যাল নেভীর লোকজনদের তালিকাটা উদ্বিগ্ন করে তুললো রানাকে। ওয়াশিংটন-এর কাছ থেকে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে রিচার্ড, জানতে চেয়েছে এরা নিজেদের যে পরিচয় দিচ্ছে তা সত্যি বা আসল কি না। তারমানেই হলো, ওদের পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল রিচার্ডের মনে। আরো বোঝা গেল, যোগাযোগের জন্যে ইনভিনসিবলের সাথে কোনো আয়োজন করা আছে, সম্ভবত একটা আমেরিকান সাইফার মেশিন বসানো হয়েছে এখানে। ডিকটেটিং-মেশিনের টেপ সাইফার মেশিনের টেপে আরোপ করা হবে, সাইফার মেশিন সেটাকে দুর্বোধ্য ভাষায় রূপান্তর বা অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেবে ওয়াশিংটনে, সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। এ-বিষয়টা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও ক্ষতি নেই। রানার উদ্বেগ রিচার্ডের তৈরি তালিকাটা।

ফোনের রিসিভার তুলে ব্রিজের নম্বরে ডায়াল করলো রানা। তরুণ এক

মিডশিপম্যান সাড়া দিলো, রানার নির্দেশ পেয়ে রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টারকে ডেকে দিলো সে। 'কে, মি. রানা?' তীব্র ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার। 'যদি বলি, আপনি রয়্যাল নেভীর আদি ও অকৃত্রিম অফিসার হলে এই অঘটনটা ঘটতো না? বা যদি বলি, আপনি শ্বেতাঙ্গ নন বলেই একজন শ্বেতাঙ্গ খুন হবার আগে যথেষ্ট সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেননি?'

রানা উত্তেজিত হলো না। ভদ্রলোক যে বর্ণবাদে বিশ্বাসী, কালো মানুষদের দু'চোখে দেখতে পারেন না, আগেই জানতে পেরেছে ও। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, সিকিউরিটি অফিসারদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্যে ইনভিনসিবলে পাঠানো হয়নি আমাকে। যারা নিজেদের রক্ষা করতে জানে না, তাদেরকে অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাঠানো হয়েছে কোন্ বুদ্ধিতে?'

এক সেকেণ্ড চুপ থাকলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। তারপর বললেন, 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় কম। নীল দলের সাবমেরিন যে-কোনো মুহূর্তে গোলাবর্ষণ করবে আমাদের ওপর, ফোর্সটাকে আমি চ্যানেল থেকে বের করার জন্যে হিমশিম খাচ্ছি।'

রানা ওর বক্তব্য বলে গেল। প্রায় এক মিনিট লাগলো শেষ করতে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন স্যার ওয়াল্টার, তারপর কর্কশস্বরে বললেন, 'এখানে উঠে আসুন। অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশকে নিজের মুখে দুঃসংবাদটা দিন। কাজটা আমার নয়।'

'আসছি।' রিচার্ড কালাহানের আইডি আর ডিকটেটিং-মেশিন লুকিয়ে রাখলো রানা, ছোঁ দিয়ে ক্যাপটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

'এই মহড়া বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না, মি. রানা। আপনার কথায় নয়, অন্য কারো কথাতেও নয়। এটার গুরুত্ব এতো বেশি যে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশেষ করে কাল রাতে যে ঘটনাটা ঘটবে, সে-কথা মনে রেখে বলছি। আমরা তখন বে অভ বিস্কে-তে থাকবো। রাজনৈতিকভাবে ওটার গুরুত্ব সীমাহীন।' রিয়ার-অ্যাডমিরালের চেহারায় জেদ ফুটে উঠলো। তাঁর নাইট কেবিনে রয়েছে ওরা।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'অন্তত বেয়ারার্স' মিটিঙে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরকে জানানো দরকার।'

'আপনি আমাকে স্রেফ পরামর্শ দিচ্ছেন, নাকি সিকিউরিটি লিয়াজোঁ হিসেবে কাজটা করতে বলছেন?'

'কাজটা আপনাকে করতে বলছি, রিয়ার-অ্যাডমিরাল।'

'কিন্তু করার দরকার হয় না, আপনি যদি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন, অর্থাৎ খুনীকে ধরতে পারেন।'

'উইথ রেসপেক্ট, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, আমি আগেও বলেছি, সিকিউরিটি টিমের সদস্যদের রক্ষা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, আপনি আমাকে শার্লক হোমস ধরে নিলে ভুল করবেন।'

'কিন্তু আমি জানতাম, কালো লোকগুলো, আপনারা, সব কাজেই ওস্তাদ– বিশেষ করে পুরুষদের কোণঠাসা বা মেয়েদের সর্বনাশ করার ব্যাপারে।'

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে রানা বললো, 'আমার এক কালো বন্ধু আছে, শ্বেতাঙ্গদের দু'চোখে দেখতে পারে না। কারণ ছোটোবেলায় এক শ্বেতাঙ্গ যুবক তার নিতম্বে কষে একটা লাথি মেরেছিল। ঘটনাটা তাকে আমি ভুলে যাবার পরামর্শ দিয়েছি, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি, কারণ লাথিটা সে তার নিতম্বে এখনো নাকি অনুভব করে।'

রানার বক্তব্য বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় নিলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল, মনে মনে যেন একটা অংক কষছেন। পরমুহূর্তে অপমানে লাল হয়ে উঠলো তাঁর চেহারা। 'মি…রানা, আপনি…।'

'অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ আর তাঁর ফ্ল্যাগ অফিসারকে খবরটা দিতে হবে,' বললো রানা। 'কি যেন নাম তার…?'

'মি. বিল…।' তিক্ত প্রসঙ্গটা এড়াতে পেরে স্বস্তিবোধ করলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অপমানের প্রতিশোধ সময় হলে ঠিকই তিনি নেবেন।

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'বিল পার্কার। দু'জনকে একসাথে পেলে ভালো হয়।'

'ম্যাকিনটশ অদ্ভুত এক চিড়িয়া,' অনেকটা আপন মনে বিড়বিড় করলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। 'আমাকে শেখাতে আসে আমার জাহাজ কিভাবে আমি চালাবো!'

'তিনিও হয়তো, আমার সেই বন্ধুর মতো, ছেলেবেলায় ঘটে যাওয়া কোনো তিক্ত ঘটনা ভুলতে পারেননি!' বলে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

পাঁচ মিনিট পর অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ আর বিল পার্কার রানার কেবিনে হাজির হলো। বিল পার্কার লম্বা, ছয় ফুট চারের কম নয়, আন্দাজ করলো রানা। মাথায় লালচে সোনালি আর কালো, দু'রকম চুল। হাঁটার ভঙ্গিটা অলস–ছুটে আসা বুলেট ঠেকাবার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকে যারা, এই ভঙ্গিটা তাদের একটা ভান মাত্র। দরজা খুলে প্রথমে ঢুকলো সে, কেবিনটা দ্রুত, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিলো, তারপর একপাশে সরে গিয়ে ঢোকার পথ করে দিলো অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশকে। রানার চোখে তাকিয়ে হাসলো সে, যদিও হাসিটা তার চোখ স্পর্শ করলো না।

'জন ওয়াল্টার বললেন, আপনি নাকি আমাদের দু'জনের সাথেই দেখা করতে চেয়েছেন, মি. রানা,' ভাব দেখে মনে হলো রানার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ, যেন মজার খেলা ছেড়ে বাচ্চা এক ছেলেকে এখানে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। ইনভিন-সিবলের ব্রিজে নাটকীয় ঘটনা ঘটছে, কারণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোর্স বদলে এগোতে হচ্ছে জাহাজটাকে, কখন কি ঘটে বলা যায় না অথচ এই মুহূর্তে ব্রিজে থাকার সুযোগ দেয়া হয়নি তাঁকে। সাবমেরিনগুলো এখনো টাস্কফোর্সের চারদিকে পজিশন নিতে ব্যস্ত, এখনো কোনো গুলি ছোঁড়েনি।

'আপনি বসুন, অ্যাডমিরাল। আপনাদের দু'জনের জন্যেই খারাপ খবর আছে।'

'হুঁহ্।' এমন সুরে আওয়াজটা করলেন ম্যাকিনটশ, যেন যে-কোনো খবরই তাঁর জন্যে খারাপ।

'আপনার দেহরক্ষীদের সিনিয়র অফিসার···।'

'কালাহান? রিচার্ড কালাহান?' একটা চেয়ারে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ, তার ঠিক পিছনে পজিশন নিলো বিল পার্কার।

'রিচার্ড কালাহান।' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'সে মারা গেছে।'

রানা লক্ষ্য করলো, বিল পার্কার আকস্মিক ধাক্কা খেয়েছে। হাঁ হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। 'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কিভাবে ইন হেভেনস নেম?'

'খুন।'

'খুন?'প্রায় একযোগে উচ্চারিত হলো, বসের চেয়ে একটু বরং আগে শুরু করলো বিল পার্কার। তারপর অ্যাডমিরাল একা কথা বললেন, 'কিভাবে খুন হলো? হার ম্যাজেস্টির ক্যাপিটাল শিপে কেউ কোনো দিন খুন হয় না!'

'এই প্রথম হয়েছে।'

'কিভাবে?'

'তাকে জবাই করা হয়েছে, ছুরি দিয়ে। রেনদের হেডস-এ।'

ম্যাকিনটশ কি বলবেন বুঝতে না পেরে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। বিল পার্কার একটা শব্দ করলো, যেন উচ্চারণ করলো, 'কিন্তু!'

'মি. বিল পার্কারকে দুটো প্রশ্ন করতে চাই আমি,' বললো রানা। 'তারপর আপনার সাথে কথা বলবো, অ্যাডমিরাল।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন ম্যাকিনটশ। চেহারায় শোকের ছায়া, হঠাৎ করে যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে তাঁর।

'বিল? আপনাকে আমি বিল বলে ডাকতে পারি তো?'

'অবশ্যই, স্যার,' শিরদাঁড়া টান টান করলো বিল পার্কার।

'বেশ। আগে কখনো আপনি রিচার্ড কালাহানের সাথে কাজ করেছেন?'

'না। এই প্রথম তার সাথে পরিচয় আমার। এই অ্যাসাইনমেন্টের আগে আমি তার নামও শুনিনি। তবে লোকটা সত্যি ধারালো ছিলো।' তার বলার ধরন দেখে রানার মনে হলো, সে বলতে চায় রিচার্ডের বোধবুদ্ধি বড় বেশি ধারালো ছিলো।

'বলা যায়, তার শেষ পরিণতিটাও ধারালোই হয়েছে।'

সখেদে মাথা নাড়লো বিল পার্কার। রিচার্ড কালাহানের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাকে বিমর্ষ করে তুলেছে। 'খুবই উদ্বেগজনক ব্যাপার।' তারপর অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলো সে। 'কে নেতৃত্ব দেবে, স্যার?'

গলা পরিষ্কার করলেন ম্যাকিনটশ। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, তুমিই তো সিনিয়র, তাই না?'

'সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছি, স্যার।'

'ঠিক আছে, তুমিই চার্জে থাকো, যতোক্ষণ না আমরা ড্যান্সার-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহলের নতুন নির্দেশ পাই।' চট করে রানার দিকে একবার তাকালেন অ্যাডমিরাল, যেন মুখ ফস্কে গোপন কিছু বলে ফেলেছেন।

'ঠিকই আছে, অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ। সিকিউরিটির সার্বিক দায়িত্বে রয়েছি আমি। ড্যান্সার কে আমি জানি। এবার, বিলের সাথে সময় নিয়ে কিছু কথা বলবো আমি।' লম্বা লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালো রানা। 'আজ রাতে আপনি অ্যাডমিরালকে পাহারা দিচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সারাক্ষণ তাঁর পাশেই ছিলেন?'

'একসাথে ডিনার খেয়েছি আমরা, স্যার। তারপর দু'জনেই কাপড় পাল্টে ব্রিজে উঠে যাই।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'২৩.৪০। যুদ্ধ শুরু হবার বিশ মিনিটের মতো আগে।'

'তারপর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আপনি অ্যাডমিরালের সাথে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, যতোক্ষণ না এখানে আসতে বলা হলো আমাদের।'

'ওয়াশিংটনে খবর পাঠাবার জন্যে কিছু করার আছে আমাদের? বিশেষ কোনো ব্যবস্থা আছে আপনাদের?'

'আছে। ওদিকটা আমি দেখবো।'

'ঠিক আছে।' দু'সেকেণ্ডের জন্যে ভান করলো রানা চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে। 'এখুনি নয়, কেমন? যদি কিছু মনে না করেন, আমি চাই বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন আপনি, মেরিন গার্ডের সাথে। অ্যাডমিরালের সাথে কিছু কথা আছে আমার। তারপর অফিশিয়ালি যা করার দরকার হয় করবো। এক্সকিউজ মি,' শেষ কথাটা অ্যাডমিরালকে উদ্দেশ্য করে বলা।

কেবিনের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলো রানা, কথা বললো মেরিন লোকটার সাথে। মি. বিল পার্কার বাইরে অপেক্ষা করবেন, অ্যাডমিরাল না বেরুনো পর্যন্ত কোথাও তাঁর যাওয়া চলবে না। হাতছানি দিয়ে বিল পার্কারকে ডাকলো রানা। কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কেবিনের দরজা বন্ধ করে রানা প্রশ্ন করলো, 'কে এই রিচার্ড কালাহান?' অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে নিজের ডেস্কের পিছনে এসে বসলো ও।

অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশকে উদ্বেগে অস্থির দেখলো রানা। অথচ সহজে উদ্বিগ্ন হবার মতো লোক তিনি নন বলেই মনে হয়।

'মানে?' অবশেষে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ম্যাকিনটশ।

'আমাকে সঠিক জবাব পেতে হবে, অ্যাডমিরাল। বেয়ারার্স' মিটিঙের সিকিউরিটির দায়িত্ব রয়েছে আমার ঘাড়ে, আশা করি আপনি তা ভুলে যাননি। ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা এমনিতেই সুখকর নয়। তারপর যখন জানলাম, রিচার্ড কালাহান আসলে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলো না,

স্বভাবতই রাগ হলো আমার।'

'রিচার্ড সিক্রেট সার্ভিসের লোক নয়...আপনি তা জানবেন কিভাবে?'

'জানাই আমার কাজ, অ্যাডমিরাল।'

'কিন্তু এটা তো কারুরই জানার কথা নয়!'

'আমি অনেক দিন হলো এই পেশায় আছি,' বললো রানা। 'তার সম্পর্কে সব কথা বলবেন আপনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাকিনটশ, ম্লানমুখে মাথা ঝাঁকালেন। 'রিচার্ডকে আমিই নির্বাচিত করি। আগে এক সাথে কাজ করেছি আমরা, এই কাজটার জন্যে তাকেই আমার সেরা বলে মনে হয়েছিল। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের একজন কমাণ্ডার ছিলো সে।'

'ঠিক আছে। আপনি জানেন, ওয়াশিংটনের সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখছিল সে?'

'জানি।'

'জাহাজের কমিউনিকেশন স্টাফদের মাধ্যমে সরাসরি?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'না। আমার কেবিনে একটা ক্লোজ চ্যানেল মাইক্রো ট্র্যান্সমিটার আছে। কিছু ট্র্যান্সমিট করার দরকার হলে আমাকে বলতে হতো, আমি অনুমতি দিতাম তাকে।'

'কিভাবে কাজ করে ওটা?'

'এ-ধরনের জিনিস কিভাবে কাজ করে? গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ম্যাজিকের মতো। ছোটো একটা টেপ ভরার জায়গা আছে ওটায়। মেসেজ সহ একটা টেপ ভরতো রিচার্ড, ট্র্যান্সমিটারের সাথে ফ্ল্যাটস্কম-এর সংযোগ দিতো, ব্যস-মেসেজটা সাইফারে রূপান্তরিত হয়ে আরেকটা জাহাজে পৌঁছে যেতো। ওখান থেকে পাঠানো হতো ওয়াশিংটনে।'

'ফ্ল্যাটস্কম তো ইউএস নেভীর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, তাই না?'

মাথাটা সামান্য ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল, কেউ যেন তাঁর ঘাড়ে খোঁচা দিয়েছে।

'আপনি জাহাজে ওঠার পর ট্র্যান্সমিটারটা ব্যবহার করে সে?'

'না,' গম্ভীর সুরে বললেন ম্যাকিনটশ। 'দেখুন, ক্যাপটেন রানা, গোটা ব্যাপারটা আমাকেও বিপজ্জনক একটা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। রিচার্ড ভোরের দিকে আমাদের কমিউনিকেশন লিঙ্ক ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাকে আমি বলেছিলাম, তালা খোলার জন্যে নামবো আমি। কারণটা আমাকে বলেনি সে, তবে আমি বুঝতে পারি কোনো একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলো সে-জাহাজে বেমানান বা সন্দেহজনক কিছু একটা চোখে পড়ে তার। ড্যান্সার বেয়ারার্স' মিটিং উপলক্ষে ইনভিনসিবলে আসার আগে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করে নিজের সন্দেহ মিথ্যে কিনা জানতে চাইছিল। কিন্তু কি ঘটলো? তাকে জবাই করা হয়েছে, কিন্তু আমি অন্ধকারে। সিদ্ধান্তটা আমাকে নিতে হবে অথচ রিচার্ড কি জানতে চেয়েছিল সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।'

'উদ্বিগ্ন হবার তেমন কোনো কারণ দেখি না...,' শুরু করলো রানা, বাধা পড়লো টেলিফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে ওঠায়। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে রিসিভার তুললো ও।

ফোন করেছেন সার্জেন কমাণ্ডার হুবার্ট। 'জায়গাটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে, ক্যাপটেন রানা। আমি নিজে থেকেই কিছু ফটো তুলেছি-লাশটা যেভাবে পাওয়া গেছে, মুখ, ক্ষত ইত্যাদির। সিনেমা দেখেছি তো, বুদ্ধিটা এসে গেল। মৃত্যুর সময়টা নিখুঁত বলতে পারবো না, এটুকু বলতে পারি আমি লাশ দেখার ঘণ্টাখানেক আগের ঘটনা।'

'হুঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনার সাথে পরে আমি দেখা করবো। কাউকে কিছু জানাবেন না।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশের দিকে ফিরলো রানা। 'আপনি অস্থির হবেন না, অ্যাডমিরাল। শিডিউল অনুসারে জাহাজে আসতে পারেন ড্যান্সার, আমার তরফ থেকে অনুমতি আছে।'

'ব্যাপারটাকে এতো সহজভাবে নিচ্ছেন আপনি!'

'সহজভাবেই নিচ্ছি। রিচার্ড কি চেক করতে চেয়েছিল আমি বোধহয় তা জানি। আমার ধারণা, সেজন্যেই তাকে খুন করা হয়েছে।'

'আপনি জানলে আমাকেও আপনার জানানো উচিত।'

'আমি বলেছি, বোধহয় জানি, অ্যাডমিরাল।'

'এবং আপনার অনুমান সম্পর্কেও আপনি...?'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল-না। আপনি ড্যান্সার-এর কথা ভাবছেন, কিন্তু আমাকে ড্যান্সার ছাড়াও আরো দু'জনের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে, কিছু ব্যাপার গোপন না রেখে উপায় নেই। আমার ধারণা, রিচার্ডের প্রশ্নটা কি ছিলো আমি জানি, নিশ্চিত হবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে, কোথাও কোনো গলদ থাকলে তা-ও সংশোধন করা হবে, ড্যান্সার জাহাজে পৌঁছুনোর আগেই। যদি বুঝি, ঝুঁকি আছে, বেয়ারার্স' মিটিং বাতিল করে দেবো। এবার আপনি মি. বিলকে সাথে নিয়ে ফিরে যেতে পারেন, অ্যাডমিরাল। এ-ব্যাপারে আপনি কারো সাথে আলাপ না করলে কৃতজ্ঞ বোধ করবো আমি।'

'আপনি যা বলেন, ক্যাপটেন।' অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ খুশি হলেন না, তবে বুঝতে পেরেছেন কঠিন পাত্র রানা, ওর কাছ থেকে কথা বের করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

বেয়ারার্স' মিটিং সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অনেক কাজ সারতে হবে রানাকে। প্রথমে শার্লক হোমসের ভূমিকা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে কথা বলতে হবে। তারপর রিচার্ড কালাহানের তৈরি তালিকা ধরে রয়্যাল নেভীর লোকজনদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় তালিকাটাও চেক করে দেখতে হবে। ডেস্কের পিছনে বসে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো রানা, কার সাথে প্রথমে কথা বলা যায়। রাত তিনটে বাজে। কেউই খুশি হবে না, তবে যারা জেগে আছে বলে জানে ও, তাদেরকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। ব্রিজে ফোন করে অ্যাডমিরাল স্যার মারফি হ্যামারহেড এবং তাঁর ফ্ল্যাগ লেফটেন্যান্ট ডিক অ্যাডামসকে ওর সাথে দেখা করার অনুরোধ করলো। পাঁচ

মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন স্যার হ্যামারহেড, সাথে ডিক অ্যাডামস। দুঃসংবাদটা জানিয়ে সাধারণ প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করলো রানা–মি. অ্যাডামস কি ডিনারের পরও অ্যাডমিরালের সাথে ছিলেন? দু'জন কি সব সময় একসাথে ছিলেন? উত্তর হলো, দু'বারই, হ্যাঁ।

স্যার মারফি হ্যামারহেডকে নার্ভাস দেখালো। 'হিজ ম্যাজেস্টির জাহাজে সাধারণত খুন হয় না!' অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশের কথারই প্রতিধ্বনি তুললেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ, এবার একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে।'

'আমরা কোনো সাহায্যে আসতে পারি, ক্যাপটেন রানা?' জানতে চাইলো ডিক অ্যাডামস।

'সম্ভবত, তবে এখুনি নয়। যতোদূর জানি, রাশিয়ানরা সবাই ইংরেজি বলতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বললো ডিক অ্যাডামস। 'আমি আর বুকার প্রথমেই এটা জেনে নিয়েছি। তবে উচ্চারণে জড়তা আছে। আবার ভানও আছে।'

'ভান আছে মানে?'

'ওদের টিম লিডার–বোনাভিচ, নিকিতা বোনাভিচ। ঐ যে…ভোদকার পেটমোটা বোতলের মতো, নাক বোঁচা, ঠোঁটের পাশে ক্ষতচিহ্ন… ।'

'কি করেছে সে?'

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। ভান করলো ইংরেজি জানে না।'

'আসলে জানে?'

'অ্যাডমিরাল বরিস কোকোনোভিচের সাথে সারা রাত ব্রিজে ছিলো। ইংরেজদের মতো মুখে খই ফোটাচ্ছিল। উচ্চারণে সামান্য আমেরিকান টান আছে। শুধু আমরা কোনো আলাপ করতে গেলে বোবা বনে যায়। ওদের অ্যাটাশে, যার মুখে আপনার প্রশংসা ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, ভাব বিনিময়ে সাহায্য করলো আমাদের। এর কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না।'

'অর্থ কিছুই না, কেজিবির নিয়ম। এ-ধরনের আচরণ করে অভ্যস্ত ওরা। বলা যায় স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রিল।'

ওদেরকে ব্রিজে ফিরে যেতে বললো রানা, সাবধান করে দিলো কারো সাথে যেন আলাপ না করে। ওদেরকে দিয়েই জাহাজের ক্যাপটেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টারকে খবর পাঠালো-তিনি যেন অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচ আর নিকিতা বোনাভিচকে ওর কেবিনে পাঠিয়ে দেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হলেন অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচ, সাথে নিকিতা বোনাভিচ। একই রুটিন ধরে তাদেরকে জেরা করলো রানা। অদ্ভুতই বলতে হবে, রানা ইংরেজিতে প্রশ্ন করায় ঘন ঘন মাথা নাড়লো বোনাভিচ। অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচও প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, যেন সহযোগিতা করতে রাজি নন তাঁরা। রানা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিলো, ব্রিটিশ জলসীমায় রয়েছেন তাঁরা, ওর সাথে সহযোগিতা করা না হলে আক্রমণ '৮৯-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু, বেয়ারার্স' মিটিং, বাতিল করে দিতে বাধ্য হবে ও।

খেপে গেলেন অ্যাডমিরাল কোকোনোভিচ, রানার উদ্দেশ্যে চিৎকার জুড়ে দিলেন, বললেন ইনভিনসিবলে তিনিই হলেন সবচেয়ে উঁচু পদের অফিসার। 'গোটা সোভিয়েত নেভীর হেড আমি। ক্যাপটেন, তাই না? জানেন, আমি আপনার পদ কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি? ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারি আপনার ক্যারিয়ার? আপনার এতো সাহস আমার সাথে এভাবে কথা বলেন!'

'যা খুশি করুন, অন্তত চেষ্টা করে দেখুন, কিন্তু তার ফলে আমার ভূমিকা বদলাবে না, অ্যাডমিরাল বরিস কোকোনোভিচ। বেয়ারার্স' মিটিঙের সিকিউরিটি আমার দায়িত্ব, কাজেই আপনাদের অভিনয় আমার কাজে বাধা দেয়ার সমতুল্য বলে গণ্য করবো আমি। কমরেড নিকিতা বোনাভিচ ইংরেজি বলতে পারেন–আমিও জানি, তিনিও জানেন। কাজেই ভান করাটা অন্যায় ও অভদ্রতা।'

রাগে গরগর করতে করতে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন ওঁরা। মেরিন গার্ডকে ডেকে জন বুকারকে খবর পাঠালো রানা।

ডিক অ্যাডামসের বক্তব্য সমর্থন করলো জন বুকার, প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলো, কোনো রকম ইতস্তত না করে। ওরা আলোচনা করে স্থির করেছিলো অ্যাডমিরাল স্যার মারফি হ্যামারহেডের সাথে আজ রাতে ডিউটি দেবে ডিক অ্যাডামস, সকাল থেকে ডিউটি দেবে বুকার। তার কেবিনের বাইরে চেঁচামেচি শুরু হবার আগে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি বা শোনেনি সে। মেরিন গার্ড আর সার্জেন্ট তার ঘুম ভাঙায়।

কখন নিজের কেবিনে ঢোকে সে? এগারোটার দিকে। তার আগে কাউকে বা কিছু দেখেছে কি? দু'জন রাশিয়ানের সাথে বসে মদ খেয়েছে সে, ওদের সাথে কালো আমেরিকান লোকটাও ছিলো–অ্যালান হোপ। মেসডেকে একসাথে বসে আড্ডা মারছিল ওরা। তারপর সবাই একসাথে বিদায় নেয়। সবাই একসাথে কেবিনের পথে রওনা হন? হ্যাঁ।

এক এক করে অন্যান্য দেহরক্ষীদের জেরা করলো রানা। অ্যালান হোপ জন বুকার আর দু'জন রাশিয়ানের বক্তব্য সমর্থন করলো। রাশিয়ানরা সমর্থন করলো বাকি সবার বক্তব্য।

মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের অপর সদস্য, পিটার উডকক, নিজের কেবিনে ঢুকেছিল একটু আগেই। 'রিচার্ড যখন ঢোকে, তখনই,' বললো সে। 'আমরা কিছুক্ষণ আলাপও করি। অ্যালানকে আসতে দেখে তাকে আমরা দাঁড় করাই, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ছিনিয়ে নিই। তারপর যে-যার কেবিনে ঢুকি।' না, রিচার্ডকে কেবিন ছেড়ে বেরুতে দেখেনি সে বা কোনো শব্দও শোনেনি। লাউড-স্পীকারের আওয়াজে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কা দেয়ার পর ঘুম ভাঙে তার।

এরপর রানা মেরিন সার্জেন্টকে ডেকে পাঠালো। সার্জেন্ট হবসন আর সব রয়্যাল মেরিন সার্জেন্টদের মতোই, অজুহাত দেখিয়ে সময় নষ্ট করা স্বভাব নয়। সরাসরি পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো রানা, তারপর জানতে চাইলো, তার কি বলার

আছে। 'আমার ধারণা হয়েছে, সার্জেন্ট, এদিকটায় কে পাহারা দেবে তা নিয়ে খানিকটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল,' বললো ও।

'সমস্যাটাকে ঠিক সামান্য বলা যায় না, স্যার।'

'তাই?'

'২৩.৫৯ ঘণ্টায় বেলুনটা যখন আকাশে উঠলো, মেরিনরা সবাই যে-যার অ্যাকশন স্টেশনে চলে যায়, স্যার। তার আগেই, ডিউটি সার্জেন্ট হিসেবে, সমস্যাটা আমার দেখতে পাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দেখতে পাইনি, স্যার।'

'বলে যাও।'

'০০.২০ ঘণ্টায় আমি বুঝতে পারি, ওদিকে নেই কেউ। বড় কোনো অঘটন না ঘটলে ফরটিটু কমাণ্ডোকে ডাকা যায় না, তাই দু'জন মেরিনকে পাহারা দিতে পাঠাই আমি, নির্দেশ দিয়ে বলি, এক ঘণ্টা পর আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। আরো দু'জনকে বেছে রাখা উচিত ছিলো আমার, কিন্তু বাছিনি, স্যার। কাজেই ত্রুটি যদি কারো হয়ে থাকে তো আমার। যে-দু'জন ওখানে পাহারা দিচ্ছিলো তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো নিজেদের নরম্যাল পোস্টে ফিরে যাওয়ার। আমার যখন মনে পড়লো, বাল্কহেড টেলিফোনে নির্দেশ দিই আমি। আমার ধারণা, মিনিট পনেরোর মতো খালি ছিলো পোস্টগুলো।'

'কেউ তোমাকে দোষী ভাবছে না, সার্জেন্ট। এ-ধরনের ভুল হতেই পারে। তবে তুমি বলছো যে অন্তত পনেরো মিনিট যে-কারো পক্ষে অবাধে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকা বা নিষিদ্ধ এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ ছিলো। এই পনেরো মিনিট কখন থেকে কখন? ০১.১৫ থেকে ০১.৩০ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

এখনো আরো তিনজনের সাথে কথা বলা দরকার রানার। রুবি বেকার, লাস্যময়ী রিটা কাসানোভা, এবং রিচার্ড কালাহানের তালিকাভুক্ত একজন ন্যাভাল পার্সোনেল, যার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল রিচার্ড। রাশিয়ানদের সম্পর্কে রিপোর্ট পরে পেলেও চলবে, কিন্তু রয়্যাল নেভীর সদস্য বা সদস্যাদের ব্যাপারে দেরি করা ঠিক হবে না।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, তার ওপর অন্তত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোবার কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আড়মোড়া ভাঙলো রানা, মাথায় ক্যাপটা বসালো, কড়া প্রহরাধীন কমিউনিকেশন রুমের উদ্দেশে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

কমিউনিকেশন রুমটা ফার্স্ট ডেকে, ব্রিজ আর ফ্লাইট অপারেশনস-এর সরাসরি নিচে। বদরাগী, আক্রমণাত্মক এক মেরিন চ্যালেঞ্জ করলো ওকে, পকেট থেকে বের করে পাসটা দেখালো রানা। ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল, তবে ইন্টেলিজেন্স কমপিউটর ব্যবহার করার আগে কমিউনিকেশন অফিসারকে আরেকটা পাস দেখাতে হলো ওকে।

ইন্টেলিজেন্স কমপিউটরের সাথে জিসিএইচকিউ, চেলটেনহাম-এর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, স্যাটেলাইট লিঙ্ক-এর মাধ্যমে। রানার সাথে সাঙ্কেতিক শব্দ বিনিময় হলো অফিসারের। প্রবেশ নিষেধ, সীল করা একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। রানাকে একা রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন অফিসার।

কমপিউটরের পর্দা সবুজ, চকচক করছে। চেলটেনহাম-এর কর্মীদের সজাগ করার জন্যে এক সেট ডিজিট টাইপ করলো রানা।

'স্টেট অথরিটি,' বড় বড় কালো অক্ষরে প্রশ্ন করলো কমপিউটর।

রানা টাইপ করলো, 'মেরি-গো-রাউণ্ড।'

কমপিউটরের পর্দায় ফুটে উঠলো, 'গিভ ব্যাক আপ।'

'২৬৯৮০/৮,' টাইপ করলো রানা।

'কি ধরনের তথ্য চাও তুমি?' জানতে চাইলো বোবা কমপিউটর।

রানা টাইপ করলো, 'রয়্যাল নেভী সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য চাই আমার।'

'অপারেশন-এর নাম বলো,' জানতে চাইলো কমপিউটর।

'অ্যাটাক এইটিনাইন। এবং সম্ভবত বেয়ারার্স' মিটিং। সম্পূর্ণ ডোশিয়ে চাই আমি, প্রাসঙ্গিক সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স সম্পর্কে তথ্য চাই। যে নামগুলো বলছি তার সাথে ডাক নাম বা দ্বিতীয় নাম থাকলেও জানতে হবে আমাকে। সেই সাথে পদ।'

এরপর রিচার্ড কালাহানের শেষ কথাগুলো টাইপ করলো রানা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডোশিয়ে দিতে শুরু করলো কমপিউটর। তথ্যগুলো এক এক করে এলো, দ্রুত হাতে সব লিখে নিচ্ছে রানা। রিচার্ডের তালিকায় যারা রয়েছে তাদের অফিশিয়াল জীবন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জেনে নিচ্ছে ও। এক এক করে ছ'টা ডোশিয়ে পেলো রানা। প্রতিটি ডোশিয়ে পাওয়ার পর টাইপ করলো, 'ওকে।'

সাত নম্বরটা হলো, 'লিডিং রেন কার্টিসি, ডেলা।'

সাথে সাথে সাড়া দিলো কমপিউটর, 'কার্টিসি, ডেলা নামে কেউ কিলার হোয়েলের সাথে জড়িত নয়। দয়া করে অপেক্ষা করুন।'

অপেক্ষা করছে রানা, খানিক পর কমপিউটর আবার তথ্য দিলো। 'রেকর্ডে কার্টিসি, ডেলা নামে কেউ নেই। এই মুহূর্তে আপনার সুপিরিয়র অফিসারকে রিপোর্ট করুন, প্লিজ।'

নামটা চেনা চেনা লাগলো রানার, কোথায় যেন শুনেছে। তারপর মনে পড়লো। হেডস-এর দিকে যাচ্ছিলো ও, রুবি বেকারের সাথে, একটা কেবিন থেকে উঁকি দিলো নার্ভাস এক মেয়ে, পরনে ছিলো পা' জামা। কড়া ধমকের সুরে তাকে কেবিনের ভেতর সরে যাবার নির্দেশ দিলো রুবি।

কাজেই রুবি আর রিটার সাথে কথা বলতে হবে রানাকে। তারপর, সবার শেষে, ডেকে পাঠাবে অস্তিত্বহীন ডেলা কার্টিসিকে। আক্রমণ '৮৯ শুরু হবার পর টেলিফোন বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করার কোনো উপায়ই নেই রানার।

নিজের কেবিনে ফিরে এলো রানা, একটা মেসেজ পাঠিয়ে জানালো ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারকে এখুনি ওর সাথে দেখা করতে হবে।

## দুই

কফি আনিয়েছে রানা, ধূমায়িত কাপটা হাতে নিয়ে বসে আছে চেয়ারে, সরাসরি তাকিয়ে আছে সামনে বসা রুবি বেকারের দিকে। ডেস্কের ওপর থেকে নিজের কাপটা তুললো রুবি, ইতস্তত করে আবার রেখে দিলো সেটা, অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। সে তার কফিতে চিনি বা দুধ নেয়নি।

'রুবি, পরিস্থিতিটা জটিল নয়। গার্ডরা দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো অনুপস্থিত ছিলো। তারপর তুমি ওদের একজনকে নিয়ে আমার দরজায় নক করো, একটা পঁচিশ মিনিটে। তারমানে ওই দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে। দু'জন সঙ্গী আমেরিকানের সাথে একটা কেবিন শেয়ার করছিল রিচার্ড কালাহান, কেবিন ছেড়ে রেনদের হেডস-এর উদ্দেশে বেরিয়ে আসে সে। কেন, আমরা তা জানি না। হতে পারে কারো সাথে দেখা হওয়ার কথা ছিলো তার। বা এমন কোথাও থাকতে চেয়েছিল যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না, একা হওয়ার জন্যে রেনদের হেডস আদর্শ জায়গা।' দ্বিতীয় ধারণাটাই বোধহয় সত্যি, ভাবলো ও।

'সে যখন হেডসে রয়েছে, তার পিছনে কেউ হাজির হয়, ছুরি চালায় গলায়। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, নিঃশব্দে কাজটা সারা হয়। খুনটা কে করলো? তার সঙ্গীদের একজন হতে পারে, রাশিয়ানদের একজন হতে পারে, হতে পারে এমনকি জন বুকারও–স্যার মারফি হ্যামারহেডের ফ্ল্যাগ লেফটেন্যান্টদের একজন। আবার রাশিয়ান মেয়েটাকে আমি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না...।'

'রিটা, আমি যার নাম দিয়েছি ইঁদুর?' রুবির কণ্ঠে কৌতুক বা হাস্যরসের ছিটেফোঁটাও নেই।

'রিটা, হ্যাঁ। অথবা, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার; খুনী তুমিও হতে পারো, তুমি বা তোমার কোনো মেয়ে। রিচার্ডের লাশটা কিভাবে পাওয়া গেছে সে-প্রশ্ন নিয়ে এখনো আমরা আলোচনা করিনি। তুমি বললে, লাশটা তোমার রেনদের একজন দেখতে পায় প্রথমে। কে সে?'

'লিডিং রেন ডেলা কার্টিসি।' রুবির হাত কাঁপছে, কফির কাপ তুলে চুমুক দিলো তাড়াতাড়ি। এতোই কাঁপছে যে অপর হাত দিয়ে চেপে ধরতে হলো কব্জিটা।

'ঠিক আছে, রুবি–আমরা জানি, তুমি কোন্ দলে, কারণ ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ো তুমি, আরেকটু হলে আমাকেই প্রায় মেরে ফেলেছিলে...।'

হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল রুবির, হাতটাও এখন আর কাঁপছে না। 'আসলে আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি। বাস্ট-এর মেয়েটাকে খতম করেছি আমরা। তুমি ওখানে ছিলে বটে, কিন্তু বিস্ফোরণটা আমরা ঘটাই তুমি কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই। ওটা ছিলো বাটন জব, অর্থাৎ বোতাম টিপে বোমাটা ফাটানো হয়। দুর্ঘটনাবশত তুমি মারা যাবে, এ-ধরনের কোনো আশঙ্কা ছিলো না।'

'ঠিক। আমার সাথে নর্থাঙ্গারে কিছু সময় কাটাবার পর ইয়োভিলটনে ফেরত যাও তুমি, ওখান থেকে মেয়েগুলোকে বাছাই করো। ওদের সাথে অনেক দিন থেকেই কাজ করছো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে লিডিং রেন ডেলা কার্টিসির ব্যাপারটা কিভাবে তুমি ব্যাখ্যা করবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কার কথা বলছি বুঝতে পারছো তো? রিচার্ডের লাশটা প্রথম যে দেখে।'

কাপে আবার চুমুক দিলো রুবি। 'রানা, সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অন্তত ব্যাখ্যাটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না। ইয়োভিলটনে শেষ ক'টা হপ্তা মেয়েদের অনুশীলনেই ব্যয় হয়েছে। ট্রেনিং-এর মাধ্যমে মেয়েগুলোক বোঝাতে হয়েছে বেয়ারার্স' মিটিঙে কি করতে হবে ওদের। নর্থাঙ্গার থেকে ফিরে এলাম ইয়োভিলটনে, শুনলাম আমার এক লিডিং রেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওরা তার জায়গায় ডেলা কার্টিসিকে ঢুকিয়ে দেয়। এ-ব্যাপারে এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাথে তর্কও করি আমি। তারপর ডেলার একার জন্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হয় আমাকে। ঈশ্বরই সহায়, মেয়েটা স্মার্ট আর বুদ্ধিমতী, খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে নেয়।'

সরাসরি মেয়েটার চোখে তাকিয়ে আছে রানা। রুবির চোখ দুটো স্থির, ভেতরে কিছুই নড়াচড়া করছে না। 'ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে তুমি আমার রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলে, ঠিক?'

'তুমি জানো।'

'এবং তুমি এখানেও, ইনভিনসিবলেও, আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখছো?'

'আমার দায়িত্বের একটা অংশ, হ্যাঁ। কাজটা সহজ নয়, রানা।'

দু'জনের মাঝখানে নিস্তব্ধতা নেমে এলো, সেটাকে পুরো এক মিনিট দীর্ঘ হতে দিলো রানা। তারপর বললো, 'তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছি আমি, রুবি। একশোয় একশো পেয়ে পাস করেছো তুমি।'

'কি বলতে চাও? খোঁজ-খবর করেছো মানে?'

'আমাদের লণ্ডন অফিসে রেকর্ড আছে, একটা তালিকার সবগুলো নাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম সবাই তারা আসল কিনা। তুমি পাস করেছো। আরো জানা গেছে, আগে কিছুদিন যে পেশায় ছিলাম আমি, সে-ই পেশারও সমস্ত ট্রেনিং নেয়া আছে তোমার।'

'আছেই তো! ছ'বছর ধরে রয়্যাল নেভীতে রয়েছি না! কতো রকম ট্রেনিংই

তো নিতে হয়েছে আমাকে ।'

'তাহলে কেন তুমি ডেলা কার্টিসি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নাওনি?'

'আমি ভেবেছিলাম তার কোনো দর··· ।'

টেবিলের ওপর চাপড় মারলো রানা । 'রিচার্ড কালাহানের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী বলে মনে করো তুমি?'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রুবি । 'ইঁদুরটা, রিটা ইঁদুরটা । আচমকা কোত্থেকে হেডসের কাছে উদয় হলো সে, ডেলা লাশটা দেখতে পাবার পরপরই?'

'বোকার মতো কথা বলো না, রুবি । হেডসের অবস্থা কি রকম ছিলো তুমি দেখেছো । প্রতিটি ইঞ্চি লেপা ছিলো রক্তে । লাশটা দেখতে গিয়ে, সরাতে গিয়ে করিডরটা আমরা নোংরা করে ফেলি । গোটা জায়গায় অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে । আমরা যখন পৌঁছুলাম–তুমি, আমি আর মেরিন গার্ড–মাত্র এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখেছি ওখানে, হেডস থেকে বেরিয়ে এসেছে । ডেলা কার্টিসি, তুমি বলছো, লাশটা পায়, তারপরই ওখানে হাজির হয় রিটা । ডেলা আসলে হেডসের ভেতর ঢুকেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বললো রুবি ।

'বাঙ্কহেডের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো রিটা,গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকালো রুবি ।

'এই সময় হেডস থেকে বেরিয়ে এলো ডেলা । অসুস্থ? বেঘোর অবস্থায়? এ-সব বিষয়ে এখনো তুমি আমাকে কিছু বলোনি–আমি স্রেফ আন্দাজ করছি । ঠিক আন্দাজ করছি?'

কফির কাপে লম্বা একটা চুমুক দিলো রুবি বেকার । 'চিৎকারটায় ঘুম ভেঙে যায় আমার । তুমি তো জানোই, হেডসের ঠিক উল্টোদিকে আমার কেবিন ।'

'হ্যাঁ?'

'বেরিয়ে এসে দেখলাম রিটা চিৎকার করছে ।'

'দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বাঙ্কহেডের বাইরে?'

'হ্যাঁ ।'

'আর ডেলা দাঁড়িয়ে আছে হেডসের ভেতরে, রক্তের মধ্যে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো রুবি । 'অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে, ঘোরের মধ্যে ছিলো । লাশ আর রক্তের দিকে বোকার মতো, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো । স্থির পাথর হয়ে গিয়েছিল, নড়াচড়া করবে সে শক্তি ছিলো না । আমার মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ডেলা । ইঁদুরটার মতো পাগলামি শুরু করলেও আশ্চর্য হতাম না আমি ।'

'তারপর?'

'মেরিন গার্ড ছুটে এলো । তোমাকে রিপোর্ট করার কথা বললো সে ।'

'রিপোর্ট করার জন্যে নিজেই এলো সে, তুমি তার পিছু নিলে । কিন্তু আমার কাছে পৌঁছুলে তুমি কিছুক্ষণ পর । ওই কিছুক্ষণে কি ঘটলো?'

'রিটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল ।'

'আর তুমি ডেলাকে হেডস থেকে বেরিয়ে আসতে বললে?'

'হ্যাঁ ।' আবার যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো রুবি ।

'তুমি দেখলে তার পা থেকে রক্ত ঝরছে?'

'তাকে আমি এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে বলে কেবিন থেকে একটা তোয়ালে আনলাম । পা দুটো মুছলো সে । তাকে আমি তার কেবিনে ফিরে যেতে বললাম । বললাম, পরে তার সাথে কথা বলবো ।'

'বলেছো কি?'

'হ্যাঁ, তার সাথে দেখা করেছি । ধাক্কাটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি । তার কেবিনে আরো তিনটে মেয়ে রয়েছে, তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে । ডাক্তারকে ডেকে ওষুধ দিতে বলেছি আমি । ঘুমের ওষুধ ।'

'তুমি বুঝতে পারছো তো, খুনী যদি চোখের পলকে পালিয়ে গিয়ে না থাকে, সন্দেহের তালিকায় সবার আগে নাম থাকছে ডেলা কার্টিসির । একজোড়া রক্তাক্ত পা, হেডস থেকে বেরিয়ে এসে যেখানটায় থেমেছে সেখানে রক্তের ছোটো একটা পুকুর তৈরি হয়েছে, তারপর আর পায়ের ছাপটার কোনো অস্তিত্ব নেই । মনে আছে তোমার? তারমানে, আমরা ধরে নিতে পারি, তোমার তোয়ালে দিয়ে পা দুটো মুছে ফেলেছিল ডেলা । কি পরে ছিলো সে?'

'একটা রোব, টাওয়েলিং রোব–ওগুলো পরে বেশিরভাগ মেয়ে আরাম পায় ।'

'সাথে কিছু ছিলো–মানে, হাতে?'

'না ।'

'আরেক সমস্যা । যেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, অস্ত্রটা পাইনি আমরা । কারো কাছে বা কোথাও অত্যন্ত ধারালো একটা ছোরা আছে । তারপর, ডেলাকে যখন তোমার ঘাড়ে তুলে দেয়া হলো, তুমি তার সম্পর্কে সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স পাবার গরজ অনুভব করলে না?'

'গ্রেড থ্রি সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স আছে তার । তার কাগজপত্র দেখেছি আমি । ফ্লিট হেডকোয়ার্টার, নর্থউড-এ ক্লাসিফায়েড বিষয় নিয়ে কাজ করছিল ।'

'কাগজপত্রে ঠিক এই কথা লেখা আছে?'

'তুমি দেখতে চাও?'

'পরে । ওগুলো সম্ভবত জাল ।'

'কি···?'

প্রশ্নটা শেষ করতে দিলো না রানা, নিজেই পুরো করলো, 'কি বলতে চাই আমি? যা বলতে চাই তাই বলছি । তোমার সার্ভিস ব্রাঞ্চে কোনো লিডিং রেন ডেলার অস্তিত্ব নেই । লণ্ডন থেকে খবর পেয়েছি আমি । তাকে রোপণ করা হয়েছে । আমার সন্দেহ, রিচার্ড কালাহান ব্যাপারটা জানতো, কিংবা অন্তত সন্দেহ করেছিল । আরো কয়েকজনের ওপর সন্দেহ হয় তার ।'

'এ স্রেফ পাগলামি ।'

'না, রুবি, তুমি আসলে মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছো । দায়িত্ব বলো, নেতৃত্ব বলো, ছিলো তোমার হাতে । সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স-এর কাগজপত্র

আসল নাকি জাল তোমাকেই তা যাচাই করে দেখতে হবে। কিন্তু তুমি তা দেখোনি।'

'ওহ্, গড!' রুবির চেহারা ও কণ্ঠে হতাশার ভাবটুকু অস্বীকার করার উপয় নেই। 'এখন আমরা তাহলে কি করবো, রানা?'

'বলতে চাইছো, আমি কি করবো? শোনো বলছি।' দশ মিনিট কথা বললো রানা, বোঝাবার চেষ্টা করলো রুবি ওর পথ থেকে সরে গেলে নিজেকে অধিকতর নিরাপদ বোধ করবে ও। 'আমি মেরিন গার্ডের ব্যবস্থা করবো, তোমাকে চোখের আড়ালে কোথাও সরিয়ে দেবো। তাহলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে। তারপর ক্যাপটেনের সাথে কথা বলবো আমি। কথা বলবো রিটা কাসানোভার সাথে। ডেলা কার্টিসির ব্যাপারেও একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমাকে।'

'তাকে নিয়ে কি করবে বলে ভাবছো তুমি?' জানতে চাইলো রুবি, চেহারা থমথম করছে।

'প্রথমে জেরা করবো। তাকে সম্ভবত গ্রেফতার করা হবে, আমরা জিব্রালটারে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আটকে রাখা হবে কোথাও। রয়্যাল নেভীর অন্যান্যদের এখুনি আমি কিছু বলছি না। জিব্রালটারে পৌঁছে নিই, তখন দেখবো কি করা যায়। তুমি কি বলো?'

'তুমি যা ভালো বোঝো, রানা।'

রানা চেয়ার ছাড়ছে, ওর দিকে এগিয়ে এলো রুবি, একটা হাত লম্বা করে ওর শার্টের আস্তিন খামচে ধরলো। 'রানা, আমার ক্যারিয়ার খতম হয়ে যেতে পারে। আমার সাধ্যে যতোটুকু কুলিয়েছে সব আমি করেছি, এমনকি সেই ডাইনীটার ষড়যন্ত্র থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি তোমার। আমি জানতাম, ক্রিসমাস শেষ হবার আগেই ডাইনীটা তোমাকে মেরে ফেলতো। তুমি আমার প্রতি ঋণী···।'

'আর তুমি, রুবি, এখন আমার প্রতি ঋণী–আমার সাধ্যমতো তোমার ভালো করার চেষ্টা করবো আমি।'

রুবি বেকার রানার আরো কাছে সরে এলো, তার ভরাট যৌবন চাপ দিলো রানার শরীরে।

পিছু হটলো রানা, দু'হাত লম্বা করে রুবির কাঁধ ধরলো। 'পরে, রুবি। সমস্ত ঝামেলা মিটে গেলে কথা হবে। একটু অপেক্ষা করো।' রুবিকে ছেড়ে কেবিনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা, দরজা খুলে কথা বললো ডিউটিরত মেরিন গার্ডের সাথে। ওরা অপেক্ষা করছে, লাউডস্পীকারে ক্যাপটেনের গলা শোনা গেল, জানালেন ইংলিশ চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা। 'তবে এখনো পিছু ধাওয়া করছে সাবমেরিনগুলো, যদিও আমাকে বলা হয়েছে তাদের ওপর নির্দেশ আছে আক্রমণ না করার। রাজনৈতিক দিকটা হলো, দুই পক্ষই আলোচনায় বসেছে–ইউরোপ জুড়ে সাতটা ন্যাটো বিমান ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও। দু'ঘণ্টার জন্যে রেড অ্যালার্ট নামিয়ে নিতে বলছি আমি। তবে আপনাদের সবাইকে ইমিডিয়েট রেসপন্স অ্যালার্ট-এ থাকতে হবে। পরিস্থিতির যে-কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানো হবে।'

মেসেজটাও শেষ হলো, কেবিনের দরজায় নকও হলো সেই সাথে। মেরিন সার্জেন্ট হবসন। লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অবশ্য জাহাজের প্রায় সবারই এক অবস্থা। সময় নষ্ট করলো না, প্রথমে কয়েকটা উত্তর জেনে নিলো রানা, তারপর নির্দেশ দিলো, 'ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কোথায় রাখতে পারি তাকে আমরা, যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না বা দেখতে পাবে না? বেশিক্ষণের জন্যে নয়, হাতের দুটো কাজ সারতে যতোক্ষণ লাগে।'

'সেরকম জায়গা জাহাজে একটাই আছে, স্যার,' বললো মেরিন সার্জেন্ট। 'ডিউটি মেরিন সার্জেন্টের কেবিন। আমি নিজেও এক দেড় ঘণ্টা ওখানে থাকবো।'

'গুড, সাথে করে নিয়ে যাও ওকে–পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া চাই, ওকে যেন পাহারা দিয়ে রাখা হয়। ওর ওপর হামলা হবার আশঙ্কা আছে, বুঝতে পারছো তো? আমরা চাই না আমাদের আমেরিকান বন্ধুর কপালে যা ঘটেছে ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকারের কপালেও তাই ঘটুক। অন্তত আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো ওকে, কড়া পাহারার মধ্যে।'

'ম্যাডাম, আপনি যদি আমার সাথে আসেন···,' সবিনয়ে বললো মেরিন সার্জেন্ট। রানার দিকে তাকালো সে। 'প্রতিটি সেকেণ্ড তার ওপর নজর রাখা হবে, স্যার।'

রানার দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসলো রুবি, তার চোখ দেখে মনে হলো গভীর চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। মাথাটা নিচু করে সার্জেন্টের সাথে চলে গেল সে।

কেবিনের দরজা বন্ধ করতে যাবে রানা, করিডরে উদয় হলো তরুণ এক মিডশিপম্যান। ফ্লাইট ডেকের নিচের প্রতিটি প্যাসেজই সরু, দু'জন লোক দু'দিক থেকে এলে পাশ কাটাবার সময় ঘষা লাগবেই।

রানার সামনে এসে দাঁড়ালো মিডশিপম্যান। 'ক্যাপটেন'স কমপ্লিমেন্টস, স্যার। আপনি তাঁর ডে কেবিনে একবার যেতে পারলে ভারি খুশি হবেন তিনি।'

'তাঁকে বলো, রওনা হয়ে গেছি আমি। আমি নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে চাইছিলাম।' কেবিনের ভেতর ফিরে এলো রানা, ছোট কাবার্ডটা খুলে খুদে হ্যাণ্ডবেসিন আর আয়নাটা বের করলো। দাড়ি কামানো হয়নি, তবে সেদিকে পরে খেয়াল দিলেও চলবে। আপাতত চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা নিলো রানা, দাঁত পরিষ্কার করলো, চুল আঁচড়ালো।

'ক্লান্ত কুকুরের মতো দেখছি জিভ বেরিয়ে পড়েছে আপনার,' রানাকে দেখেই বললেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার। রাত জাগার ক্লান্তিতে তাঁর চেহারাও ঝুলে পড়েছে, কিন্তু সে-কথা ভাইস-অ্যাডমিরাল বা আরো উঁচু পদের অধিকারি না হলে বলা সাজে না। বরাবরের মতো রানার প্রতি অকারণে খেপে আছেন ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ, বলুন, কি বলার আছে আপনার?'

'আপনিই বলুন, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, কি বলার থাকতে পারে আমার?' পাল্টা জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঠিক আছে, আপনার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কেই না হয় বলুন, এ-ব্যাপারে আপনি তো একজন বিশেষজ্ঞ। একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালান আপনি, রানা এজেন্সির কর্ণধার। আপনার পক্ষেই তো বলা সহজ, আমাদের বাঙ্কে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবো কিনা, জাহাজে আমাদের সাথে একদল খুনী রয়েছে কিনা, নাকি বেশিরভাগই জলদস্যু? আমেরিকান লোকটাকে জবাই করা হলো, কসাইটাকে আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'আরো খানিক সময় লাগবে। তবে ধরা তাকে পড়তেই হবে। আধঘণ্টার মধ্যে, যদি আমাকে বেহেশতে পাঠানো না হয়।'

'লোকটা ধরা পড়লে? তখন কি আপনি মনে করবেন, বেয়ারার্স' মিটিং অনুষ্ঠিত হতে নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো বাধা নেই?'

'এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আলোচনা হওয়া দরকার আমার,' বললো রানা। 'আমাকে জানতে হবে ইউএস নেভীর সাথে যোগাযোগ-এর কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিলেন স্যার জন ওয়াল্টার, অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশের মুখ থেকে শোনা কথাগুলো স্রেফ পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'এ-ব্যাপারে রাশিয়ানরা কি করছে?' জানতে চাইলো রানা।

'ওদেরকেও সুযোগ দিচ্ছি আমরা, তবে অতোটা নয়।'

'বিস্তারিত বলবেন কি?'

'ওরা আমাদের মেইন কমিউনিকেশন রুম ব্যবহার করতে পারে, তবে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে নয়। আপনি জানেন, জাহাজে নিজেদের ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছে আমেরিকানরা। রাশিয়ানরা আনেনি। আমাদের ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে মেসেজ পাঠাচ্ছে ওরা। আমার সন্দেহ, মেসেজগুলো দেখে যতোটা সহজ-সরল মনে হয় আসলে অতো সহজ-সরল নয়। যথেষ্ট সাঙ্কেতিক। রিচার্ড কালাহানের হত্যাকাণ্ড রিপোর্ট করেছে ওরা।'

'আমি আসলে যেটা জানতে চাই, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, বেয়ারার্স' মিটিং বাতিল করার শেষ সময় কখন?'

'এই মুহূর্তে বেয়ারার্স' মিটিঙের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছি আমরা, বাতিল করার প্রশ্ন উঠছে কেন? আপনি কি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করছেন, মি. রানা? আমার বিশ্বাস, সব কিছু পরিকল্পনা অনুসারে সুষ্ঠুভাবেই ঘটছে। আজ রাত দশটার দিকে শুরু হয়ে যাবে ব্যাপারটা। সন্ধ্যে ছ'টার দিকে যদি মিটিং বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিই, কোনো সন্দেহ নেই আমার ক্যারিয়ার খতম হয়ে যাবে। আপনার উদ্বেগের কারণটা জানতে পারি কি? কাকে ভয় পাচ্ছেন আপনি? বাস্ট-এর কয়েকজন গুণ্ডাকে? বেয়ারার্স' মিটিং সম্পর্কে তথ্য পাবার কোনো উপায় তাদের নেই।'

বড় করে শ্বাস টানলো রানা। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, কিছু তথ্য পেয়েছে ওরা। আমার ওপর হামলা হয়েছে, রয়্যাল নেভীর এয়ারবেস ইয়োভিলটনে কিছু বেসামাল কথাবার্তা শোনা গেছে। কালা আদমি বলে আমাকে বাদ দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। ইনভিনসিবলে খুন হয়েছে একজন। সিকিউরিটি রিস্ক সম্পর্কে সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না...।'

থমথমে হয়ে উঠলো স্যার ওয়াল্টারের চেহারা। আভাসে তাকে ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকায় ফেলার চেষ্টা করলো রানা, বুঝতে পেরে পিত্তি জ্বলে উঠলেও কিছু বলতে পারলেন না তিনি। রানার অভিযোগ মিথ্যে নয়। মূল প্রসঙ্গেই থাকলেন তিনি, অভিযোগটা গায়ে না মাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। 'না, মিটিং বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এই মিটিঙের রাজনৈতিক গুরুত্ব সীমাহীন। এর আগে দুনিয়ার বুকে এতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক আর কখনো হয়নি। আপনি শুধু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। রিচার্ড কালাহানের খুনী ধরা পড়লে মিটিঙের জন্যে ইনভিনসিবলের পরিবেশ আপনি নিরাপদ বলে মনে করবেন?'

'আমি বলবো, এই মুহূর্তের চেয়ে নিরাপদ হবে পরিবেশটা,' বললো রানা। 'তবে শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ বলবো না।'

'তাহলে শতকরা কতো ভাগ?'

'আপনি জানতে চান, শতকরা কতো ভাগ সম্ভাবনা বেয়ারার্স' মিটিং বানচাল করার চেষ্টা হবে?'

মাথা ঝাঁকালেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার ওয়াল্টার।

'ফিফটি-ফিফটি। খুনীকে আমি ধরতে পারি বা না পারি, ফিফটি-ফিফটি। বাস্ট গ্রুপটা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আমরা জানি না। তাদের দেয়া হুমকিকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে উপায় নেই। বলতে চাইছি, সামান্য যে তথ্য পাওয়া গেছে তা যদি সত্যি হয়, বাস্ট-এর লোকজন আত্মহত্যা করতে পিছপা হবে না। জাপানী সুপার-ট্যাংকারের ঘটনাটা তার প্রমাণ। ইনভিনসিবলের মতো দুর্ভেদ্য দুর্গে আক্রমণ চালাবার মতো বিস্তর ফাণ্ড, সেই সাথে প্রয়োজনীয় মেধাও তাদের আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি, বাস্ট-এর প্ল্যানটা বেয়ারার্স' মিটিংকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে, তবে পুরোপুরি নিশ্চিত নই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন স্যার ওয়াল্টার। 'রিচার্ডের খুনীকে যদি আপনি ধরতে পারেন, তারপর তাকে জেরা করলেন, তবু কি পরিস্থিতি বদলাবে না?'

'যাকে সন্দেহ করছি সেই যদি সত্যিকার খুনী হয়, ইন্টারোগেট করে কোনো লাভ হবে না। কাজটা যদি বাস্ট-এর হয়, আমি যেমন সন্দেহ করছি, তাহলে ধরে নিতে পারেন খুনী উঁচুদরের ট্রেনিং পেয়েছে। নরম্যাল ইন্টারোগেশনে তাকে মচকানো যাবে না। আবার, বিশেষজ্ঞ ডাকার মতো সময়ও নেই আমাদের হাতে। তাছাড়া, আমার ধারণা খুনী খুব কম তথ্যই জানে। সবাইকে সব তথ্য জানাবার মতো ভুল বাস্ট-এর কাছ থেকে আশা করি না আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন স্যার ওয়াল্টার, কেবিনের ভেতর পায়চারি শুরু

করলেন। 'আমি আমার শেষ কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, মি. রানা। নিরেট কোনো তথ্য পাওয়া না গেলে, এবং খুনীকে আপনি ধরতে পারলে, বেয়ারার্স' মিটিঙের পক্ষে আমার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। বাতিল করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'আপনি যা বলেন। তবে আমি বলবো, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মহলকে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'বিপদ সম্পর্কে একবার তো সবাইকেই জানানো হয়েছে। অপারেশনটা বানচাল করার জন্যে বাস্ট যে হামলা চালাতে পারে, সংশ্লিষ্ট সবাই তা জানেন। সংশ্লিষ্ট তিনটে মহলই বলেছে, ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মিটিঙে বসবেন।'

'তাঁরা কি রিচার্ড সম্পর্কে জানেন?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে 'না,' বললেন স্যার ওয়াল্টার, ঠোঁট জোড়া চেপে ধরলেন পরস্পরের সাথে।

'জানানো উচিত নয় কি?'

'সামান্যই প্রতিক্রিয়া হবে। বাধা পেলে এ-ধরনের ব্যক্তিত্বরা আরো বরং জেদি হয়ে ওঠেন। আর, আমরা যদি তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বলে জানাই, আমাদেরকে অযোগ্য ইত্যাদি বলে নিন্দা করবেন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে, দেখি পরিবেশটা কতোটুকু নিরাপদ করা সম্ভব।'

'আপনার তদন্তের ফলাফল আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আর মনে রাখবেন, আজ বিকেল পাঁচটার পর কিছুই বদলানো যাবে না। মনে করবেন, ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে।'

ক্যাপটেনের ডে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা, রিটা কাসানোভার সাথে দেখা করতে হবে, দেখা করতে হবে রেন নয় অথচ রেন, ডেলা কার্টিসির সাথে।

'রানা? তোমাকে আমি রানা বলতে পারি? ইয়েস?' মাথাটা ঝাঁকালো রিটা কাসানোভা, তার সোনালি চুল ফুলে-ফেঁপে উঠলো, তারপর আবার ফ্রেমের মতো স্থির হলো মুখটাকে ঘিরে, একটা গোছাও স্থানচ্যুত হলো না। রানা উপলব্ধি করলো, কেন অন্যান্য মেয়েরা দেখতে পারে না রিটাকে।

'ইয়েস,' বললো ও। 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে রানা বলতে পারো।'

'আমি কিছুটা নার্ভাস ফিল করছি। আপসেট।'

'আপসেট?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি, রানা, জীবনে অনেক খারাপ জিনিস দেখেছি। অনেক, কারণ আমার পেশায় থেকে এ-ধরনের জিনিস এড়াবার কোনো উপায় নেই কারও। কিন্তু এটাকে কি বলবো? এ স্রেফ বর্বরতা। একজন ম্যানিয়াকের কাণ্ড, সন্দেহ নেই। ইংরেজদের সেই জিম দ্য রিপার-এর কথা মনে পড়ে যায়, ঠিক?'

'জ্যাক,' বললো রানা। 'জ্যাক দ্য রিপার।'

'আননেসেসারি ভায়োলেন্স। আহা, বেচারা! দেখে মনে হলো, তার মাথাটা যেন আলাদা করে ফেলা হয়েছে। ডিক্যাপিটালাইজড। ইয়েস?'

'ডিক্যাপিটেটেড।'

'আচ্ছা। ডিক্যাপিটেটেড। আর কি রক্ত! ঘটনাটা হুট্ করে ঘটে গেল। ভীতিকর।'

'ঠিক, রিটা। বলো দেখি। বলো ঠিক কি ঘটেছিল।'

নার্ভাস এবং আপসেট বলে প্রতিবাদ জানালেও, কথা বলার সময় মোহনীয় ভাব-ভঙ্গি বজায় রাখলো রিটা কাসানোভা, তার বর্ণনার মধ্যে আবেগের তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। 'হ্যাঁ। ঘুম ভাঙলো আমার। ক'টা বাজে দেখিনি। স্রেফ ঘুম ভেঙে গেল। এতো রকম শব্দ হচ্ছিলো, ঘুমটা যে গভীর হচ্ছিলো তা বলতে পারবো না। ঘুম ভেঙে গেল, বুঝতে পারলাম বাইরে যেতে হবে আমাকে…মানে বাথরুমে আর কি। ইয়েস?'

'ইয়েস।'

'গুড। রোবটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। চোখে তখনো সামান্য ঘুম লেগে রয়েছে, রানা—বুঝতে পারছো তো?'

'পারছি।'

'বাথরুমের সামনে পৌঁছুলাম। ধাপ ক'টা টপকাবার সময় পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'বাল্কহেড টপকাবার সময়। ঠিক আছে।'

'পা ফেলবো, এই সময় চোখ তুলে দেখি মেঝেতে লাল পানি। তারপর ওদের দু'জনকে দেখতে পেলাম—নেভীর মেয়েটা আর লাশটাকে। মাই গড, কি ভয়ই না পেলাম! পিছিয়ে এসে চিৎকার দিলাম আমি।'

'তোমার চিৎকারটা নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, রিটা।'

'আচমকা যে! এতো এতো রক্ত, বীভৎস ক্ষত। তারপর নেভীর মেয়েটাও চিৎকার জুড়ে দিলো।'

'ঠিক কি দেখেছো বলো আমাকে, রিটা।' মেরিন গার্ড আর রুবিকে নিয়ে রানা যখন অকুস্থলে পৌঁছায়, লাশের মুখ মেঝেতে সেঁটে ছিলো। 'ঠিক যা দেখেছো।'

'নেভীর মেয়েটা…কি যেন বলো তোমরা ওদেরকে…জেনি রেন, ইয়েস?'

'রেন বললেই চলবে।'

'ইয়েস। রেন মেয়েটা বেচারা লোকটার ওপর ঝুঁকে ছিলো। লাশের কাঁধে হাত রেখে চাপ দিচ্ছিলো সে, ঠেলছিল, যেন এইমাত্র লাশটা দেখতে পেয়েছে। লাশের মাথাটা পিছন দিকে কাত হয়েছিল, ক্ষতটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। গলাটা প্রায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'দৃশ্যটা বীভৎস, ইয়েস? মেয়েটা আমাকে দেখলো, দেখেই ছেড়ে দিলো লাশের কাঁধ। মেঝেতে পড়ে গেল মুখটা। তারপর, যতোদূর মনে করতে পারছি,

চিৎকার শুরু করলো সে।'

'কি পরেছিল সে, মেয়েটা?'

'সাদা একটা রোব, তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরি বলে মনে হলো।'

'তার রোবে রক্ত লাগেনি? বলছো লাশটার ওপর ঝুঁকে ছিলো সে...?'

'সে, কি বলবো, নিজেকে সামলে রেখেছিল। রোবটা গুটিয়ে নিয়েছিল যাতে রক্ত না লাগে।'

'তারপর কি ঘটলো, রিটা?'

'দু'জনেই আমরা চিৎকার করছি, একজন লোক ছুটে এলো, তারপর এলো রেন অফিসার। রেন অফিসার আমাকে আমার কেবিনে ফিরে যেতে বললো। অপর মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলো।'

'তুমি তাকে বেরিয়ে আসতে দেখলে?'

'হ্যাঁ।'

'আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে?'

'না। এরপর আমি ফিরে আসি কেবিনে।'

'চিন্তা করো, রিটা। আর কিছু তোমার চোখে পড়েনি? কিভাবে বেরিয়ে এলো মেয়েটা? সে কি তার পরনের রোবটা উঁচু করে ধরেছিল, যাতে রক্তে মাখামাখি হয়ে না যায়?'

'হ্যাঁ, এটা আমার মনে আছে। রোবটা উঁচু করে ধরে বেরিয়ে এলো সে। কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত, কারণ রোবে রক্ত লেগে রয়েছিল। আমি তার বুকেও রক্তের দাগ দেখেছি। রোবের সামনের অংশে। ওপর দিকে।'

'আচ্ছা। মেয়েটাকে দেখলে চিনতে পারবে তুমি, রিটা?'

'কেন চিনতে পারবো না!'

'ঠিক আছে। এক মিনিট অপেক্ষা করো, প্লিজ।'

'তোমার জন্যে, রানা, আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি আমি।'

প্রশ্রয় দেয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিতটা গ্রাহ্য না করে কেবিনের দরজার সামনে চলে এলো রানা, বাইরে ডিউটিরত মেরিন গার্ডকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। 'মিস রিটা কাসানোভাকে প্যাসেজে নিয়ে যাও। তারপর লিডিং রেন ডেলা কার্টিসিকে খুঁজে নিয়ে এসো।'

'স্যার।'

'রিটা,' রাশিয়ান তরুণীর দিকে ঘুরলো রানা। 'আমি চাই মেরিন গার্ড রেন ডেলা কার্টিসিকে নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত প্যাসেজে অপেক্ষা করো তুমি। কাল রাতে যদি এই মেয়েটাকে দেখে থাকো, তার দিকে তাকিয়ে হাসবে তুমি। আর যদি এ-মেয়েটা না হয়, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। বুঝতে পারছো?'

'কঠিন কিছু নয়। চিনতে পারলে হাসবো। চিনতে না পারলে অন্য দিকে তাকাবো।'

'ঠিক।' মেরিনের দিকে ফিরলো রানা। 'লিডিং রেন ডেলা কার্টিসিকে এখানে আনার পর তুমি "হ্যাঁ" কিংবা "না" বলবে। হ্যাঁ বলবে মিস রিটা যদি হাসেন। না বলবে যদি তিনি না হাসেন। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার। সহজ ব্যাপার।'

'তাহলে যাও।'

রিটা কাসানোভার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'বেরিয়ে পড়ো, রিটা। প্লিজ, রিটা, তোমার যেন ভুল না হয়।'

'কোনো সমস্যাই নয়। হয় হাসবো নয়তো অন্য দিকে তাকাবো। ধন্যবাদ, রানা।' রানা বাধা দেয়ার সময় পেলো না, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রিটা, কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চুমো খেলো রানার ঠোঁটে। যে-কোনো কারণেই হোক, ক্লডিয়া মন্টেরা এবং তার প্রথম চুমোটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। মনে হয়েছিল মুখটা যেন আগুনের আঁচে ঝলসে যাচ্ছে। হতাশা আর ক্ষোভের একটা অনুভূতি জাগলো, মাথাটা ঝাঁকালো ও, যেন মন্টেরার শেষ স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। ধোঁয়া, আগুনের শিখা, আর বিস্ফোরণ তার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি।

মনের পর্দা থেকে ছবিটা সরতে চাইলো না, এমনকি ফোনের রিসিভার তুলে মাস্টার-অ্যাট-আর্মসকে চাওয়ার সময়ও। মাস্টার-অ্যাট-আর্মস, সিনিয়র নন-কমিশনড অফিসার, রেটিংদের ওপর যার ক্ষমতা ঈশ্বরতুল্য। জাহাজের পুলিস চীফ বলা যেতে পারে তাকে। দ্রুত, সংক্ষেপে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা।

অনেকক্ষণ পর নক হলো ওর কেবিনের দরজায়, তারপর খেয়াল হলো রানার এই মুহূর্তে রুবি বেকারের উপস্থিতি দরকার ছিলো এখানে। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'কাম,' শুনে বাইরে দাঁড়িয়ে দরজা খুললো মেরিন।

'ইয়েস, স্যার,' বললো মেরিন। তারমানে লাশের সাথে যাকে দেখা গেছে তাকে একজন রেন বলে সনাক্ত করেছে রিটা। 'লিডিং রেন ডেলা কার্টিসি, স্যার,' তার কথা শেষ হওয়া মাত্র দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মেয়েটা, ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো কবাট।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন, স্যার?' মেয়েটা সামান্য খাটো, তবে শক্ত-সমর্থ। চেহারা শান্ত, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার মুখে। মুখটা ভালো করে লক্ষ করলো রানা। সুন্দর বলা চলে না, চৌকো, চেহারায় পুরুষালি ভাব।

'ইয়েস, লিডিং রেন ডেলা কার্টিসি।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিলো রানা। 'এটাই তোমার নাম ও পদ?'

'ইয়েস, স্যার।' ভয়ের কোনো ছাপ নেই মেয়েটার চেহারায়।

'তোমার ডিভিশন আর নাম্বার?'

'ডেনভার। ৫৬২৮৪৫, স্যার।'

'গুড। আচ্ছা, আমাকে বলতে পারো, কার্টিসি, উইমেন'স রয়্যাল ন্যাভাল সার্ভিসে তোমার নাম নেই কেন?'

'বুঝলাম না, স্যার।'

'তাড়াতাড়ি বোঝার চেষ্টা করো, কার্টিসি। সার্ভিসের খাতায় তোমার নাম নেই। আসলে…' চেয়ার ছেড়ে উঠলো রানা, ডেস্ক ঘুরে হাঁটছে। 'মাস্টার-অ্যাট আর্মসকে ডেকে পাঠিয়েছি আমি। ধরে নিতে পারো গ্রেফতার করা হয়েছে তোমাকে।'

মেয়েটার চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই। 'গ্রেফতার করা হয়েছে কিসের অভিযোগে, স্যার?'

'রিচার্ড কালাহানকে খুন করার অভিযোগে। রিচার্ড কালাহান, ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের একজন সদস্য।'

হাতটা যে নড়লো, রানা এমনকি তা দেখতেও পায়নি। শুধু কি যেন একটা ঝিক করে উঠতে দেখলো মেয়েটার হাতে। ছুরিটা ওপরে তুললো ডেলা কার্টিসি, তখনো রানা শুধু তার চোখের নগ্ন ঘৃণা সম্পর্কে সচেতন।

## তিন

অভিজ্ঞতা, ট্রেনিং আর উপস্থিত বুদ্ধির কল্যাণে বেঁচে গেল রানা। মেয়েটার হাতে কিছু একটা ঝিক্ করে উঠেছে দেখে সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই সরে গেল ও–নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। ছুরিটা তুলে, একদিক থেকে আরেক দিকে চালালো মেয়েটা, রানা সরে না গেলে গলাটা ফাঁক হয়ে যেতো। আঘাতটা ঠেকাবার জন্যে বাম বাহু তুলেছে রানা, এতোক্ষণে দেখতে পেলো মেয়েটার হাতে ওটা একটা ছুরি। চিনতেও পারলো, ইউএস মেরিন কে-বার, ক্ষুরের মতো ধারালো সাত ইঞ্চি লম্বা ব্লেড।

ছোটোখাটো একটা মেয়ের গায়ে এতো শক্তি ভাবা যায় না। ওদের দুটো বাহু পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো, রানার মনে হলো যেন ইস্পাতের একটা রডের সাথে বাড়ি খেয়েছে হাতটা। গায়ের কাছে ঘেঁষে আসছে এবার মেয়েটা, নিজেকে ছাড়াবার জন্য হাতটা মোচড়াচ্ছে।

নিজেকে ছাড়াতে পারলে ছুরির দ্বিতীয় কোপটা আরেকদিক থেকে মারতো সে। এক সেকেণ্ডের জন্যে খুনের নেশায় চকচকে চোখ দুটো স্থির হলো রানার চোখে। সামনে বাড়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিলো সে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে পিছু হটে দ্বিতীয়বার ছুরি চালাবার মতো সুযোগ করে নিলো। পুরানো ক্লোজ কমব্যাট ট্রিক, প্রতিপক্ষের শরীরটাকে লিভারেজ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে মেয়েটা। তার এই ফাঁদে পা দেয়া উচিত হয়নি রানার। ছুরিটা এবার অন্য কায়দায় ধরেছে সে, ফলাটা বেরিয়ে আছে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে, নিচের দিক থেকে উঠে আসবে প্রতিপক্ষের দিকে।

ধীর ভঙ্গিতে এগোলো মেয়েটা, ছোট্ট কেবিনের ভেতর ফণা তোলা সাপের মতো এদিক-ওদিক দুলছে শরীরটা, হঠাৎ করে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে। তারপর রানার অরক্ষিত বাম পাশটা লক্ষ্য করে ছুরি চালালো সে।

আবার তাকে ঠেকিয়ে দিলো রানা, বাম বাহু সামনে বাড়িয়ে, সেই সাথে ডান হাত দিয়ে মেয়েটার কব্জি ধরার চেষ্টা করলো। কব্জিটা নিচের দিকে নামাতে চেষ্টা করলো রানা, মোচড় দিলো, ব্যথা পেয়ে প্রতিপক্ষ যাতে ছুরিটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু রানার একটা আঙুল মুঠোর ভেতর নিয়ে নিচের দিকে টান দিলো মেয়েটা, তার গায়ে এতোই শক্তি রানার ডান হাতটা পিছলে গেল, ওটায় যেন মাখন মাখানো আছে।

এখন আবার একবার এদিক একবার ওদিক সরার ভান করছে মেয়েটা। হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে গেল সে, ভান করলো আরো এক পা পিছাবে, কিন্তু তা না করে লাফ দিলো ডান দিকে, শেষে ভান করলো বাম দিকে সরে যাবে, কিন্তু তা না গিয়ে চলে এলো সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিলো।

নিচে থেকে আসতে দেখলো রানা ছুরিটা, শরীরটা বাম দিকে ঘুরিয়ে নিলো ও। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওকে ছুঁতে পারলো না ছুরির ফলা, ফলার ডগাটা ইস্পাতের দেয়ালে লাগলো।

রানা তাকে ধরার আগেই একটা দ্রুতগতি ঘূর্ণির মতো পিছিয়ে গেল মেয়েটা, আবার এগিয়ে এলো ওর দিকে। মুঠো করা হাতে এখনো ধরে আছে ছুরিটা। আবারও আঘাতটা ঠেকিয়ে দিলো রানা, এবার ডান হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলেছে, বাম বাহু দিয়ে নিরেট চাপ দিলো মেয়েটাকে।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করলো রানা, তারপর হ্যাঁচকা টান দিলো নিচের দিকে। ইস্পাতের দেয়ালে বাড়ি খেলো মেয়েটার হাত, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো সে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়লো ছুরি, এখনো হাঁপাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে, একটা হাঁটু উঠে আসছে রানার দুই উরুর সন্ধিস্থলে।

আঘাতটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলো রানা, শুনতে পেলো আহত পশুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো নিজের গলা থেকে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, দু' হাতে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি। দেখলো, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেল মেয়েটার একটা হাত, ছুরিটা খুঁজছে মেঝেতে।

চিৎকারটা নিশ্চয়ই খুব জোরে করেছিল রানা, এ-যাত্রা বেঁচে যাওয়ার সেটাই কারণ। দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের দরজা, হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে মেয়েটার পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিলো তরুণ মেরিন। কনুইয়ের ভাঁজে মেয়েটার গলা আটকালো সে। কয়েক সেকেণ্ড পর হোঁৎকা চেহারার দু'জন নাবিক মেয়েটাকে ধরে বাইরে নিয়ে গেল। ডেলা কার্টিসি তখনো ধস্তাধস্তি করছে, থুথু ছিটাচ্ছে তাদের চোখে-মুখে।

'আপনি ঠিক আছেন, স্যার?' রানাকে চেয়ারে বসতে সাহায্য করলো তরুণ মেরিন, এখনো কুঁজো হয়ে আছে ও, দু'হাতে চেপে ধরে রয়েছে উরুসন্ধি–ওখানটায় যেন আগুন ধরে গেছে।

'ডাক্তারের সাথে একটু কথা বলা দরকার,' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো রানা, চোখ তুলে দেখতে পেলো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মাস্টার-অ্যাট-আর্মস ।

'খুব সাবধানে সামলাতে হবে ওকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রানা । 'শুধু গ্রেফতার করলেই হবে না, ওর ওপর একটা চোখ রাখারও ব্যবস্থা করতে হবে । চীফ রেগুলেটিং অফিসারকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে বলুন ।'

'অভিযোগটা হবে, স্যার, সিনিয়র অফিসারের ওপর হামলা?' জানতে চাইলো মাস্টার-অ্যাট-আর্মস ।

'খুন,' শুধরে দিলো রানা, ওর গলার আওয়াজ যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো, ব্যথাটা এখনো এতো তীব্র যে সামনের সব কিছু ঝাপসা দেখছে ও ।

'খুন, স্যার? আমেরিকান লোকটাকে…?'

মাথা ঝাঁকালো রানা । 'যেভাবে পারো আটকে রাখো ওকে । এক ধরনের সাইকো সে, ভালো ট্রেনিংও পেয়েছে । জাত-খুনী, নির্দেশ পেলে মশা মারার মতো নির্বিকার ভাবে মানুষ মারবে । খানিক পর ওকে দেখতে যাবো আমি । খুনের অভিযোগটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিসই মাথা ঘামাবে ।'

মাস্টার-অ্যাট-আর্মস চলে যাবার পর নিজের বলা একটা কথা ফিরে এলো রানার মনে । 'জাত-খুনী, নির্দেশ পেলে…' কার নির্দেশ? বাইরে থেকে এসেছিল নির্দেশটা, নাকি জাহাজেরই কেউ দিয়েছিল তাকে?

সার্জেন কমাণ্ডারকে কেউ খবর দিয়েছিল, হাজির হলেন তিনি । সার্জেন হুবার্ট রানার ব্যথা, ব্যথার উৎস ইত্যাদি দেখে কৌতুক বোধ করলেন । 'জায়গাটা সম্ভবত ফুলে যেতে পারে,' আক্রান্ত অংশটা পরীক্ষা করলেন তিনি । 'ব্যথা কমাবার জন্যে কিছু ট্যাবলেট দিচ্ছি আমি… ।'

'কিন্তু ঘুম ঘুম ভাব এলে চলবে না,' বললো রানা, অসহ্য ব্যথার মধ্যেও কাজের কথা ভাবছে রানা ।

'কোনো সাইড এফেক্ট নেই । আমার কাছে একটা মলমও আছে । জায়গাটা অবশ করে দেবে, এক কি দেড় ঘণ্টার জন্যে নারী জাতির কারো সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বন্ধ রাখতে হবে । সেটা অবশ্য অনেক সময় সব দিক থেকে ভালো ।'

রানা অনুভব করলো, গোটা ব্যাপারটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে ওকে ।

'শুনে আশ্চর্য হবেন আপনি,' বলে চলেছেন ডাক্তার, 'আজকাল এ-ধরনের কতো কেস সামলাতে হয় আমাকে । ছোকরাগুলো অনেক দিন পর জাহাজ থেকে তীরে নামে, প্রস্তাবের জবাবে নেতিবাচক কিছু মানতে চায় না, ঊরুসন্ধিতে হাঁটুর গুঁতো খেয়ে ফিরে আসে । যেমন কুকুর তেমনি মুগুর ।'

'আত্মরক্ষার সময় আহত হয়েছি আমি,' রেগে গিয়ে বিড়বিড় করলো রানা, ব্যথা হজম করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে ভাবছে ।

আধঘণ্টা পর, তিনজন অ্যাডমিরালের ব্যক্তিগত সব ক'জন দেহরক্ষীদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা । মেসডেকে রয়েছে ওরা, এখানেই লেফটেন্যান্ট জন বুকারের সাথে দু'জন রাশিয়ান আর অ্যালান হোপ গত রাতে শুতে যাবার আগে মদ খেয়েছিল । এই মুহূর্তে জায়গাটায় ভিড় দেখা গেল । রিটা কাসানোভা তার তিন সহকর্মী ভ্লাদিমির, বোনাভিচ আর আলেক্স-এর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে একা বসেছে; একসাথে, পাশাপাশি বসেছে জন বুকার আর অ্যাডামস, এখনো তারা তাদের সৌখিন পোশাক পরে রয়েছে; ওদের কাছাকাছি বসেছে অ্যালান হোপ, বিল পার্কার আর পিটার উডকক । তাদের তিনজন ভিআইপি বস্ যার যার নিজের কেবিনে আছেন, প্রতিটি কেবিনের দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজন করে সশস্ত্র মেরিন ।

'ব্যাপারটা কি নিয়ে আমরা সবাই তা জানি,' শুরু করলো রানা । 'আমাদের ক্যাপটেন, রিয়ার-অ্যাডমিরাল, বেয়ারার্স' মিটিং বাতিল না করার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন । আমার কাজ সিকিউরিটি কো-অর্ডিনেট করা । স্যার জন ওয়াল্টারকে সুপারিশ করার আগে–তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করবেন এমন কোনো কথা নেই–আমি চাই, গোটা পরিস্থিতিটা আপনারা সবাই ভালো করে বুঝে নিন, কারণ আমাদের একটা টিম হিসেবে কাজ করতে হবে । এরইমধ্যে একজনকে হারিয়েছি আমরা, আর কাউকে হারাতে চাই না ।'

রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে কথা বললো রিটা কাসানোভা । 'রানা, তোমার পরামর্শ চাই আমরা । এখানে আমরা হাজির হয়েছি পবিত্র একটা দায়িত্ব পালনের জন্যে । আজ রাত থেকে টেনশন শুরু হবে । তুমি কি মনে করো, আমেরিকান ভদ্রলোক খুন হওয়ায়, আমরা যাঁদেরকে পাহারা দেবো তাঁদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আতঙ্কিত হবার কারণ ঘটেছে?'

'টেরোরিস্টদের অন্তত একজন এজেন্ট ইনভিনসিবলে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে, এটুকু পরিষ্কার । কিন্তু একজন যদি ঢুকতে পারে, একাধিক এজেন্ট কেন ঢুকতে পারবে না? আপনাদের জানানো উচিত, রিচার্ড কালাহান রেনদের হেডসে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঢোকেনি, ঢুকেছিল কয়েকটা নাম রেকর্ড করার জন্যে । যাদের নাম রেকর্ড করতে চেয়েছিল তারা সবাই এই জাহাজে উপস্থিত রয়েছে । তারা আসল নাকি নকল চেক করে দেখতে চেয়েছিল রিচার্ড । সে নেই, তার বদলে আমি লণ্ডনের সাথে যোগাযোগ করে চেক করেছি । ভুয়া বা নকল পাওয়া গেছে একজনই, আজ খানিক আগে যে মেয়েটাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।'

চোখে-মুখে আগ্রহ নিয়ে মুখ তুললো বিল পার্কার । 'এই প্রথম আমরা শুনছি রিচার্ডের মনে সন্দেহ ছিলো । আপনি কি নিশ্চিত, স্রেফ খেয়ালবশত চেক করতে চায়নি নামগুলো? নাকি তার হাতে কোনো তথ্য ছিলো, সন্দেহ করার মতো?'

'আমার কোনো ধারণা নেই,' বললো রানা । 'মেয়েটার সাথে এখনো কথা বলা হয়নি আমার । তবে সে যে একটা জাত-খুনী তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।'

'রিচার্ডের তালিকায় আর যে-সব নাম রয়েছে, আমাদের জানাবেন?' লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস প্রশ্ন করলো ।

'এই পর্যায়ে সেটা উচিত হবে বলে মনে হয় না । শুধু এটুকু জেনে রাখুন, লণ্ডন থেকে সবার সম্পর্কে ভালো রিপোর্ট এসেছে ।'

লেফ অ্যাডামস তার সঙ্গীর সাথে নিচু গলায় কিছুক্ষণ পরামর্শ করলো। তারপর জানালো, পরবর্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, এ-ব্যাপারে তাদের আর কোনো প্রশ্ন নেই। 'রয়্যাল নেভীর একটা জাহাজে অনুপ্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। একজনকে যে ঢোকাতে পেরেছে সেটাই মিরাকল। বাইরে থেকে আক্রমণ হলে আলাদা কথা, তা না হলে ইনভিনসিবলকে শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ বলে মনে করা যেতে পারে। আমরা মিটিঙের পক্ষে ভোট দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, মনে মনে এখনো খুশি হতে পারছে না। বাস্ট-কে সবাই সাধারণ টেরোরিস্ট গ্রুপ বলে ধরে নিচ্ছে। শত্রুকে ছোটো করে দেখার পরিণতি কখনো ভালো হয় না। মাত্র একজন অনুপ্রবেশ করলেও, রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করছে ও। বিল পার্কারের দিকে তাকালো ও, জানতে চাইলো, 'আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস কনটিনজেন্ট কি বলে?'

'আমরা ব্রিটিশ বন্ধুদের সাথে একমত। বিপদ যে আছে তাতে আর সন্দেহ কি, তবে বিপদ কাজটারই একটা অংশ। আমরা মিটিঙের পক্ষে ভোট দেবো।'

'আপনাদের লোকসংখ্যা কমে গেছে।'

'আমি যতোদূর জানি, অভাবটা পূরণ করা হবে। অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশ বসে থাকার লোক নন, পথে কোথাও থেকে আরেকজন লোক তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

এ-ব্যাপারে ক্যাপটেনের সাথে আলোচনা করতে হবে ওকে, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো রানা। এরপর রিটা কাসানোভার দিকে তাকালো ও। 'রাশিয়ান কমরেডদের মধ্যে তুমি সিনিয়র অফিসার, রিটা। তুমি কি বলো?'

'আমার লোকেরা দুনিয়ার সেরা। আমরা রাজি।'

'তাহলে সবাই আমরা রাজি?'

গুঞ্জন তুলে সায় দিলো সবাই।

তাহলে তাই হোক, ভাবলো রানা। সবাই ওরা নিজ কাজে দক্ষ, অভিজ্ঞ; কাজেই আতঙ্কিত হবার তেমন কোনো কারণ নেই–নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো ও। এবার, স্যার জন ওয়াল্টারের সাথে কথা বলতে হবে ওকে। তারপর দেখা করতে হবে ডেলা কার্টিসির সাথে। তবে মেয়েটাকে মচকানো যাবে কিনা সন্দেহ আছে ওর।

'আপনি তাহলে আমার সাথে লড়াই না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?' সন্তুষ্ট দেখালো স্যার জন ওয়াল্টারকে, যেন বিরাট একটা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন তিনি।

'লড়াইয়ের প্রশ্ন নয়, রিয়ার-অ্যাডমিরাল,' অস্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে বললো রানা। 'কোনো বিপদ নেই, এটা ধরে নিয়ে নয়, কাজটাই বিপদসঙ্কুল ধরে নিয়ে রাজি হয়েছি আমরা। বডিগার্ডদের তিনটে সেকশনই ঝুঁকিটা নিতে চায়।'

'তাদের আমি প্রশংসা করি,' বললেন স্যার ওয়াল্টার, আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন মিটিং বাতিল করার যে-কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন তিনি।

'মেয়েটার সাথে, ডেলা কার্টিসির সাথে কথা বলার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার আমার,' বললো রানা।

'ইয়েস?' ঝাঁঝের সাথে বললেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। 'উত্তর দেয়া সম্ভব হলে দেবো। বলুন।'

'প্রথমে, রিচার্ড কালাহান সম্পর্কে একটা কথা জানতে চাই আমি।'

'ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ছিলো না সে, তবে সে-কথা আগেই আপনি জেনেছেন।'

'হ্যাঁ, সাধারণ বডিগার্ড সার্ভিসের কেউ ছিলো না সে। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে ছিলো, বিশেষ নির্দেশে ইনভিনসিবলে আসে।' সবগুলো কার্ড টেবিলে ফেলেনি রানা।

'কথাটা সত্যি।'

'বিশেষ নির্দেশটা সম্পর্কে আদৌ কিছু জানাতে পারেন আপনি আমাকে?'

চিন্তামগ্ন হবার ভান করলেন স্যার ওয়াল্টার। তারপর বললেন, 'জাহাজে উপস্থিত সবার রেকর্ড চেক করার অধিকার দেয়া হয়েছিল তাকে।'

'কাজটা করার মতো যথেষ্ট সময় কি তার হাতে ছিলো?'

'উম্‌ম্।' শব্দটা ইতি না নেতি বাচক বোঝা গেল না, আসলে রানাকে নিয়ে খেলছেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। তিনি যে শুধু বর্ণবাদী তাই নয়, নিজের ক্ষমতা জাহির করতে ভালোবাসেন ভদ্রলোক। মনে গোপন আশা, বেয়ারার্স মিটিং সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলে খুব দ্রুত পদোন্নতি ঘটবে তাঁর। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সত্যি কথাটা বলাই সব দিক থেকে নিরাপদ। 'অ্যাটাক এইটিনাইন শুরু হবার দু'দিন আগে জাহাজে উঠেছিল সে।'

'দু'দিন?'

মাথা ঝাঁকালেন স্যার ওয়াল্টার। 'আপনি পৌঁছুবার সামান্য আগে জাহাজ ছেড়ে নেমে গিয়েছিল সে, তারপর আবার ম্যাকিনটশ ও অন্যান্যদের সাথে ফিরে আসে। তবে, ওই দু'দিন, সবগুলো ফাইল ঘেঁটে দেখে সে। আপনার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ছিলো, ক্যাপটেন রানা। বলা যায়, মাত্রা ছাড়িয়ে। কে জানে, সম্ভবত আপনি কালো বলেই।'

'এবং ফিরে এসেও সবার ডোশিয়েতে চোখ বুলায় সে?'

'হ্যাঁ। আর কিছু জানার আছে আপনার?'

'আছে। শুনলাম রিচার্ডের বদলে অন্য এক লোক উঠবে জাহাজে। সত্যি?'

'সত্যি। বেয়ারার্স মিটিং শুরু হবার আগেই পৌঁছে যাবে।'

'আমরা কি তার নাম জানি?'

'ডিক ময়নিহান। ইউএস ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স। সে তার সহকর্মী ও বন্ধু মহলে ডেসপারেট ডিক নামে পরিচিত।' হাতঘড়ি দেখলেন জন ওয়াল্টার। 'আর কিছু, ক্যাপটেন রানা?'

'ছোট্ট একটা ব্যাপার। রেন ডিটাচমেন্ট।'

'জাহাজে মেয়ে মানুষ মানেই অলক্ষুণে ব্যাপার, আমার সায় ছিলো না।'

'রিয়্যার-অ্যাডমিরাল, দু'জনেই আমরা জানি কেন ওদেরকে আনা হয়েছে। জানি বেয়ারার্স' মিটিং শুরু হলে অনেক কাজ সহজ করে দেবে ওরা। কিন্তু তার আগে, আমাকে জানাবেন কি, কি ধরনের ডিউটি দেয়া হয়েছে ওদেরকে?'

'এ-কথা জানতে চাইছেন, ওদের একজন ভুয়া বলে প্রমাণিত হওয়ায়?'

'সেটাও একটা কারণ।'

'ওদের অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন না কেন? কি যেন নাম তার? ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার?'

'আমি অন্য কোনো সূত্র থেকে জানতে আগ্রহী।'

মুখের ভেতর দাঁত চুষলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। 'আপনি জানেন, খুবই ওপর মহলের সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স পেয়ে এখানে আসতে পেরেছে ওরা?'

'জানি। সেজন্যেই আমি উদ্বিগ্ন। তাদের হাত গলেই ভেতরে ঢুকে পড়েছে টেরোরিস্টদের একজন এজেন্ট। লণ্ডন বলছে বটে সবাই ওরা ধোয়া তুলসী পাতা, কিন্তু তবু আমি চেক করতে চাই।'

'হুম। আমি তো দেখছি ভালোই কাজ হচ্ছে ওদের দিয়ে। কমিউনিকেশন রুমে ডিউটি দিচ্ছে ওরা, ডিউটি দিচ্ছে রাইটার্স' ডিপার্টমেন্টে। দু'একজনকে গ্যালিতেও পাঠানো হচ্ছে। আর কিছু?'

মাথা নাড়লো রানা। তাহলে দেখা যাচ্ছে জাহাজের সব জায়গাতেই রয়েছে রেনরা। গ্যালি, কমিউনিকেশন আর রাইটারে। রয়্যাল নেভীতে রাইটার মানে হলো ক্লারিক্যাল ও সেক্রেটারিয়াল ডিউটি।

'গুড। বুঝতেই পারছেন, আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি। অ্যাটাক এইটিনাইন এখনো শেষ হয়নি, এখনো আমাদের পিছু ধাওয়া করছে তিনটে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। আমাকে আমার কাজে ফিরে যেতে হবে।'

রিয়ার-অ্যাডমিরালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিল পার্কারকে খুঁজে বের করলো রানা। ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের বাকি সদস্যদের সাথে একই কেবিনে থাকে সে। কেবিনে এই মুহূর্তে তার সাথে শুধু অ্যালান হোপ রয়েছে। অ্যাডমিরাল ম্যাকিনটশের সাথে সম্ভবত ব্রিজে রয়েছে পিটার উডকক, তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে।

'আপনারা জানেন, রিচার্ড কালাহানের জায়গায় কে আসছে?' ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে আরেক লোক,' বললো বিল পার্কার, গলার আওয়াজ শুনে খুশি বলে মনে হলো না।

'ময়নিহান। ডিক ময়নিহান।' নিঃশব্দে হাসলো অ্যালান হোপ। 'শুনলাম তাকে নাকি ডেসপারেট ডিক বলা হয়।'

'শুনলেন?'

'কাল রাতে অ্যাডমিরাল সঙ্কেত পাঠিয়েছেন ওয়াশিংটনে–রিচার্ড মারা যাবার পর। উত্তরটা প্রায় সাথে সাথে এলো। আমার ধারণা, ডেসপারেট ডিক নিশ্চয়ই লণ্ডনে রয়েছে। কাছাকাছি কোথাও না থেকে পারে না, কারণ সন্ধ্যের মধ্যেই জাহাজে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

'আপনারা তাকে চেনেন?' জানতে চাইলো রানা।

'শুধু নামটা শুনেছি। তার সাথে কখনো কাজ করিনি,' জবাব দিলো বিল পার্কার।

'আপনি?' অ্যালান হোপকে জিজ্ঞেস করলো রানা, উত্তরে মাথা নাড়লো সে।

'পিটার উডকক, সে কি তাকে চেনে?'

'না। আমরা কেউ তাকে চিনি না।'

'ঠিক আছে।' নাকের ডগাটা দু'আঙুলে টিপে ধরলো রানা। 'আমার পরামর্শ, লোকটা জাহাজে পৌঁছুলে, তার সাথে কথা বলবেন আপনারা–সাধারণ আলাপ, দেশী লোকের সাথে দেখা হলে যে-ধরনের গল্প করা হয়–ওয়াশিংটনে কাকে কাকে চেনে, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের যে-সব লোককে আপনারা চেনেন তাদেরকে সে-ও চেনে কিনা, এই সব নিয়ে।'

'আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে, ভুয়া হতে পারে সে?'

'কি করে বলি।' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'তবে সাবধান হলে ক্ষতি কি?'

জিব্রালটার, হিলটন হোটেল। নিজের স্যুইটে বসে ইনভিনসিবলের সমস্ত ঘটনা জেনে নিচ্ছে কেনেথ কালভিন। জাহাজটায় ট্র্যান্সমিটার আছে, সেখান থেকে পাঠানো বার্তা সে তার শর্ট-ওয়েভ রেডিওতে রিসিভ করছে নির্বিঘ্নে। রেডিওটার সাথে রেকর্ডিং ডিভাইসও রয়েছে।

সর্বশেষ খবরটা পাবার পর ভোরের দিকে, চিন্তায় পড়ে গেল কেনেথ কালভিন। তার সন্দেহ হলো, তথ্য সরবরাহের এই উৎসটা এবার না বন্ধ হয়ে যায়। ইউএস নেভী ইন্টেলিজেন্স অফিসার রিচার্ড কালাহানের মৃত্যু সম্পর্কে জানে সে, জানে এ-ধরনের ঘটনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। আমেরিকানরা যে ওয়াশিংটনে সঙ্কেত পাঠিয়েছে তাও সে জানে। ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে আমেরিকানরা যেন লণ্ডন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর আর কোনো তথ্য পায়নি কেনেথ কালভিন। বাস্ট-এর বিকল্প সূত্র আর মাত্র একটা–এঞ্জিনিয়ার পেটি অফিসার। কেনেথ কালভিন উপলব্ধি করলো, ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার এই লোকটার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে এখন।

মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো মেসেজটা শোনার পর কেনেথ কালভিনের সামনে একটা পথই খোলা ছিলো। লণ্ডনে ফোন করে সে, সহকর্মী ফারাজ লেবাননের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। দু'জন মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, ঝুঁকিটা বিরাট হলেও নেয়া যেতে পারে, নেয়া যেতে পারে চূড়ান্ত পুরস্কারটার কথা ভেবে। যদিও, ফারাজ লেবানন জানে না, তাকে বা বাস্ট-এর অন্য কোনো লিডারকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করার কোনো প্ল্যান এরই মধ্যে কেনেথ কালভিনের মাথায় গজিয়েছে কিনা।

কেনেথ কালভিন অবশ্যই নিজের স্বার্থে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, কাজও শুরু হয়ে গেছে, সে-কারণেও ফারাজ লেবাননকে ব্যবহার করাটা তার জন্যে একান্ত জরুরী। জিব্রালটার অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে ফারাজ লেবাননকে বাছাই করা

সৌভাগ্যসূচক সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে সে। ফারাজ লেবানন হলো 'দা ম্যান'। ডন বাম্বিনো ছিলো সম্ভাব্য বিকল্প পাত্র, কিন্তু তাকে এরই মধ্যে একবার দেখেছে মাসুদ রানা–তথাকথিত নর্থাঙ্গার-এ। সব মিলিয়ে, মনটা খুশি হয়ে আছে কেনেথ কালভিনের। লণ্ডনে তার যে লোকেরা আছে তারা দু'জনেই ভালো, কাজটা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টও তাদের আছে।

নাইটসব্রিজে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট রয়েছে ডিক ময়নিহানের, বিলাসবহুল কিছু না হলেও, দূতাবাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ন্যাভাল অ্যাটাশে (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে যে বেতন পায় তাতে এ-ধরনের ভালো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করার সামর্থ্য তার আছে। ফ্ল্যাটটাকে মেয়ে বন্ধুদের দেয়ার মতো একটা ঠিকানা হিসেবেও দেখে সে। যারা তার কাছে আসে, কেউ নিয়মিত নয়, সবাই নতুন। নাইটসব্রিজ যেহেতু অভিজাত এলাকা, মেয়েরা আসতে ভয় পায় না বা সঙ্কোচ বোধ করে না।

এই মুহূর্তে, রাত তিনটে বাজে, যে মেয়েটা তার পাশে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, তার একটা বাজে স্বভাব হলো ঘুমের মধ্যে কথা বলা। বেশ জোরে জোরেই কার সাথে যেন ঝগড়া করছিল সে, তাতেই তার ঘুম ভেঙে গেছে। আর ঠিক এই সময় তাকে চমকে দিয়ে ঝন ঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোনটা।

মেয়েটার ঘুম ভাঙালো ডিক ময়নিহান, বললো এখুনি তাকে দূতাবাসে রিপোর্ট করতে হবে। 'কি বলছো, ডার্লিং,' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালো মেয়েটা। 'এতো রাতে? ক'টা বাজে বলো তো?' লাল চুলো মেয়েটা দূতাবাসেই সেক্রেটারির চাকরি করে।

'তিনটে পনেরো। দুঃখিত, হানি। চলো, তোমাকে তোমার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবো। ফিরতে কতোক্ষণ লাগবে জানি না। ফোনে ওরা বললো, আমাকে একটা সুটকেস নিতে হবে সাথে। তারমানে আমাকে হয়তো দেশে ফিরতে হতে পারে। দুঃখিত, তোমাকে এখানে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। দূতাবাসের কড়া নিয়ম।' কথা বলার ফাঁকে সুটকেসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যস্ততার সাথে ভরে নিলো ডিক ময়নিহান।

গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে মেয়েটাকে নামিয়ে দিলো সে, সামনেই তার ফ্ল্যাট। অনেকটা পথ ঘুরতে হওয়ায়, তিনটে পনেরোতে খবর দেয়া হলেও, সাড়ে চারটের আগে দূতাবাসে পৌঁছুতে পারলো না ডিক।

ন্যাভাল অ্যাটাশে (ইন্টেলিজেন্স) বেশ কিছুক্ষণ হলো তার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এবং ডিক জানে কেউ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে সাংঘাতিক বিরক্ত হন ভদ্রলোক, তাই ধমক খাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হলো সে। কিন্তু ধমকধামক কিছুই না, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স অ্যাটাশে নরম সুরে বসতে বললেন তাকে। 'ঠিক আছে, অস্থির হবার কোনো কারণ নেই, ডিক।' ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, নিরেট স্বাস্থ্যের অধিকারী, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। 'তোমার হাতে প্রচুর সময় রয়েছে। ডকুমেন্টগুলো এরইমধ্যে তৈরি করা হয়ে গেছে। তোমাকে শুধু ব্রিফ করা বাকি। লণ্ডন গ্যাটউইক থেকে তোমার প্লেন দশটার আগে ছাড়ছে না।'

বেডরুমে তরুণী মেয়েটা থাকার কারণে যে দেরিটা হলো ডিকের, তার খেসারত তাকে দিতে হবে–একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, যে-বিপদ সম্পর্কে এখনো কেউ কিছু জানে না। দূতাবাসের সামনে, গ্রসভেনর স্ট্রীটের পার্কিং লটে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে একটা ট্যাক্সি–ডিক ময়নিহান দূতাবাসে পা রাখার পনেরো মিনিট আগে। দেখে মনে হবে ঘুমিয়ে পড়েছে ড্রাইভার। পিছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'সম্ভবত এই লোকটাই। হাতে সুটকেস,' বললো ড্রাইভার।

অপর আরোহী, ট্যাক্সির পিছনের মেঝেতে বসে আছে, পাসপোর্টের ফটো সম্পর্কে বিড়বিড় করে কি যেন বললো।

'ভাগ্য সহায়তা করলে সে-ব্যবস্থা করার সময়ও পাওয়া যাবে। দূতাবাসের লবিতে লোকটাকে দেখতে পেলেই 'ফর হায়ার' লাইটটা জ্বেলে দেবো, তুলে নেবো গাড়িতে। আর যদি ফোনে অন্য কোনো ট্যাক্সি ডাকা হয়,...' কাঁধ ঝাঁকালো ড্রাইভার, 'আমরা তার নাম জেনে ফেলবো। সেক্ষেত্রে ট্যাক্সিটাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে হবে। তবে দূতাবাসের নিজস্ব কোনো গাড়িতে চেপে রওনা হলে, আমাদের নির্মম হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।'

ব্রিফিং শেষ হবার পর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো ডিক ময়নিহান। এরকম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট আগে কখনো পায়নি সে। ছ'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দূতাবাসের দরজায় উদয় হলো সে, হাতে সুটকেস, ট্যাক্সির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তার ধারণা, দূতাবাসের লোকেরা নিশ্চয়ই তার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডেকেছে।

পার্কিং লট থেকে সবেগে পিছিয়ে এলো অপেক্ষারত ট্যাক্সিটা, থামলো দূতাবাসের সামনে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ড্রাইভার জানতে চাইলো, 'মি. ময়নিহান?'

হাসি মুখে হাত তুলে সাড়া দিলো ডিক ময়নিহান, ধাপ ক'টা টপকে তরতর করে নেমে এলো। আশপাশে লোকজন নেই বললেই চলে, ট্যাক্সির পিছন থেকে মাথা নিচু করে নামার সময় দ্বিতীয় আরোহীকে দেখতে পেলো না কেউ। ট্যাক্সি থেকে নেমে হন হন করে আপার গ্রসভেনর স্ট্রীটের দিকে হাঁটা ধরলো সে।

ড্রাইভার অত্যন্ত চটপটে লোক, ডিক ময়নিহানের সুটকেসটা নিয়ে সামনের সিটে, নিজের পাশে রাখলো। 'কোথায় যেতে হবে, স্যার?' জানতে চাইলো সে। 'কেউ আমাকে কিছু জানায়নি।'

'গ্যাটউইক। ডিপারচার। নর্থ টার্মিন্যাল।'

'হাতে সময় আছে কি রকম, স্যার?' দ্রুত ছুটলো ট্যাক্সি, সামনে আপার গ্রসভেনর স্ট্রীট।

'আমার ফ্লাইট দশটায়। সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছুলেই হবে।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই,' বলে বাঁক নিলো ড্রাইভার। ইতিমধ্যে পার্ক লেনে পৌঁছে গেছে তার সঙ্গী। 'মাফ করবেন, স্যার।' খোলা জানালার দিকে কাত হলো সে। 'আমার এক বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি। ওকে একটা মেসেজ দিতে চাই।'

'ঠিক আছে।'

ফুটপাতের পাশে থামলো ট্যাক্সি, জানালা দিয়ে মাথা বের করলো ড্রাইভার। 'ওহে জিম, একটু থামো। জেসিকে একটা খবর দিতে হবে। গ্যাটউইকে যেতে হচ্ছে আমাকে। ওখান থেকে আমি তাকে টেলিফোন করবো।'

ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালো লোকটা, ভান করলো ড্রাইভারের কথা ভালো করে শুনতে পায়নি। তারপর, অকস্মাৎ, পিছনের দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো সে। ডিক ময়নিহান দেখলো, একটা নাইনমিলিমিটার হেকলার অ্যাণ্ড কোচ-এর সাইলেন্সার লাগানো কালো মাজল ওর কপাল লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছে।

'নোড়ো না, মারা পড়বে,' বলে স্যাঁৎ করে ট্যাক্সির পিছনে উঠে পড়লো পথচারী, গাড়িটাও সেই সাথে চলতে শুরু করলো আবার। পরবর্তী মোড়টা ঘোরার আগেই জ্ঞান হারালো ডিক ময়নিহান। কোট ভেদ করে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সুচটা কখন ঢুকলো মাংসের ভেতর, ভালো করে টেরও পেলো না সে।

নটিং হিল-এর দিকে ছুটলো ট্যাক্সি, ওখান থেকে এমটোয়েনটি-ফাইভ যেতে হলে খানিকটা ঘুরপথ ধরতে হবে ড্রাইভারকে। বেইস-ওয়াটার রোডে পৌঁছে ডান দিকে মোড় ঘুরে একটা কানাগলিতে ঢুকলো ট্যাক্সি, থামলো নির্জন এক বাড়ির সামনে। বাড়িটা বিশাল, আন্তর্জাতিক মানের সফল ব্যবসায়ীরাই শুধু এ-ধরনের বাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারে। দরজার সামনে থামলো ট্যাক্সি, সঙ্গীকে নিয়ে নেমে পড়লো ড্রাইভার। নার্স-এর পোশাক পরা এক মেয়ে আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিল, বাড়ির দরজা খোলা রেখে। দু'মিনিটের মধ্যে অচেতন ডিক ময়নিহানকে ভেতরে নিয়ে এলো ওরা। তারপর তার সুটকেসটা আনা হলো।

ডিক ময়নিহানকে একটা সোফায় শোয়ানো হলো। 'চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাবে,' মেয়েটাকে বললো ড্রাইভার, ডিক ময়নিহানের পকেট সার্চ করছে। এরইমধ্যে সুটকেসের তালা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গী। 'নিরাপদ কামরায় নিয়ে যেতে হবে ওকে, আমরা তোমাকে সাহায্য করবো। চার কি পাঁচদিন আটকে রাখতে হবে। যাক বাবা!' পকেট হাতড়ে পাসপোর্টটা বের করলো সে, সাথে সরকারী কাগজ-পত্রও রয়েছে।

সোফার নিচে, মেঝেতে বসে কাগজ-পত্রগুলো পরীক্ষা করলো ড্রাইভার। তার ভুরু কুঁচকে উঠলো, হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো ফোনের রিসিভারটা। জিব্রালটার কোড ডায়াল করলো সে, তারপর হিলটন হোটেলের নম্বরে, সাড়া পাবার পর মি. স্ট্যানফোর্ড-এর কামরার সাথে সংযোগ দিতে বললো। 'খুবই আর্জেন্ট,' তাগাদা দিলো সে।

জিব্রালটারে কেনেথ কালভিন ও ফারাজ লেবানন, দু'জনেই অপেক্ষা করছে। 'এদিকের কাজ শেষ,' লণ্ডন থেকে বললো লোকটা। 'আপনাদের একটা ইউনাইটেড স্টেটস ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট দরকার হবে। যোগাড় করা খুব কি কঠিন?'

'ওদিকটা এখানে সামলানো হবে। তুমি ডিটেইলস জানাও।'

বাকি সব তথ্য বলে গেল লোকটা। 'আমাদের একটা সমস্যা আছে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চারশো আটানব্বুই নম্বর ফ্লাইট থেকে নামার পর তার সাথে দেখা করবে ওরা। কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে লিখে দেয়া হয়েছে তাকে। এ-থেকে বোঝা যায়, যারা দেখা করবে তারা তাকে চেনে না।'

'কন্ট্যাক্ট নম্বর আছে?'

'আছে।'

'বেশ। নম্বরটা দাও আমাকে।'

সংখ্যাগুলো বলে গেল লোকটা।

কেনেথ কালভিন বললো, 'ঠিক আছে। ডকুমেন্টগুলো কি খুব জরুরী?'

'হ্যাঁ। ওগুলোয় তাকে দেয়া নির্দেশ লেখা আছে। আরেকটা কাগজ রয়েছে, যার সাথে দেখা হবার কথা, তাকে দিতে হবে।'

'বেশ। তোমার নিজের পাসপোর্টই ব্যবহার করো, তবে নাম লেখাও ময়নিহান। পার্থক্যটা ওরা খেয়াল করবে না। যতোগুলো লোক ততোগুলো পাসপোর্ট থাকলে আর কিছু দেখে না ওরা। তাছাড়া, নাম পাল্টে বা ছদ্মনাম নিয়ে কোথাও যাওয়া বেআইনী নয়, যদি কোনো অপরাধ করার মতলব তোমার না থাকে–তা অবশ্যই তোমার নেই।'

'তারপর?'

'তারপর, ভিড়ের সাথে গেট দিয়ে ঢুকে পড়বে। ডান দিকে পাবে মেন'স রুম। জায়গাটা নোংরা, তবে ওখানেই অপেক্ষা করবে আমার লোক। তার কাছে ময়নিহানের একটা পাসপোর্ট থাকবে। সুটকেস আর কাগজগুলো তোমার কাছ থেকে নেবে সে, তারপর যা করার করবে। শোনো, রব, আর কাউকে পাঠিয়ো না, কাজটা তুমি করো। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। বুঝতে পারছো তো, কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো, ডেলা কার্টিসি ওর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিলো না। সেলে বসে আছে সে, চেয়ারের সাথে হাত-পা বাঁধা। রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকলো সে, চোখের পাতা একটু কাঁপলো না। রানা একের পর এক প্রশ্ন করছে, মেয়েটা যেন শুনতেই পাচ্ছে না। একবার ওর মুখের ওপর হাসলো সে। এক ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিলো রানা। জিব্রালটারে পৌঁছে প্রফেশনালদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো, সিদ্ধান্ত নিলো ও।

নিজের ব্যর্থতার কথা রিপোর্ট করলো রানা, রিয়ার-অ্যাডমিরাল জন ওয়াল্টার তখন ব্রিজে রয়েছেন। তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনার ডিপার্টমেন্টের কোনো এক্সপার্ট জিব্রালটারে আছেন কি?'

'কেন বলুন তো?'

'বিশ মিনিটের মধ্যে আমার একটা সী কিং জিব্রালটার যাচ্ছে,' বললেন স্যার ওয়াল্টার। 'রিচার্ডের বদলী লোকটাকে নিয়ে আসবে।'

'ডেসপারেট ডিক?'

স্যার ওয়াল্টার হাসলেন না। 'শুনলাম এই নামেই নাকি ডাকা হয় তাকে। জিব্রালটারে তেমন কেউ আছে আপনাদের?'

'চেক করে দেখতে হবে। যদি থাকে, তাকে আনার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'টেক-অফ করার আগে জানান। বিশ মিনিটের মধ্যে।'

যোগাযোগ করতে পনেরো মিনিট লাগলো রানার। হ্যাঁ, বিএসএস-এর একজন ইন্টারোগেশন এক্সপার্ট জিব্রালটারে আছে, নাম মার্ক হোমস। কাজ নিয়ে ইনভিনসিবলে আসার সুযোগ পেলে খুশিই হবে সে।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চারশো আটানব্বুই নম্বর ফ্লাইট জিব্রালটারে পৌঁছুতে কয়েক মিনিট দেরি করলো। টার্মিনাল ভবন থেকে বেশ খানিক দূরে, হেলিপ্যাডে অপেক্ষা করছে সী কিং। ক্রু তিনজন যে যার আসনে বসে আছে, প্যাসেঞ্জার সিটে রয়েছে মার্ক হোমস। মানুষটা ছোটোখাটো, মুখে লাল দাড়ি।

ইনভিনসিবল থেকে পাঠানো লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার বেলা দেড়টা থেকে অ্যারাইভাল টার্মিনালে অপেক্ষা করছে। জিব্রালটার এয়ারপোর্টে অ্যারাইভাল ও ডিপারচার টার্মিনাল বলতে একটাকেই বোঝায়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একজন প্যাসেঞ্জার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, হাতে সুটকেস, কিন্তু অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে তাকে লক্ষ করলো না লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। সোজা 'মেন'স রুম'-এ ঢুকলো লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর ওখান থেকে বেরিয়ে এলো আরেক লোক, সেই একই সুটকেস হাতে, বাম হাতে রয়েছে পাসপোর্ট, হাতটা বুক-পকেটের কাছে তোলা। লে. কমাণ্ডারের দৃষ্টিতে এই লোকের জন্যেই অপেক্ষা করছে সে–ডান হাতে সুটকেস, বাম হাতে পাসপোর্ট, পাসপোর্টটা বুক-পকেটের কাছে তুলে ধরেছে–সমস্ত সঙ্কেত মিলে যায়। মুখে হাসি নিয়ে এগোলো লে. কমাণ্ডার, জিজ্ঞেস করলো, 'মি. ময়নিহান?'

'হ্যাঁ, আমি ডিক ময়নিহান,' বললো ফারাজ লেবানন। 'আইডি দেখতে চান?'

'একবার চোখ বুলাবো। ভালো কথা, আমি ফিলিপস।' নিঃশব্দে হাসলো লে. কমাণ্ডার। 'আপনার ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্যাটাস স্ট্যাম্প দেখে মনে হচ্ছে ভারি ওজনদার। তাহলে মি. ডিক ময়নিহান, আমরা আর দেরি করি কেন···।'

'আমাকে শুধু ডিক বললেই হবে।'

মেটাল অ্যাপ্রন পেরুলো ওরা, দ্রুত পায়ে সী কিঙের দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ সামনে লাল ট্রাফিক আলো জ্বলে উঠলো। রাস্তাটা রানওয়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে, সমস্ত যানবাহন মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। রয়্যাল এয়ারফোর্সের একটা টর্নাডো ল্যাণ্ড করলো টারমাকে। আবার সবুজ আলো জ্বললো, রাস্তা পেরিয়ে হেলিপ্যাডে পৌঁছুলো ওরা। সী কিঙে উঠতে ওদেরকে সাহায্য করলো ক্রুরা। ডিক ময়নিহানের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলো লে. কমাণ্ডার ফিলিপস। মার্ক হোমস হাসলো না, শুধু ছোট করে মাথা ঝাঁকালো, যেন রয়্যাল নেভীর হেলিকপ্টারে একজন আমেরিকানকে বিনা ভাড়ায় তোলা হয়েছে দেখে খুশি হতে পারেনি।

'গ্রেট,' বললো লে. কমাণ্ডার ফিলিপস, হেলিকপ্টারের রোটর মাত্র ঘুরতে শুরু করেছে। 'বেয়ারার্স মিটিং শুরু হবার বেশ খানিক আগেই ফিরবো আমরা।'

'বেয়ারার্স' মিটিং কি?' জানতে চাইলো মার্ক হোমস। তার উচ্চারণে খানিকটা টান আছে, তবে কোন্ দেশী টান ধরা কঠিন।

'আমি দুঃখিত,' বলে তার দিকে ফিরলো লে. কমাণ্ডার ফিলিপস। 'ব্যাপারটা কি তা যদি আপনি না জানেন, তাহলে আপনার জানার অধিকার নেই। ঠিক বলেছি না, ডিক?'

'অবশ্যই ঠিক বলেছেন,' জবাব দিলো ফারাজ লেবানন। আর বেশি দেরি নেই, ভাবলো সে, বেয়ারার্স' মিটিং সম্পর্কে গোটা দুনিয়ায় কারো আর কিছু জানতে বাকি থাকবে না। আঁতকে উঠবে পৃথিবী নামক এই গ্রহের সব মানুষ।

এইচএমএস ইনভিনসিবলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সী কিং।

## চার

'দিস ইজ দা ক্যাপটেন,' লাউডস্পীকারে স্যার জন ওয়াল্টারের গলা ভেসে এলো, বরাবরের মতো অফিসার আর রেটিংরা যে-যার কাজ ফেলে খাড়া করলো কান।

শান্ত সাগর, ইনভিনসিবলের গতি এতো কমিয়ে আনা হয়েছে, জাহাজটা যেন চলছে না। জাহাজের চারপাশে, বাইশ ঘণ্টায়, নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। তবে ফ্লাইট ডেক উজ্জ্বল আলোয় দিন হয়ে আছে। পোর্ট সাইডে, শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে দুটো হেলিকপ্টার-একটা এস. সী কিং, অপরটা আর. সী কিং।

'আমি চাই র‍্যাঙ্করা সবাই শুনুন, শুনুন মনোযোগ দিয়ে। শত্রু-পক্ষের সাবমেরিনগুলো এখনো আমাদের পিছনে লেগে আছে, তবে আমাকে আশ্বাস দিয়ে জানানো হয়েছে যে জিব্রালটারের দিকে আমাদের অগ্রগতি ঠেকাবার মতো অবস্থা ওগুলোর নেই। এক্সার-সাইজ অ্যাটাক এইটিনাইন সম্পর্কে বলা যায়, রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। কাজেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাল সকালে আবার বৈঠক শুরু হবে। এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় সীমান্তে নতুন কোনো ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, যদিও আমাদের ফোর্স-লাল দল-সম্পর্কে বলা হচ্ছে এখনো এনিমি লাইনের পিছনে অপারেশন চালাচ্ছে। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন এখানেই শেষ হলো–অ্যাটাক এইটিনাইন সম্পর্কে।

'এবার আমি দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলবো, আপনাদের জানাবো আজ রাতে ইনভিনসিবলে কি ঘটতে যাচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত পাহারা প্রত্যাহার করে নিলাম আমি। মেইন ডেক, ফ্লাইট অপারেশনস বা ব্রিজে এখন থেকে শুধু তারাই থাকবে যাদেরকে বিশেষ নির্দেশ ও অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই বিধি জারি করা হলো নিরাপত্তার স্বার্থে, বিশেষ নির্দেশ ও অনুমতি

ছাড়া কাউকে যদি মেইন ডেক, ফ্লাইট অপারেশনস ও ব্রিজে দেখা যায়, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এমনকি সতর্ক না করে গুলি চালানোও হতে পারে। নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার সব ক'টা মুখে সশস্ত্র মেরিন রয়েছে। কমপ্যানিওনওয়ে ও বাল্কহেডের সামনেও রয়েছে তারা। কাউকে দেখতে পেলেই পাসওয়ার্ড জিজ্ঞেস করবে তারা, বলতে না পারলে গ্রেফতার করা হবে, আর পালাতে চেষ্টা করলে গুলি।

'হেলিকপ্টার ওঠানামার শব্দ পাবেন আপনারা। কারণ, অ্যাটাক এইটিনাইন শুরু হবার সময় থেকে যে-সব ভিআইপি অ্যাডমিরাল আমাদের সাথে ছিলেন, তাঁরা জাহাজ ত্যাগ করে চলে যাবেন। তাছাড়া, অন্যান্য ভিআইপি-রা জাহাজে আসবেন। এ-সব তথ্য ক্লাসিফায়েড বলে গণ্য করতে হবে। এগুলো ডিক্লাসিফায়েড বলে ঘোষণা না করা পর্যন্ত কোনো অফিসার, পেটি অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার, রেটিং বা মেরিন ইনভিনসিবলে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে আগামী চারদিন কারো সাথে আলোচনা করতে পারবেন না। কেউ মুখ খুললে অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট অনুসারে বিচার করা হবে তার।

'পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আপনাদেরকে আমার জানানো উচিত যে যতোক্ষণ না আমরা জিব্রালটারে পৌঁচাচ্ছি ততোক্ষণ চারটে সী হ্যারিয়ার টেক-অফ করার জন্যে তৈরি অবস্থায় স্কি-র‍্যাম্প ও তার আশপাশে থাকছে। এয়ার গ্রুপের দু'জন পাইলটকে সতর্ক করে দেয়া হলো, ডাক পড়লে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবেন আপনারা। এই সতর্কতা দিনের চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে প্রযোজ্য, শুরু হলো এই মুহূর্ত থেকে। দ্যাট ইজ অল।'

ফ্লাইট অপারেশনস-এ রয়েছে রানা, দেখলো প্রথম জোড়া সী হ্যারিয়ার শুধু যে নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে তাই নয়, ওগুলোর ককপিটে এরইমধ্যে উঠে বসেছে পাইলটরা, এঞ্জিন চালু করে নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আরো একটা দৃশ্য চোখে পড়লো ওর–জাহাজের পিছন দিকে, কালো আকাশের গায়ে, তিনটে আলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো হেলিকপ্টারের আলো, কমাণ্ডার ওকে জানিয়েছে। প্রথম হেলিকপ্টারটা রয়েছে প্রায় এক মাইল দূরে, এগিয়ে আসছে পঞ্চাশ নট গতিতে। একটার সাথে আরেকটার দূরত্ব এক হাজার ফুট।

এখন আর শুধু আলো নয়, প্রথম হেলিকপ্টার সী কিং-এর কাঠামোটাও দেখা যাচ্ছে। উড়ে এসে শূন্যে স্থির হলো সেটা, ফ্লাইট-ডেক কন্ট্রোলার আর তার লোকজনের সঙ্কেত পেয়ে ব্যাক-আপ সী হ্যারিয়ার দুটোর কাছ থেকে একশো গজ পিছনে ল্যাণ্ড করলো।

সী কিঙের রোটর ধীরে ধীরে স্থির হলো, কিন্তু সেদিকে কেউ এগোলো না। এরপর ইনভিনসিবলের মাথার ওপর উড়ে এলো ইউএস নেভীর একটা হেলিকপ্টার, তার পিছু নিয়ে এলো জোড়া ফিন লাগানো কামোভ-পঁচিশ। দুটোই ল্যাণ্ড করলো সী কিঙের পাশে।

অস্পষ্টভাবে তিনজন ভিআইপি অ্যাডমিরালকে দেখতে পেলো রানা–আমেরিকান, ব্রিটিশ আর রাশিয়ান। যে যার সংশ্লিষ্ট দেশের হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে ডেক ধরে প্রায় ছুটছেন। এই সময় মেইন ডেকের সব আলো নিভে গেল। আলো বলতে এখন শুধু ম্লান নীল আভা, উৎস হেলিকপ্টারগুলো। অবশ্য নীল ম্লান আলোতেও মেইন বাল্ক হেড-এর দরজাটা দেখা যাচ্ছে।

'রিসেপশন কমিটিতে যোগ দেবেন না, ক্যাপটেন রানা?' বলার সুরে সামান্য ব্যঙ্গ প্রকাশ পেলো, বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন স্যার জন ওয়াল্টার। 'আমাকে বলা হয়েছে, ওঁরাই নাকি ইনভিনসিবলে আপনার উপস্থিতি অনুমোদন করেছেন। চলুন দেখি, কথাটা কতখানি সত্যি।' স্যার ওয়াল্টার যেন চ্যালেঞ্জ করছেন রানাকে।

সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্লাইট অপারেশনস থেকে বেরিয়ে এলো রানা, কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নিচে নামলো, এগোলো কেবিনগুলোর দিকে। কেবিনগুলোয় তিন জন অ্যাডমিরাল আর তাদের বডিগার্ডরা থাকতেন, সম্প্রতি খালি করা হয়েছে।

জাহাজের এদিকটায় শেষবার এসেছিল রানা ঘণ্টাখানেক আগে। ইতিমধ্যে গোটা পরিবেশ বদলে গেছে। প্যাসেজগুলো মুড়ে দেয়া হয়েছে লাল কার্পেটে। লম্বা তিনটে করিডরে দরজা বসিয়ে আলাদা করা হয়েছে জায়গাটা, দরজা বন্ধ থাকলে রেনদের কোয়ার্টার থেকে এদিকে আসার কোনো উপায় নেই।

খোলাই রয়েছে ওগুলো, লম্বা একটা করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা। রয়্যাল নেভীর মহিলা অফিসাররা নিজেদের বন্দিনী ভাবলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যার যার কেবিনের ভেতর থমথমে চেহারা নিয়ে বসে আছে। পায়চারি করছে রুবি বেকার। আরেক কেবিনে দেখা গেল নবাগত ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ডিক ময়নিহানকে, তার সাথে দু'জন সশস্ত্র মেরিন রয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো ডিক ময়নিহান, বুড়ো আঙুল খাড়া করে সাফল্য ও বিজয়ের ইঙ্গিত দিলো। স্মিত হাসলো রানা। আরেক দরজার ভেতর রিটা কাসানোভা আর বোনাভিচকে দেখা গেল, তাদের সাথেও দু'জন সশস্ত্র মেরিন। সশস্ত্র মেরিনদের আরো দু'জন সদস্য রানার কেবিনের দরজার পাশে সতর্ক অবস্থায় অপেক্ষা করছে, ওদের সাথে রয়েছে সার্জেন্ট হবসন।

সার্জেন্টের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে,' বললো ও। শব্দগুলো মুখ থেকে বেরিয়েছে কি বোরোয়নি, কার্পেটবিহীন করিডর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো, এগোচ্ছে সদ্য খালি করা ভিআইপি কোয়ার্টারের দিকে।

দৃঢ়, শান্ত পদক্ষেপে এলেন তাঁরা। রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার, লে. অ্যাডামস, সাথে একজন সিভিলিয়ান–তার সদা সতর্ক চেহারা দেখেই বোঝা গেল স্পেশাল ব্রাঞ্চের ক্লোজ প্রোটেকশন স্কোয়াডের সদস্য। এই দলটার মাঝখানে, প্রথম হেলিকপ্টারে চড়ে ভিআইপিদের যিনি জাহাজে এসেছেন তাঁকে দেখতে পেলো রানা–সেই একই হেলিকপ্টারে চড়ে স্যার মারফি হ্যামারহেড বিদায় নিয়েছেন।

রিয়ার-অ্যাডমিরাল রানার সামনে এসে থামলেন। 'প্রাইম মিনিস্টার,' প্রায়

রাজকীয় পোশাক পরা মিসেস মার্গারেট হিলডা থেচারকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'আমি ক্যাপটেন মাসুদ রানাকে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই–উনিই বেয়ারার্স মিটিঙের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন।'

ঠোঁট টিপে হাসলেন প্রাইম মিনিস্টার, রানার হাতটা ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি দিলেন। 'আপনার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আমি খুশি, এবং পদোন্নতির জন্যে আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।' রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার ওয়াল্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'ক্যাপটেন রানা আর আমি পুরানো বন্ধু,' বললেন তিনি। 'আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অত্যন্ত উপযুক্ত লোকের হাতেই আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পড়েছে। একা শুধু আমার নয়, কিছুদিন আগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানেরও প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন উনি।' আবার রানার দিকে ফিরলেন ভদ্রমহিলা। 'আমি স্বস্তিবোধ করছি, ক্যাপটেন রানা। শুধু খেয়াল রাখবেন পুরো চারটে দিন আমাদেরকে যেন বিরক্ত করা না হয়। এই চারদিনের প্রতিটি মিনিট দরকার আমাদের, সবগুলো আলোচ্য বিষয়ে যদি কথা বলতে চাই। বিষয়গুলো জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি এ-ব্যাপারে আপনি সচেতন।'

'ইয়েস, প্রাইম মিনিস্টার। সম্ভাব্য সব কিছু করবো আমরা। আপনার লোকজনের যদি কিছু দরকার হয়, তারা যেন আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে।'

'ভেরি কাইণ্ড অভ ইউ, ক্যাপটেন রানা,' নির্বাচনী জনসভার জন্যে আলাদা করে রাখা দুর্লভ হাসি উপহার দিয়ে এগিয়ে গেলেন ইউনাইটেড কিংডম-এর প্রাইম মিনিস্টার।

প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে রিয়ার-অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, প্রাইম মিনিস্টারের সাথে রুবি বেকারের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে রানার কাছে ফিরে এলেন তিনি, চোখে আগুন ঝরছে। 'তাঁর প্রাণ বাঁচানোর ঘটনাটা তো আপনি আমাকে বলেননি, ক্যাপটেন রানা!' কর্কশস্বরে অভিযোগ করলেন তিনি।

'উনি বাড়িয়ে বলছেন।' হাসলো না রানা। 'তাছাড়া, এ-সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য প্রকাশ করা নিষেধ, তাই আমি আর কিছু বলবো না।'

রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল, পরবর্তী অতিথিকে পথ দেখাবেন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশকে ঘিরে আছে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন–বিল পার্কার, পিটার উডকক, ও অ্যালান হোপ–তাঁর সাথে আরেকজন লোক রয়েছে, হাতে ব্রিফকেস, ব্রিফকেসটা কব্জির সাথে চেইন দিয়ে আটকানো। কম্প্যানিয়নওয়ের নিচে দলটার মুখোমুখি হলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল। দীর্ঘদেহী প্রেসিডেন্ট হাসছেন।

রিয়ার-অ্যাডমিরাল পরিচয় করিয়ে দিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন, 'ক্যাপটেন রানা। সিকিউরিটির দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে শোনার পর নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোনো উদ্বেগ নেই। জানি সেরা লোকের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে আমাকে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনার দ্বারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন শুনেছি। আরো একজন আছেন, যিনি আমাদের দু'জনেরই বন্ধু।'

'বোধহয় আছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আপনার সাথে নিভৃতে বসে কথা বলার সুযোগ পেলে ছাড়বো না, ক্যাপটেন রানা। ভালো কথা, স্বীকার করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই যে রানা এজেন্সির কিছু কিছু কর্মপদ্ধতি বা কৌশল সিআইএ গ্রহণ করেছিল–আমার আমলে, যখন সিআইএ-তে ছিলাম। ঋণ স্বীকার করার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।'

প্রেসিডেন্ট বুশও সজোরে ঝাঁকি দিলেন রানার হাতটা, প্রায় মার্গারেট থেচারের মতোই ঘন ঘন।

রানাকে পাশ কাটানোর সময় আবার একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রানাকে বিদ্ধ করলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার ওয়াল্টার। কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে ফিরে গেলেন তিনি, শেষ ভিআইপিকে পথ দেখানোর জন্যে।

মিখায়েল সের্গেইভিচ গর্বাচেভ, সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি, এবং সুপ্রীম সোভিয়েত প্রেসিডিয়াম-এর প্রেসিডেন্ট, যে ওভারকোটটা পরে আছেন সেটা উটের লোম দিয়ে তৈরি। তাঁর মাথায় ধূসর রঙের একটা ফেল্ট হ্যাট রয়েছে, সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাম করা দোকান থেকে কেনা। সবচেয়ে মনোযোগ কাড়লো তাঁর সরল হাসি, ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা মানুষ যেন। কাঁধ দুটো চওড়া, তাঁকে দেখে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন মানুষ বলে মনে হলো রানার। হাবভাবে কোনো রকম উত্তেজনা বা অস্থিরতা নেই।

রিয়ার-অ্যাডমিরাল পরিচয় করিয়ে দিলেন। রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে ইংরেজিতে মি. গর্বাচেভ বললেন, 'ক্যাপটেন রানা, আপনার সাথে পরিচিত হওয়া বিরাট আনন্দের ব্যাপার। আমি আশা করবো আমার নিরাপত্তার দিকটা যাঁরা দেখছেন তাঁদের সাথে গ্লাসনস্ট-এর অনুপ্রেরণা নিয়ে সহযোগিতা করবেন আপনি।' ছোটোখাটো মানুষ-টার করমর্দন হাড় গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো, রানাকে বাকরুদ্ধ অবস্থায় রেখে এগিয়ে গেলেন নিজের কোয়ার্টারের দিকে।

'স্যার,' রানার পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠলো সার্জেন্ট হবসন, 'উনি দেখছি রাইসাকে সাথে করে আনেননি।'

'মি. বুশও তো বারবারাকে বা মিসেস থেচারও তো ডেনিসকে আনেননি।'

ফিরে এলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল, থমথম করছে চেহারা। 'যাক, অন্তত একজন অপনাকে চেনেন না, ক্যাপটেন রানা।'

'আমি বাজি ধরতে রাজি নই, রিয়ার-অ্যাডমিরাল।'

তর্ক করার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন স্যার ওয়াল্টার, কি মনে করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার ডে কেবিনে মিটিং। সিনিয়র অফিসার, ডিভিশনাল অফিসার আর চীফ রেগুলেটিং অফিসাররা যোগ দেবেন। আয়োজন সম্পর্কে আপনি সন্তুষ্ট কিনা বলুন। মানে এতোটা সন্তুষ্ট কিনা যে জাহাজের এদিকটা ঘণ্টা খানেকের জন্যে ছেড়ে যেতে পারবেন?'

'আমি পৌঁছে যাবো ওখানে, রিয়ার-অ্যাডমিরাল। যদি উদ্বিগ্ন হবার মতো কোনো কারণ দেখি, আপনাকে জানাবো, কারণটাও ব্যাখ্যা করবো।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন স্যার ওয়াল্টার। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। ভদ্রলোকের হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, নিরাপত্তার আয়োজনে সন্তুষ্টবোধ করছেন, মনে মনে অতিবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।

সব কিছু ভালোয় ভালোয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে রাজি নয় রানা। ও ধরেই নিয়েছে, কিছু একটা ঘটবেই। কিছু না ঘটাটাই হবে বিস্ময়কর।

পেটি অফিসার ডেভিড ক্লার্ক ইনভিনসিবলের এঞ্জিন রুমে রয়েছে, তাকিয়ে আছে বিশাল টারবাইনগুলোর দিকে। সে যখন রয়্যাল নেভীতে প্রথম এলো, এঞ্জিন রুম বলতেই গরম, নোংরা, দুর্গন্ধময় ও কর্কশ শব্দবহুল একটা জায়গাকে বোঝাতো। ইনভিনসিবলের এঞ্জিনরুম সেরকম নয়, ঝকঝক তকতক করছে। তাছাড়া টারবাইনের কাছাকাছি অল্প দু'চারজন লোক থাকলেই চলে, কারণ ওগুলো মনিটর করা হয় অসংখ্য ডায়াল, সুইচ আর ভিডিইউ ঠাসা আলাদা একটা কামরা থেকে।

ইনভিনসিবলের ক্যাপটেন, সিনিয়র অফিসার আর সিকিউরিটির লোকজন বাদে ডেভিড ক্লার্কই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যার জানা আছে আসলে কি ঘটছে এখানে। তার দুই বন্ধু কিভাবে তথ্যটা পেলো সে-ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেনি সে, তাকে যে-কাজটা করতে হবে সে-ব্যাপারেও নীতিগত কোনো বাধা অনুভব করছে না। মহা একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছে সে, সেটা থেকে মুক্তি পাওয়াই তার একমাত্র কামনা। ওদের কথামতো কাজ করলে আর্থিক সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাবে সে, রক্ষা পাবে পারিবারিক বিপর্যয় থেকে। তাছাড়া, ওরা তাকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে, ওদের তরফ থেকে ব্যাপারটা স্রেফ একটা নির্দোষ প্রতিবাদ, রাশিয়ান ও আমেরিকান উভয় পক্ষকে বিব্রত অবস্থায় ফেলা, সেই সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকেও। নিজেদেরকে ওরা বিশ্বশান্তি পরিষদের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছে। সে নিজেও বিশ্বশান্তি পরিষদকে সমর্থন করে।

কাজটা সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে সে, ভালো ও মন্দ দিকগুলো বিবেচনা করার পর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, এরমধ্যে সত্যিকার কোনো বিপদ নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটি পাবার জন্যে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে ডেভিড ক্লার্ককে। প্রথমবার ডিউটি পেতে হবে মহামান্য অতিথিরা জাহাজে আসার পরপরই, ওরা জানিয়েছে তাকে। দ্বিতীয়বার অ্যাকশন দরকার হবে পরদিন সকালের দিকে। দু'বারই টারবাইনগুলোর কাছাকাছি থাকার সুযোগ থাকতে হবে তার। সেটা কোনো সমস্যা নয়, কারণ সংশ্লিষ্ট আর সবাই টারবাইন চেক করার দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অনেক দিন আগে থেকেই। এমনকি, এই মুহূর্তেও, অতিথিরা এইমাত্র জাহাজে আসার পর, এঞ্জিন রুমে একা রয়েছে সে। চীফ পেটি অফিসার, আরেকজন পেটি অফিসার, একজন লিডিং সীম্যান অলস সময় কাটাচ্ছে, টারবাইনের প্রেশার আর স্পীড ইচ্ছে হলে চেক করছে নয়তো করছে না।

সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার সব সময় যা করে আজও তাই করছে, কন্ট্রোলরুমের পিছনে অফিসারদের আড্ডাখানায় বিশ্রাম নিচ্ছে। ভয়ঙ্কর কোনো অঘটন বা ত্রুটি দেখা না দিলে তার ডাক পড়বে না। স্পীড কমানো বাড়ানো বা ওই ধরনের অন্যান্য কাজ বোতাম টিপেই সারা যায়, সেটা উপস্থিত সবার দ্বারাই সম্ভব। কাজেই সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, ওদের ভাষায়, 'ঈজিপশিয়ান ফিজিক্যাল ট্রেনিং' নিচ্ছে। সরল ভাষায়, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে লোকটা।

এক নম্বর টারবাইনের শেষ মাথায় চলে এলো ক্লার্ক। বেল্টে আটকানো চামড়ার টুলকিট থেকে স্ক্রুড্রাইভার বের করলো, পকেট থেকে বের করলো একটা সিলিণ্ডার। ক্লিনেক্স দিয়ে মোড়া। শক্ত তার-এর গজ দিয়ে তৈরি সিলিণ্ডারটা, একদিকের মাথা খোলা, অপর দিকটা গোল। যে-কোনো মিডশিপম্যান বা অর্ডিনারি সীম্যান দেখেই বলে দিতে পারবে ওটা টারবাইন অয়েল সিস্টেমে ব্যবহারযোগ্য একটা ফিল্টার। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে প্যানেলটা খুললো এবার, প্যানেলের গায়ে স্টেনসিল করা রয়েছে দুটো শব্দ–ফিল্টার ওয়ান।

ডেকে, পায়ের কাছে স্ক্রুড্রাইভারটা নামিয়ে রাখলো সে, টুলকিট থেকে বের করলো অস্বাভাবিক লম্বা একখানা চিমটা, সেই সাথে বাঁ হাতে রাখলো আরেক টুকরো ক্লিনেক্স। ধীরে ধীরে ফিল্টার ওয়ানের খোলা প্যানেলের ভেতর চিমটা ঢোকাতে শুরু করলো সে, ভেতর থেকে বের করে আনলো হুবহু একইরকম দেখতে আরেকটা ভারি, নোংরা গজ সিলিণ্ডার–তবে এটা গরম, গা থেকে তেল ঝরছে। জিনিসটা ক্লিনেক্সের টুকরোয় জড়িয়ে ডেকে নামিয়ে রাখলো, স্ক্রুড্রাইভারের পাশে। কন্ট্রোল রুমের ইনস্ট্রুমেন্টে পরিবর্তন ধরা পড়তে তিন মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু নতুন ফিল্টার ঢোকাতে সময় লাগলো মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড। প্যানেল বন্ধ করে স্ক্রু আঁটতে আরো বড়জোর এক মিনিট লাগলো।

স্ক্রুড্রাইভার আর চিমটা টুলকিটে রেখে দিলো সে, সদ্য সরানো ফিল্টার নিয়ে বাল্কহেড পেরিয়ে এলো, ধাপ বেয়ে উঠে এলো এঞ্জিন রুমের হেডসে।

হেডসে ঢুকে একটা পোর্ট খুললো সে, বাইরে ছুঁড়ে দিলো ফিল্টারটা। হাত ধুয়ে এঞ্জিন রুমে ফিরে এলো আবার, সবগুলো টারবাইনের সামনে দিয়ে অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করলো কিছুক্ষণ, তারপর সময় হতে হাজির হলো কন্ট্রোল রুমে।

'সব ঠিকঠাক চলছে তো?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো সিপিও।

'ঠিক বলতে পারছি না, চীফ। ধোঁয়া গেলার জন্যে একবার হেডসে ঢুকেছিলাম।'

'ওরে শালা!' অপর পেটি অফিসার বললো। 'শেষবার আমরা যখন জিব্রালটারে নোঙর ফেলি, জাহাজ থেকে কিভাবে তুমি কেটে পড়েছিলে সেই গল্পই তো শোনাচ্ছিলাম এতোক্ষণ। মেয়েটা দারুণ ছিলো, কি বলো? মাথা ভর্তি কালো চুল, ব্ল্যাককুইন!'

'থামলি!' চোখ রাঙালো ক্লার্ক।

প্রসঙ্গটা মুখরোচক, কাজেই জমে উঠলো আড্ডা।

সবগুলো টারবাইন সুষ্ঠুভাবে চালু থাকলো, কিন্তু ডেভিড ক্লার্ক জানে কাল দুপুরের আগেই গোলমাল দেখা দেবে।

'জেন্টেলমেন, আমাকে সময় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করবো আমি; তবে আপনাদের সবার একান্তভাবে জানা প্রয়োজন ঠিক কি ধরনের ঝুঁকি নেয়া হয়েছে এখানে।' হাবভাব ও কথার সুরে নিজেকে জাহির করার স্বভাবটা চাপা থাকলো না স্যার ওয়াল্টারের। ডে-কেবিনে, নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি, তাঁকে ঘিরে আছে সিনিয়র অফিসাররা। লোকটার প্রতি রাগ নয়, করুণা হলো রানার। যার অহংগর্ব খুব বেশি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের দায়িত্ব তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। 'এবার, বেয়ারার্স' মিটিং। ইনভিনসিবলে যা ঘটছে তার সরল নাম।'

গলা পরিষ্কার করে বলে চললেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল, 'জাহাজে কারা এসেছেন আমরা সবাই তা জানি। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান তিনজন রাষ্ট্রপ্রধান। সত্যিকার অর্থেই বেয়ারার্স' মিটিঙে বসার জন্যে এসেছেন তাঁরা, এই অর্থে যে নিজেদেরকে তাঁরা সত্যিকার বেয়ারার বলেই মনে করেন। জনগণের, দুনিয়ার বোঝা বহন করছেন তাঁরা নিজেদের ঘাড়ে। দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা, এই তিনজন আসলেও দুনিয়াটাকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারেন।' রানা ভাবলো, ব্রিফিং না বলে এটাকে রাজনৈতিক প্রচারণা বলাই ভালো।

রিয়ার-অ্যাডমিরাল এখনো বলে চলেছেন, 'আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করতে হবে আপনাদেরকে। তাঁরা সবাই এখানে এসেছেন ক্লোজ প্রোটেকশন স্কোয়াড নিয়ে, কিন্তু উপদেষ্টাদের আনেননি–অশুভ ব্যাগম্যান-এর কথা বাদ দিচ্ছি, যে লোকটা প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে এসেছে। তার ব্রিফকেসে নিউক্লিয়ার অ্যালার্ট কোড রয়েছে।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে সবার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আশা করছেন গোপন তথ্যটা জানতে পেরে খুশিতে সবাই হাততালি দেবে। 'আপনাদের মধ্যে এরইমধ্যে অনেকে জানেন যে তাদের প্রত্যেকেরই হাইলি ক্লাসিফায়েড সাঙ্কেতিক নাম আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-ড্যান্সার। প্রাইম মিনিস্টার-লেডি অভ শ্যালট। সেক্রেটারি গর্বাচেভ-অক্টোবর। যে-কোনো আলোচনায় বা অনুমতিসাপেক্ষ রেডিও মেসেজ পাঠাবার সময়, যদি প্রয়োজন পড়ে, তাদের সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করবেন আপনারা। কিন্তু, আগেই যেমন বলেছি, ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপারটা হলো, তাঁরা কেউ সাথে করে কোনো উপদেষ্টা বা সহকারী আনেননি। তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো জানে, লেডি অভ শ্যালট ফ্লুতে ভুগছেন। অক্টোবর বিশ্রাম নিচ্ছেন তাঁর ডাচা-য়, পাঁচদিন তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। আর ড্যান্সার বেরিয়েছেন পাখি শিকার করতে, অনুরোধ করা হয়েছে তাঁর হান্টিং লজে কোনো সাংবাদিক বা আর কেউ যোগাযোগ করবেন না।'

আবার তিনি হাততালি বা হাসির অপেক্ষায় বিরতি নিলেন, কিন্তু উপস্থিত অফিসাররা এরইমধ্যে ক্লান্ত বোধ করছেন। 'এখানে, ইনভিনসিবলে আসার পিছনে একটাই কারণ রয়েছে ওঁদের। নিরাপদ পরিবেশে, নিভৃতে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কখনো তিনজন একসাথে বসবেন ওঁরা, কখনো শুধু দু'জন। যার যার দেশ, সামরিকবাহিনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সমস্যা, পারস্পরিক বিরোধ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। তবে, এ-সব প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো, বিশ্বশান্তি।'

বেয়ারার্স' মিটিং সম্পর্কে কোনো অফিশিয়াল বিবৃতি ইস্যু করা হবে না। যদি না তাঁরা উপলব্ধি করেন যে যুগান্তকারী কোনো সমঝোতায় পৌঁছুনো গেছে, এই বৈঠকের কথা কেউ জানবে না। দুনিয়ার অর্থনীতি, সন্ত্রাস, অস্ত্রহ্রাস ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নিয়ম প্রবর্তনের চেষ্টা করবেন তাঁরা।

'আমাদের দায়িত্ব হবে আগামী চারটে দিন ওঁরা যেন শান্তিতে কাজ করতে পারেন তা দেখা। সামনের লেকচার রুমে বৈঠক করবেন ওঁরা, ওখানেই খাওয়াদাওয়া সারবেন। রেন ডিটাচমেন্ট লক্ষ রাখবে, খাদ্য বস্তুগুলো যেন মুখরোচক হয়। রেন ডিটাচমেন্টের আরো কাজ আছে। নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে তাদের। মহামান্য অতিথিদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এবার, আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে।'

হ্যাঁ, কেউ প্রশ্ন করলে সরাসরি ওকে নরক দেখিয়ে দেবেন উনি, ভাবলো রানা। ডে-কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো ও, নিজের কেবিনে ঢুকে খবর পাঠালো ইন্টারোগেটর মার্ক হোমসকে, জিব্রালটার থেকে ডিক ময়নিহানের সাথে একই হেলিকপ্টারে এসেছে সে।

আগে কখনো মার্ক হোমসকে দেখেনি রানা, তবে শুনেছে ইনভেস্টিগেটর হিসেবে অত্যন্ত কড়া, এক ইঞ্চি ছাড় দিতে অভ্যস্ত নয়। খবর পেয়েও যথেষ্ট দেরি করে রানার কেবিনে এলো সে, অনুরোধ পাবার আগেই বসে পড়লো একটা চেয়ারে। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে পছন্দ হলো না রানার।

হোমস যদি ডেলা কার্টিসির কাছ থেকে কিছু আদায়ও করে থাকে, ওকে জানাবে না। পরিস্থিতিটা বরং উল্টো হয়ে দাঁড়ালো, কয়েক মিনিটের মধ্যে রানা উপলব্ধি করলো ওর সম্পর্কে জানার জন্যে লোকজনকে জেরা করেছে সে।

'সৌখিন পোশাক পরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক দু'জনকে আমি তেমন বিশ্বাস করতে পারছি না,' লে. অ্যাডামস ও লে. বুকার সম্পর্কে মন্তব্য করলো হোমস।

'সেকি!'

'এখানে যে কাজ, তার জন্যে বেমানান, অনুপযুক্ত বলে মনে হলো। ওদের মোটিভ সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে, মি···ইয়ে, ক্যাপটেন রানা।'

'ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ডেলার ব্যাপারটা কি?'

'রিপোর্ট করার কিছু থাকলে রিপোর্ট করবো।'

লাল দাড়ি, রানা আন্দাজ করলো, দুর্বল একটা চিবুককে আড়াল করে রেখেছে। লোকটা, এক অর্থে, ওর কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করছে নিজেকে। 'আপনার হাতে কিন্তু সময় খুব কম। এ-ব্যাপারে আপনি সচেতন?'

'কম কোন্ অর্থে?'

'জিব্রালটারে পৌঁছুবার পর বিষয়টা আর সার্ভিসের অধীনে থাকবে না। মেয়েটাকে সিভিল পুলিসের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'জিব্রালটারে পৌঁছুতে ক'দিন লাগছে আমাদের–দু'দিন?'

'আমরা চারদিন সময় নেবো। অপারেশনাল কারণ আছে, আপনার জানার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে,' হোমসের ঠোঁটের কোণ দাড়ি-গোঁফের আড়ালে বাঁকা হলো। 'আমার জন্যে যথেষ্ট সময়–একটা না একটা গল্প ঠিকই আমি মেয়েটার মুখ থেকে বের করে নেবো। চিন্তা করবেন না, রানা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সে।

'বসুন!' কড়া সুরে নির্দেশ দিলো রানা। 'এখনো আমি বলিনি আপনি যেতে পারেন।'

'কিন্তু আমি তো জানি না যে আপনিই আমার বস্ এই জাহাজে।'

'আপনার জানা উচিত, সিকিউরিটির সমস্ত দায়িত্ব আমার। আপনি আমার অধীনে কাজ করবেন।'

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল আছে, এমনকি ঘাপলাও থাকতে পারে। আপনি এমনকি ব্রিটিশ নিগ্রোও নন, সম্ভবত এশিয়ান বা অ্যারাবিয়ান, তাই না, মি. রানা? রয়্যাল নেভীতে ক্যাপটেন হন কিভাবে?' আবার তার মুখে ঠোঁট-বাঁকা হাসি দেখা দিলো।

'যাদেরকে আপনি বাপ বলে মনে করেন, সুযোগ পেলে তাদের কারো কাছ থেকে জেনে নেবেন কি করে রয়্যাল নেভীর ক্যাপটেন হলাম।'

'এই জাহাজে যা ঘটছে সে-কথা মনে রেখে বলতেই হয়, ভারি ইন্টারেস্টিং। লণ্ডনে ফেরার পর আপনার সাথে আমার আলোচনা হওয়া দরকার। আমি মাঝে মধ্যে অত্যন্ত সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠি, মি. রানা। আপনি জানেন না, ইন্টারোগেশন সেন্টারে ওরা আমাকে সাঙ্ঘাতিক বিশ্বাস করে। যদি চাই, সহজেই আপনার ফাইলের নাগাল পেতে পারি আমি। সেই ফাইলে কিছু না কিছু পাবোই, আমি জানি। লুকোবার মতো কিছু না কিছু সবারই থাকে। আপনার কি লুকোবার আছে সেটা আমরা জানবো, তারপর সেটার ওপর রঙ চড়াবো–ফলাফল? আপনাকে ওরা অন্ধকূপে ফেলে দেবে, মি. রানা, তারপর আপনার কথা বেমালুম ভুলে যাবে। আপনার চেয়ে শক্তলোককে মচকাতে সফল হয়েছি আমি, রানা। গুডনাইট।' কামরা থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মার্ক হোমস।

লোকটা পাগল নাকি?–ভাবলো রানা। তার সম্পর্কে লণ্ডন কি বলে জানা দরকার।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেজে হাঁটলো রানা, কথা বললো আমেরিকান, ব্রিটিশ আর রাশিয়ান সিকিউরিটি গার্ডদের সাথে। দেখেশুনে মনে হলো, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ওরা, কোথাও কোনো ঢিলেমি বা অবহেলার লক্ষণ নেই।

খানিক পরে, কমিউনিকেশন রুমে যাবে রানা, লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এলো, 'ক্যাপটেন রানা কি একটা মেসেজ পাবার জন্যে তাঁর কেবিনে ফিরে যাবেন, প্লিজ? ক্যাপটেন রানা কি…।'

কেবিনে ফিরে এসে রিটা কাসানোভাকে দেখলো রানা। তার মুখে হাসি নেই।

'তোমার জন্যে কি করতে পারি, রিটা?' জানতে চাইলো রানা।

'ওহ্ রানা, প্লিজ, আমাকে প্ররোচিত কোরো না! আমি খুব অস্থির হয়ে আছি। উদ্বিগ্ন।'

'আমি থাকতে তোমার কোনো চিন্তা নেই। বলে ফেলো।'

'নতুন আমেরিকান লোকটা সম্পর্কে, রানা। ময়নিহান না কি যেন নাম, হ্যাঁ, ডিক ময়নিহান।'

'ডেসপারেট ডিক।' হাসলো রানা। 'সে কি তোমার সাথে কোনো ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে? তার নাকি খ্যাতি আছে, মেয়েদের খুব পছন্দ করে।'

'না, রানা। না। হাসির ব্যাপার নয়। আমার সন্দেহ, লোকটা আমেরিকান নয়। মানে, আমি বলতে চাই, ওকে আমার আসল ডিক ময়নিহান বলে মনে হচ্ছে না।'

'হোয়াট!' চেয়ারে সিধে হয়ে বসলো রানা, উদ্বেগের শিরশিরে ভাব অনুভব করলো তলপেটে। 'কেন, রিটা, এ-কথা বলছো কেন?'

'কি করে যে বোঝাই তোমাকে!' জটিল ব্যাপার, রানা। শোনো, আমি একটা অপারেশনাল সিক্রেট তোমার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তিন বছর আগের কথা, একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম আমি, কেজিবি-র সাথে। গালফে কাজ করছে, এ-ধরনের কিছু টেরোরিস্টদের একটা তালিকা ছিলো আমাদের হাতে। অনেক নাম, সবার সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া যায়নি, কিছু লোককে শুধু সন্দেহ করা হচ্ছিলো টেরোরিস্ট বলে। নিজেকে ডিক ময়নিহান বলে দাবি করছে লোকটা। তালিকায় সে-ও ছিলো। সে-সময় তার কি নাম ছিলো আমি ভুলে গেছি। ফজল…না ফরজ…এ-ধরনের কিছু হবে, রানা। তোমার একবার দেখা দরকার।'

'আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে থাকো, রিটা। লণ্ডনে খোঁজ নেবো আমি। মনটাকে শান্ত করো। কিভাবে চেক করতে হবে আমি জানি।'

কমিউনিকেশন রুমে এলো রানা। প্রথমে মার্ক হোমস সম্পর্কে তথ্য চাইলো ও। তারপর লণ্ডনের মার্কিন দূতাবাসের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করছে যে লোকটা, তাকে একটা ফটো পাঠাবার অনুরোধ করলো। সাইফার ভাঙলে রানার পাঠানো মেসেজটার অর্থ দাঁড়ায়–'ডিক ময়নিহান, আপনাদের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার, তার একটা ফটো দরকার। শুধু আমি যেন পাই। অত্যন্ত জরুরী। মাছরাঙা।'

সারাটা দিন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কেটেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, আশা করলো ঘুমাতে যাবার আগেই উত্তরটা পেয়ে যাবে।

নিজের বাঙ্কে ফিরে এসেছে রানা, খানিক পরই নক হলো দরজায়। কবাট

খুলতেই ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো রিটা কাসানোভা। 'রানা, আমি দুঃখিত। কি যে একা লাগছে আমার! ভয় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়বে, যেন আজই ধ্বংস হয়ে যাবে দুনিয়াটা। তোমরা যাকে বলো কেয়ামত, ইয়েস? প্লিজ, রানা, প্লিজ–আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না। বলো, কথা দাও, ইয়েস?' তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরি একটা আলখেল্লা পরে আছে মেয়েটা, সেটা তার কাঁধ থেকে খসে পড়লো। রানা লক্ষ করলো, আলখেল্লার ভেতরে আর কিছু নেই। গলাটা শুকিয়ে গেল ওর, ঢোক গিলেও কোনো লাভ হলো না। আরেকবার বিশ্বাসঘাতিনী ক্লডিয়া মন্টেরার কথা মনে পড়ে গেল ওর, কল্পনার চোখে দেখতে পেলো বোমার বিস্ফোরণে আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ফিয়াট সহ মেয়েটা। হঠাৎ করে রানা উপলব্ধি করলো, বিশ্বাসঘাতিনী হলেও, মন্টেরা মেয়েটাকে ভুলতে আরো অনেক সময় লাগবে তার। অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়, তাতেই ওকে জাদু করে ফেলেছিল সে। তার অভাব এখনো চিনচিনে ব্যথার মতো বাজে বুকে।

বিবস্ত্র, পরমাসুন্দরী রিটা কাসানোভার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, সেই সাথে আরো একটা বাস্তব সত্য হঠাৎ করে উপলব্ধি করলো ও-সে-ও বড় একা। শুধু একা নয়, উদ্বিগ্ন একজন মানুষ, যার একটু অবলম্বন দরকার। দরজার দিকে এগোলো রানা, তালা দেবে, কিন্তু কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ভেবে ওকে আঁকড়ে ধরলো রিটা। 'না! তুমি কেন যাবে! আমাকে ভালো না লাগলে আমিই চলে যাচ্ছি! সত্যি দুঃখিত, রানা। এভাবে নিজেকে ছোটো করা উচিত হয়নি আমার। আমি বুঝিনি⋯।'

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিলো রানা, ভাব দেখালো সত্যি যেন কেবিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পিছনে ফুঁপিয়ে উঠলো রিটা। তালা বন্ধ করে ফিরে এলো রানা, দেখলো একটা চেয়ারে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। তার ফর্সা, নগ্ন পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলো রানা। চমকে উঠে মুখ তুললো রিটা, রানাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। তার ভিজে গালে চুমো খেলো রানা।

ভোরের দিকে বিদায় নিলো রিটা। চোখের নীরব ভাষায় জানিয়ে গেল, তৃপ্ত সে, কৃতজ্ঞ। মুখে শুধু বললো, 'তোমাকে ভুলে যাবো সে-উপায় রাখলে না!'

সারাটা সকাল অপেক্ষা করলো রানা, কিন্তু কোনো মেসেজ এলো না। তারপর, সাড়ে দশটার দিকে কমিউনিকেশন রুমে ডাক পড়লো ওর। ওখানে পৌঁছে দেখলো, ওর জন্যে দুটো মেসেজ অপেক্ষা করছে। প্রথমটা এসেছে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার থেকে। ডেলা কার্টিসির জেরা করার দায়িত্ব থেকে মার্ক হোমসকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে, ভদ্রলোককে ওর যদি পছন্দ না হয়। দ্বিতীয় মেসেজে বলা হয়েছে, ইউএস নেভী অফিসার ময়নিহানের ফটো দু'নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হলো।

রয়েছেও তাই, স্ট্যাম্প লাগানো ফটো, ডিক ময়নিহানের। খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হলো না, কারণ জাহাজে উপস্থিত তথাকথিত ডিক ময়নিহানের সাথে আসল ডিক ময়নিহানের কোনো মিলই বলতে গেলে নেই।

কেবিনে ফিরে এসে কোমরের বেল্টে হোলস্টার আটকালো রানা, ডান নিতম্বের পিছনে, হোলস্টারে ব্রাউনিং নাইনএমএম ভরলো, তারপর ডেকে পাঠালো অ্যালাম হোপ, সার্জেন্ট হবসন আর চারজন মেরিনকে। প্রথমে এলো হোপ, তাকে জানানো হলো যে অন্তত একজন ভুয়া লোক আছে জাহাজে, সম্ভবত টেরোরিস্ট, ডিক ময়নিহানের মিথ্যে পরিচয়ে। 'আপনার সাথে এ-বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম।' বিশালদেহী অ্যালান হোপকে হিংস্র লাগলো। 'লোকটা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মেলামেশা করে না, এড়িয়ে চলা ভাব। চলুন ব্যাটার ছাল তুলি।'

একসাথে বেরিয়ে পড়লো ওরা–সশস্ত্র চারজন মেরিন, সার্জেন্ট হবসন, রানা আর হোপ–হোপের ভাবসাব দেখে মনে হলো কাজটা তার একার ওপর ছেড়ে দিলে ভারি খুশি হয়।

পিটার উডকক ওদের জানালো, ভাগাভাগি করে যে কেবিনটায় থাকে তারা, ময়নিহানকে সেখানে পাওয়া যাবে। দরজার দু'পাশে অ্যাসল্ট পজিশন নিলো ওরা, নক করার জন্যে হাত তুললো রানা। যদি সম্ভব হয় লোকটাকে অক্ষত অবস্থায় ধরতে চায় ও।

কিন্তু দরজায় নক করার আগেই গোটা জাহাজ ওদের পায়ের নিচে কেঁপে উঠলো, যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তীব্র স্রোতের মধ্যে পড়েছে ওরা। ঝাঁকি খেয়ে সবাই ওরা এক পাশে ছিটকে পড়লো। বিস্ফোরণের আওয়াজটা তেমন জোরালো নয়, দূরে কোথাও হেভী ডিউটি গ্রেনেড ফাটার মতো।

পরমুহূর্তে ঢং ঢং করে বেজে উঠলো বিপদ সঙ্কেত।

## পাঁচ

আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা। এঞ্জিন রুম কন্ট্রোল মডিউল-এ বসে রয়েছে পেটি অফিসার ডেভিড ক্লার্ক, ডিউটিরত অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে। সহকর্মীরা কেউ লক্ষ করলো না টারবাইন কন্ট্রোলের বিশেষ একটা অংশের ওপর মাঝে মধ্যে চোখ বুলাচ্ছে ক্লার্ক। অয়েল টেমপারেচার বেড়ে গেলে ওখানে তা দেখা যাবে।

তাকে জানানো হয়েছে, এক নম্বর টারবাইনের টেমপারেচার দ্রুত বেড়ে উঠবে ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে।

ন'টা পাঁচে ইণ্ডিকেটরের কাঁটা সামান্য ওপরে উঠতে দেখলো সে। দশটার মধ্যে সত্যিই দ্রুত হলো কাঁটার গতি। দশটা পাঁচে চিৎকার দিতে সমর্থ হলো

ক্লার্ক, 'এক নম্বরের অয়েল টেমপারেচার লাল সিগন্যাল দিচ্ছে!' কন্ট্রোলের দিকে ছুটলো সে, এক এক করে প্রতিটি ডায়াল চেক করলো, ক্রুটিটা খুঁজে বের করার ভান করছে। সমস্যাটা চীফ পেটি অফিসারকে খুঁজে বের করার সুযোগ দিলো সে। সময় লাগলো এক মিনিটেরও কম।

'শালার ফিল্টারে দোষ! এক নম্বর টারবাইনের ফিল্টার ওয়ান বদলাও, ডেভিড।'

'ধরে নিন বদলানো হয়ে গেছে।' কন্ট্রোল রুমের পিছনে ছোট্ট স্টোর রুম, ভেতরে ঢুকে খাতায় সই করলো ক্লার্ক, স্পেয়ার মডিউল র‍্যাক থেকে সীল করা একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে এলো।

'সাহায্য দরকার হবে, ডেভিড?' জানতে চাইলো সহকর্মী পেটি অফিসার।

'নাহ্! দু'মিনিট সময় দাও আমাকে।' এঞ্জিন রুমে ঢুকলো ক্লার্ক, প্রথম টারবাইনের শেষ মাথায় চলে এলো। সাবধানের মার নেই ভেবে নতুন এবং কারিগরি ফলানো ফিল্টারটা আগেই পকেটে ভরে স্টোর রুমের শেলফে রেখে দিয়েছিল সে। লাইনের প্রথমে ছিলো ওটা, জানা কথা ইমার্জেন্সি দেখা দিলে ব্যবহার করার জন্যে ওটাই বরাদ্দ করা হবে তাকে। হয়েছেও ঠিক তাই।

ক্লার্ককে জানানো হয়েছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই ফিল্টারটা অত্যন্ত ঘন ধোঁয়া তৈরি করবে, সেই সাথে সামান্য হলেও ক্ষতি হবে টারবাইনের, ফলে অচল হয়ে পড়বে টারবাইন। তাকে আশ্বাস দিয়ে আরো বলা হয়েছে, সামান্য মেরামতের পর আবার চালু করা যাবে টারবাইন। মাঝখানের সময়টায় যে আতঙ্ক আর উদ্বেগের সৃষ্টি হবে সেটাই বিশ্বশান্তি পরিষদের কাম্য। কারিগরি ফলানো ফিল্টারের গায়ে পেন্সিলে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল ক্লার্ক, প্যাকেট খুলে দেখলো সেটাই সাথে করে এনেছে সে। কাজেই চিন্তা নেই কোনো। ফিল্টারটা বদলে সহকর্মীদের কাছে ফিরে যাবে সে, তারপর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকবে।

আগের রাতে যা করেছিল আজও ঠিক তাই করলো। ক্লার্ক-স্ক্রু খুলে প্যানেলটা তুললো, লম্বা চিমটা দিয়ে বের করলো ফিল্টারটা। নতুনটা বসালো খালি জায়গায়।

আরে, সত্যিই তো! হঠাৎ চারদিকে ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দেখে মজা লাগলো ডেভিড ক্লার্কের। কিন্তু পরমুহূর্তে যে বিস্ফোরণটা ঘটলো তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সে। কেউ যেন তুলে আছাড় মারলো তাকে ধাতব দেয়ালের গায়ে। বিস্ফোরণে তার হাত-পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরম নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে সে ভাবলো, 'ওরা বলেছিল শুধু ধোঁয়া দেখা যাবে! বলেছিল কোনো ঝুঁকি নেই!'

লাউডস্পীকার থেকে নির্দেশ ভেসে আসছে–শান্ত গলা, শুধু জরুরী প্রসঙ্গে–প্রতিটি ফায়ার প্রুফ দরজা বন্ধ করে দিতে হবে; ড্যামেজ কন্ট্রোল ইউনিটকে এই মুহূর্তে হাজির হতে হবে তাদের স্টেশনে; ফায়ারিং স্ক্রু সবাই চলে যাও এঞ্জিন রুমে। 'দিস ইজ নট আ ডিল!' বারবার জানিয়ে দেয়া হলো। 'দিস ইজ নট আ ডিল!'

প্যাসেজে ছিটকে পড়েছে ওরা, কমবেশি আহত হয়েছে সবাই, তবে সবার আগে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা। ভালো করে দাঁড়ায়নি এখনো, দড়াম করে খুলে গেল সামনের কেবিনের দরজা, দোরগোড়ায় দেখা গেল বিল পার্কারকে, চেহারায় হতভম্ব ভাব। 'ওহে, কি ঘটছে কি···আমি সবে মাত্র···।' পিছন থেকে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলো ডিক ময়নিহান।

'আমার ধারণা, ওরা আমার সাথে কথা বলতে এসেছিল, বিল,' বিল পার্কারের গায়ের সাথে সেঁটে এলো ডিক ময়নিহান। 'ওদেরকে বলো, তোমার পিঠে আমি একটা পিস্তল চেপে ধরেছি,' গলা চড়িয়ে, আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছে সে।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো বিল পার্কার। 'ঠিক আছে। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন রানা, শক্ত আর লম্বা কি যেন একটা আমার পিঠে চেপে ধরেছে ও। কোনো সন্দেহ নেই, আমাকে খুন করবে। আমি ধরে নিতে পারি, তাই না, যে ও আসলে···?'

'ডেসপারেট ডিক নই? না, নই।' সশব্দে হেসে উঠলো ফারাজ লেবানন। 'দুর্ভাগ্যজনকই বলবো, কারণ এখন আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় জাহাজটা থেকে নেমে যেতে হবে। আমার পরামর্শ, মি. মাসুদ রানা আমাকে পথ দেখাবেন, অবশ্য যদি না উনি চান বিল পার্কারের শিড়দাঁড়াটা চুরমার করে দিই আমি। এবার, সবাইকে বলছি, যে-যার অস্ত্র নামিয়ে রাখো পায়ের সামনে। তোমরা সংখ্যায় কতো বেশি, আর আমি একা, অস্ত্র যদি থাকে তো একা আমার হাতেই থাকা দরকার।

'ঠিক আছে।' রানার চেহারা যেন পাথরে খোদাই করা। 'ওর কথামতো কাজ করো। আমি চাই না পার্কারের কোনো ক্ষতি হোক।'

কার্পেট মোড়া ডেকে ব্রাউনিংটা রাখার জন্যে ঝুঁকেছে রানা, বাম চোখের কোণ দিয়ে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া লক্ষ করলো ও। ওদিকটায় রাশিয়ানরা থাকে। বাল্কহেডের গায়ের সাথে গা ঠেকিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

রানার চারদিকে বাকি সবাই নড়ে উঠলো, যে-যার অস্ত্র নামিয়ে রাখলো পায়ের সামনে।

'ঠিক আছে,' বললো ফারাজ লেবানন। 'এবার তোমরা দরজার কাছ থেকে পিছু হটো। আমেরিকানটাকে নিয়ে বাইরে আসছি আমি।'

রাশিয়ান সেকশনের দিকে তাকাতে সাহস পেলো না রানা। ওর জানা নেই ছদ্মবেশী লোকটা কোন্ দিকে যেতে চায়, কাজেই স্রেফ পিছু হটে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ও। 'আমি যা করছি তোমরাও তাই করো,' সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো ও। 'পিছু হটে দেয়ালে পিঠ ঠেকাও।' ওর নির্দেশ পালন করলো সবাই–সাতজন লোকের একটা লাইন তৈরি হলো দেয়ালের গায়ে, ওদের সামনে একগাদা অস্ত্র পড়ে রয়েছে। নিজেদের বোকা বোকা লাগছে ওদের, মনে মনে সুযোগের অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছে। ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরে রানা বললো, 'কেউ বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা করো না। আমার অনুমতি ছাড়া নড়বে না কেউ।' এরপর ফারাজ লেবাননের দিকে ফিরলো ও। 'কোথায় যেতে চাও তুমি?'

'জাহাজ থেকে নামতে চাই, তবে সাথে করে নিয়ে যাবো আমার এক বান্ধবীকে। আমার বিশ্বাস, ডেলা কার্টিসি নামে একজনকে বন্দী করে রেখেছো তোমরা।'

'হ্যাঁ।'

'তাকে সাথে করে নিয়ে যাবো আমি। এবং তুমি, রানা, আমাদেরকে পথ দেখাবে।'

'ঠিক আছে।' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ডেলা কার্টিসিকে নিতে হলে বাঁ দিকে যেতে হবে তোমাকে। তুমি চাও, আগে আগে যাই আমি?'

'আমি শুধু তোমাকে একা নয়, তোমাদের সব ক'জনকে সামনে দেখতে চাই! মুভ!'

'যা বলে শোনো।' ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই রানার। ওরা প্যাসেজ ধরে রওনা হওয়ামাত্র কেউ একজন তথাকথিত ময়নিহানের পিছনে থাকবে। তার সাহায্য পেলে ওরা কিছু একটা করার সুযোগ পেলেও পেতে পারে–যদিও সরু প্যাসেজে সেটাও হবে সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ।

'থামো!' খেঁকিয়ে উঠলো ফারাজ লেবানন। 'দেয়াল ঘেঁষে সরে যাও শুধু। বিলকে নিয়ে আমি বাইরে বেরুবার পর তোমাদের ঘুরতে বলবো। আমি চাই, সবাই তোমরা পাশাপাশি থাকবে, গায়ে গা ঠেকিয়ে, যাতে আমার সামনে প্যাসেজটা সম্পূর্ণ ব্লক করে রাখো তোমরা। মুভ!'

দেয়াল ঘেঁষে সরে গেল ওরা, কেবিনের সামনের জায়গাটুকু সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। রানার জন্যে সুবিধেই হলো, কারণ এবার কেবিনের দরজার দিকে তাকানোর অজুহাতে রাশিয়ান সেকশনের দিকে তাকাতে পারবে ও।

চোখ ঘুরিয়েছে কি ঘোরায়নি, বিল পার্কারের পিঠে পিস্তলের খোঁচা দিলো ময়নিহান, দু'জন একসাথে বেরিয়ে এলো প্যাসেজে। বেরিয়ে আসছে, বাম দিকে ঘুরছে, হঠাৎ চট করে নিজের ডান দিকে একবার তাকালো ময়নিহান–এবং রানার দেখা দৃশ্যটা দেখে ফেললো সে-ও।

রাশিয়ান আর আমেরিকান সেকশনের মাঝখানে, খোলা দরজার গোড়ায়, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা কাসানোভা, পিস্তল ধরা হাত দুটো যতোটা সম্ভব লম্বা করে দিয়েছে।

অশ্লীল একটা গাল দিলো ফারাজ লেবানন, বিল পার্কারকে ঘুরিয়ে নিলো, চেষ্টা করলো তার শরীরটা রিটা আর নিজের মাঝখানে রাখার। পার্কারের গলাটা কনুইয়ের ভাঁজে শক্তভাবে আটকে বাম দিকে হ্যাঁচকা টান দিলো সে। কিন্তু এতে যে শেষ রক্ষা হবে না, বুঝতে পেরেছে সে। মেয়েটাকে গুলি করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

গুলির শব্দ হলো। বন্ধ, সরু প্যাসেজে যেন কামান দাগল ওরা। দু'জনেই দু'টো করে গুলি করেছে, কেউ লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয়নি। গুঙিয়ে উঠলো ফারাজ লেবানন, তার বাম বাহু পার্কারের গলা থেকে খসে পড়লো। এক পা পিছিয়ে গেল সে, আবার তোলার চেষ্টা করলো পিস্তলটা, কিন্তু বাধ্য হলো ডান কাঁধটা খামচে ধরতে–জায়গাটা থেকে হঠাৎ উথলে উঠলো তাজা রক্ত। আবার গুঙিয়ে উঠলো সে, হাত থেকে ছেড়ে দিলো পিস্তলটা। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু জোড়া। ইতিমধ্যে লাফ দিয়ে সামনে এসে নিজের ব্রাউনিংটা তুলে নিয়েছে রানা, তার দেখাদেখি অ্যালান হোপও।

হোপ আরেক লাফে ফারাজ লেবাননের সামনে চলে এলো, তার দিকে পিস্তল তাক করে হিসহিস করে উঠলো, 'শালা ফ্রড একচুল নড়বে না!'

'কাকে বলছো, ওর কি জ্ঞান আছে!' বলে রিটা কাসানোভার দিকে ছুটলো রানা।

ফারাজ লেবাননের অচেতন দেহটা কাত হয়ে পড়ে গেল ডেকে।

দোরগোড়ায় স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা, পিস্তল ধরা হাত দুটো এখনো লম্বা করা, বাহু আড়ষ্ট, পা দুটো ফাঁক। কিন্তু তার পরনের সাদা রোল-নেট সোয়েটারটা লাল হয়ে গেছে। লাল দাগটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

তার কাছ থেকে এখন মাত্র দু'পা দূরে রানা, শুনতে পেলো গলা থেকে রোমহর্ষক কলকল শব্দ বেরিয়ে আসছে। পরমুহূর্তে ছলকে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত, হাঁ করা মুখ থেকে। যেন হাড় বলে কিছু নেই, শরীরটা ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে পড়ে গেল ডেকের ওপর। পরমাসুন্দরী মেয়েটার ওপর ঝুঁকলো রানা, ঘাড়ে হাত দিয়ে পালস দেখলো। আঙুলের ডগায় কিছুই অনুভব করলো না ও। 'মারা গেছে,' বিড়বিড় করে বললো, গলাটা নিস্তেজ।

মেয়েটার ওপর সাধারণ সন্দেহ ছিলো রানার, তবু তাকে ভালো লেগেছিল ওর। বেঁচে থাকলে তাকে জানার সুযোগ পেতো রানা। আশপাশে তরুণ, সুদর্শন মানুষ একজন দু'জন করে মারা যাচ্ছে, এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে। রিটার মৃত্যুটা আরো বেশি করে বাজলো বুকে, কারণ ওদেরকে বাঁচাবার জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছিল মেয়েটা।

'বেজন্মাটা এখনো বেঁচে আছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর ওকে আমি কথা বলাবো!' দুপদাপ পায়ের শব্দ তুলে কাছের বাল্কহেড টেলিফোনের দিকে এগোলো অ্যালান হোপ, সিক বে-তে খবর দেয়ার জন্যে। কয়েক পা এগিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে, বললো, একজন মেরিন গার্ড দরকার হবে ওদের।

রিটা কাসানোভার সামনে সিধে হলো রানা। 'এদিকটা তুমি সামলাও, হোপ। কি ঘটেছে দেখতে হবে আমাকে।' বিপদ আর মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও কেউ ওরা ভোলেনি যে জাহাজে গুরুতর কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। লাউডস্পীকারটা জ্যান্ত হয়ে রয়েছে, স্যার ওয়াল্টার নিজে নির্দেশ জারি করছেন। প্যাসেজ ধরে দ্রুত এগোলো রানা, বাঁক ঘুরে কমপ্যানিয়নওয়ে বেয়ে উঠলো। আর যে-ঘটনাই ঘটে থাকুক, রিটার মৃত্যু এবং একজন টেরোরিস্টের উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে ওকে।

বিনকিউলার তুলে সাগরে চোখ বুলালো কেনেথ কালভিন। কোথাও অস্বাভাবিক

কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। ধরে নেয়া যায় এতোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে অপারেশন। এরপর ইনভিনসিবলের ক্যাপটেন কি ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন সেটাই দেখার বিষয়। চিন্তার কিছু নেই, শিগ্‌গিরই জানার সুযোগ হবে তার।

বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে ফ্রেইটার মিরানডা সালামানকা-র দিকে তাকালো সে। এই মুহূর্তে ওটা জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করছে। ওটার মেইন ডেকে এখনো রয়েছে সেই বিরাট কন্টেইনারটা, চুরি করা সী হ্যারিয়ারটাকে চোখের আড়াল করে রেখেছে। কেনেথ কালভিন জানে, শুধু প্লেন নয়, ওটার পাইলট রিকি ভালদাজও জাহাজে রয়েছে।

প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ফ্রেইটার মিরানডা সালামানকা। জাহাজটা ওপোর্টোয় অল্প সময়ের জন্যে আসার পর থেকে সাইফারের সাহায্যে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছিল কালভিন। ওপোর্টো থেকে তাঞ্জিয়ারে চলে যায় ফ্রেইটার, ঘুষ আর মেধার সহায়তায় আরো কিছু কার্গো লোড করার ব্যবস্থা করা হয়। কার্গো বলতে চারটে এআইএম-নাইনজে এয়ার-টু-এয়ার সাইডউইণ্ডার মিসাইল আর থারটি এমএম অ্যামুনিশনের বিরাট একটা চালান। হ্যারিয়ারের ফিউজিলাজে, পোর্ট ও স্টারবোর্ড সাইডে, দুটো কামান রয়েছে, অ্যামুনিশনগুলো ওই কামানের খোরাক। তাঞ্জিয়ার থেকে যথেষ্ট ফুয়েলও নেয়া হয়েছে।

আজ রাতের মধ্যেই, ভাবলো কালভিন, জায়গামতো পজিশন নেবে মিরানডা সালামানকা। প্রয়োজন হলে চুরি করা সী হ্যারিয়ার আকাশে উঠবে–জাহাজ থেকে খাড়াভাবে, ভার্টিক্যাল টেক-অফ পদ্ধতির সাহায্যে–নির্দেশ পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।

সাগরের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে গ্লাস জোড়া কেসে ভরে রাখলো কেনেথ কালভিন, ঘুরলো, অলস পায়ে ফিরে যাচ্ছে হিলটন হোটেলে। ইতিমধ্যে নিজেই একবার ঘুরে এসেছে এয়ারপোর্ট থেকে, নিশ্চিতভাবে জানার দরকার ছিলো তার ব্যক্তিগত হেলিকপ্টারটা নিরাপদে পৌঁচেছে কিনা । পাইলটকে নির্দেশ দেয়া আছে, 'কপ্টারের সাথেই সারাক্ষণ থাকতে হবে তাকে। কেনেথ কালভিন জানে, তার প্ল্যানের সর্বশেষ পর্যায়ে হেলিকপ্টারটা ভূমিকা রাখবে–কারণ তার প্ল্যানে আছে সাগর থেকেই মুক্তিপণের টাকাটা সংগ্রহ করা হবে। অবশ্যই পাইলট জানে না যে এই অ্যাসাইনমেন্টে তার কোনো ফায়দা নেই। কেনেথ কালভিনের ব্রেনচাইল্ড বাস্ট-এর সাথে জড়িত কারুরই কোনো ফায়দা নেই, কোনো পুরস্কার ছাড়াই কঠিন আর ঝুঁকিবহুল কাজটা করছে তারা। চব্বিশ ঘণ্টা পর, খুব বেশি হলে আটচল্লিশ, মিটি মিটি হাসির সাথে ভাবলো সে, তার হাতে আসবে সাত রাজার ধন। সেই সাথে দুনিয়ার বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে। আনন্দের আতিশয্যে সশব্দে হেসে ফেললো, একদল ফ্যানাটিকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যারা শুধু মেধা আর টাকা দিয়ে নয়, অস্ত্র আর বোমা দিয়ে সাহায্য করেছে তাকে, নিজেদের জীবনকে করে তুলেছে আরো বিপদসঙ্কুল। দুনিয়ার এই তো ধারা, বোকারা ঠকবে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করবে বুদ্ধিমানেরা। সে, কেনেথ কালভিন, নিজের মেধার অপচয় ঘটতে দিতে রাজি নয়। ভারি সুন্দর একটা পরিকল্পনা আছে তার, নিজের আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে কাজে লাগাবে। এখুনি নয়, হয়তো এক দেড় বছর পর, আবার উদয় হবে সে, নতুন একটা মুখ আর পরিচয় নিয়ে। অভিজাত এলাকার বড় বড় বাড়ির মালিক হবে সে, কয়েকটা এস্টেট থাকবে, থাকবে হান্টিং লজ, গাড়ি, ইয়ট, প্রাইভেট জেট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তখন, সে সম্পদশালী একজন মানুষ, এমনকি দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যে কিছু করলেও করতে পারে। লোকজনকে পুরস্কার দেবে সে, এখানে-সেখানে লাইব্রেরী গড়ে তুলবে, হয়তো স্কলারশিপও দেবে। হ্যাঁ, এটা সত্যি একটা নতুন আইডিয়া বটে। বিরাট একটা অপরাধ থেকে ভালো কিছু বেরিয়ে আসা উচিত। নিজের সমস্ত চাহিদা মিটে গেলে একজন মানুষ কেনই বা দুনিয়ার মঙ্গলের কথা চিন্তা করবে না?

রোদ ঝলমলে দিন, মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠলো কেনেথ কালভিনের।

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, স্যার ওয়াল্টার, কি ঘটেছে না ঘটেছে আমি গ্রাহ্য করি না। আমরা একটা অভূতপূর্ব বৈঠক বসবো বলে এখানে এসেছি, আলোচনা শেষ করার জন্যে নির্ঝঞ্ঝাট চারটে দিন দরকার আমাদের। আবারও কি পরিষ্কার করে কথাটা বলতে হবে আমাকে? নির্ঝঞ্ঝাট···চারটে···দিন। সেই আয়োজনই করা হয়েছে, আমরা সবাই সেটাই প্রত্যাশা করছি।' প্রেসিডেন্ট বুশ আর সেক্রেটারী গর্বাচেভের দিকে তাকালেন প্রাইম মিনিস্টার। একজন ইন্টারপ্রেটর সেক্রেটারী গর্বাচেভের কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করলো। গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, ঝাঁকাবার সময় তাঁর কপালের জন্মদাগটা সবার চোখে পড়লো। 'ডা··· ডা··· ডা।'

'প্রাইম মিনিস্টার,' শান্তভাবে বললেন জর্জ বুশ। 'সমস্যাটা আমি বুঝি, বুঝি আপনি উদ্বেগ বোধ করছেন কারণ আমরা আপনার অতিথি। আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। জাহাজেই থাকবো আমরা। এরইমধ্যে প্রায় একঘণ্টার মতো অপচয় ঘটে গেছে। তবে আসলে ঠিক কি ঘটেছে তা-ও আমি শুনতে চাই।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস সশব্দে ফেলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার, পাশে দাঁড়ানো রানার গায়ে মৃদু খোঁচা মারলেন, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। 'আমার ধারণা, ক্যাপটেন রানা আপনাদেরকে বিস্তারিত বলতে পারবেন। আপনারা জানেন, সিকিউরিটির পুরো দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই রয়েছে, কাজেই দায়-দায়িত্ব সব তাঁকেই বহন করতে হবে।'

নিচু গলায়, ধীরে ধীরে, ইন্টারপ্রেটর যাতে অনুবাদ করার সুযোগ পায়, রানা বললো, 'আজ সকালে মেইন টারবাইনের একটায় সিরিয়াস গোলযোগ দেখা দেয়। মারা গেছে এক লোক, একজন পেটি অফিসার। আর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। টারবাইনটা পরীক্ষা করা হয়েছে, কোনো স্যাবোটাজ-এর লক্ষণ ধরা পড়েনি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, টারবাইনটা আবার চালু না হলে আমরা জিব্রালটারে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো না। যে টারবাইনটা বিস্ফোরিত হয়েছে সেটার সাথে একই সময় বাকি টারবাইনগুলো তৈরি হওয়ায়, ওগুলোও ওভারহল করা

দরকার। তাতে কয়েকটা দিন সময় লাগবে।' সমস্যাটা বোঝার সুযোগ দিয়ে বিরতি নিলো রানা, একা শুধু মিসেস থেচার সামান্য বিরক্ত হলেন বলে মনে হলো ওর, ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন বলতে চাইছেন, 'আরে বাপু, তাড়াতাড়ি শেষ করো!'

'একটা ইউএস ন্যাভাল বেস-এর কথা বলছি আপনাদের, কাডিজ এর কাছাকাছি, এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। তবে কিছু সমস্যা আছে··· ।'

'আপনি রোটা সম্পর্কে বলছেন?' জানতে চাইলেন প্রাইম মিনিস্টার।

'হ্যাঁ, মিসেস থেচার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রোটা ইউএস জাহাজের জন্যে একটা ঘাঁটি ছিলো, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ফ্লিট-এর জন্যে। তবে স্পেন সরকারের অনুরোধে আয়োজনটা বাতিল করা হয়। এখন ওখানে শুধু স্প্যানিশ জাহাজগুলো ভেড়ে। তবে ইউএস নেভীকে সহায়তা করার জন্য মার্কিন সরকার ওখানকার এয়ারপোর্টটা ব্যবহার করছে–বাড়িমুখো ইউএস অফিসারদের স্টেজিং পোস্ট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। শুনেছি, অন্যান্য কাজেও লাগে।'

'আপনার প্রস্তাবটা কি, ক্যাপটেন রানা?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট বুশ, সামান্য তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

'রোটায় নোঙর ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে ইনভিনসিবলকে। জাহাজটার এই নতুন গন্তব্য এখন অ্যাটাক এইটিনাইনের অংশ বলা যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নতুন একটা টারবাইন আনা হবে প্লেনে করে, রোলস-রয়েস কোম্পানীর কয়েকজন এঞ্জিনিয়ারও আসবে ওটার সাথে। সমস্যাটা হলো, সিভিলিয়ান কিছু লোককে জাহাজে ওঠার অনুমতি দিতে হবে আমাদের··· ।'

'চারদিন পর হলে হয় না, ক্যাপটেন রানা? আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেবো, সময়টা দ্রুত কুঁচকে ছোটো হয়ে যাচ্ছে।' মার্গারেট থেচার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন।

'সমস্যা আরো একটা আছে,' বলে গেল রানা। 'হ্যাঁ, এঞ্জিনিয়ারদের সামলে রাখা সম্ভব, কিন্তু আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি আমি। গ্যাস-টারবাইনের বিস্ফোরণ স্যাবোটাজ বলে প্রমাণ করতে পারিনি আমরা, তা সত্যি, কিন্তু অ্যাটাক এইটিনাইন শুরু হবার পর ইনভিনসিবলে আরো দুটো ঘটনা ঘটেছে। দুটোই, আমাদের ধারণা, প্রায় অচেনা টেরোরিস্ট গ্রুপ বাস্ট-এর কাজ বলে সন্দেহ করা যায়। একটা ঘটনা ঘটেছে আপনারা জাহাজে আসার আগে–একজন মারা গেছে তাতে, সেই সাথে আমরা জানতে পারি যে রেন ডিটাচমেন্টের একটা মেয়ে আসলে রেন ডিটাচমেন্টের নয়। সে সম্ভবত পেনিট্রেশন এজেন্ট, বাস্ট-এর সদস্য হতে পারে। আজ সকালে ঘটেছে দ্বিতীয় ঘটনাটা। আপনার একজন দেহরক্ষী মারা গেছে, চেয়ারম্যান গর্বাচেভ–আমরা যখন বাস্টের আরেকজন পেনিট্রেশন এজেন্টকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছিলাম।'

ইন্টারপ্রেটরের সাথে কথা বললেন সেক্রেটারী গর্বাচেভ। ইন্টারপ্রেটর জানালো, 'মি. গর্বাচেভ আগেই জেনেছেন যে তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন রিটা কাসানোভা। সোভিয়েত রাশিয়ায় সাহসী সৈনিকদের জন্যে সেরা যে মরণোত্তর পুরস্কার ও পদকটি রয়েছে, সেটাই দেয়া হবে তাকে।'

বক্তব্যটা শোনার পর আবার বলে গেল রানা, 'বাস্ট আমার পিছনেও লেগেছে! ক্রিসমাসের সময় আমার ওপর হামলা চালানো হয়, বোমা ফাটিয়ে চুরমার করা হয় আমার গাড়ি। ওটা যে বাস্ট-এর একটা অপারেশন ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কাজেই ধরে নেয়া চলে যে বেয়ারার্স' মিটিং সম্পর্কে সব কথা জানে তারা।

'আমাদের সামনে একমাত্র বিকল্প হলো আজ রাতে রোটায় পৌঁছানো, আপনাদের সবাইকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া, রাতের অন্ধকারে। রোটার ইউএস ন্যাভাল বেস লোকজনকে সরিয়ে দিতে রাজি হয়েছে, তবে এখনো তারা জানে না আপনারা আসলে কে।'

'তারমানে বেশ সময় লাগবে, ক্যাপটেন রানা,' মিসেস থেচার একগুঁয়ে সুরে বললেন। 'আমার পরামর্শ হলো, রোটায় যাবার আয়োজন আপনি করতে থাকুন, সেই সাথে আয়োজন করুন চরম গোপনীয়তার মধ্যে আমরা যেন যার যার দেশে ফিরে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ, প্রাইম মিনিস্টার। আমারও মতে সেটাই হবে সব দিক থেকে ভালো··· ।'

কিন্তু মার্গারেট থেচার তাঁর কথা শেষ করেননি। 'আপনাদের আয়োজন শেষ হতে চারদিনের বেশি লাগবে, আমি জানি। আজ সকালে আলোচনা শুরু করেছি আমরা। আমরা বিদায় হবো, রোটা থেকে চুপিচুপি, চারদিন পর। আমরা সবাই যে আপনার হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবো তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ধন্যবাদ, স্যার ওয়াল্টার, ধন্যবাদ ক্যাপটেন রানা। এবার নিজেদের কাজে মন দেবো আমরা।'

'এ যেন ভূতের সাথে তর্ক করা,' ডে-কেবিন থেকে অতিথিরা বেরিয়ে যাবার পর বললেন স্যার ওয়াল্টার। 'বেশ, তবে তাই হোক। রোটার পথে রওনা হই। টাস্ক ফোর্সের বাকি অংশকে হারবারের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। আমার কি, সিকিউরিটির দায়িত্ব তো আর আমার নয়! আপনার ব্যাপার, আপনি সামলান।'

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'গুলি খাওয়া লোকটার খবর কি?'

'সুস্থ হয়ে উঠবে, তবে এখুনি তাকে জেরা করার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আমার সাথে ব্রিজে আসুন,' বলে ডে-কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়লেন স্যার ওয়াল্টার। 'কখন জেরা করা যাবে?'

'কাল। সশস্ত্র একজন লোক তাকে পাহারা দিচ্ছে।'

'জিব্রালটার থেকে যে ভদ্রলোক এলেন, ইন্টারোগেটর–আপনি কি তাঁর হাতে ছেড়ে দেবেন লোকটাকে?'

'তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না, বড় বেশি সন্দেহ প্রবণ।'

'আপনার ব্যাপার, যা ভালো বোঝেন করুন।' ব্রিজে উঠে এলেন স্যার

ওয়াল্টার। 'ওহ্, কী সর্বনাশ!' ক্ষোভে বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'সবচেয়ে বড় শত্রু দেখি পৌঁছে গেছে!' ব্রিজের বাইরে গোটা আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে গোমড়ামুখো কালো মেঘে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

আবহাওয়ার অবস্থা দেখে রানাও মনে মনে শঙ্কিত হলো।

'আজ রাতের আগে রোটায় পৌঁছুতে পারবো না, ভোরও হয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার কাজ করে যান, ক্যাপটেন রানা। আপনার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার বিরোধ থাকলেও, আমি আপনার সাফল্য কামনা করি, কারণ আপনি ব্যর্থ হলে বিশ্বের গোটা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাদের তিনটে মাথাকে হারাবে। এদিকে, আমার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। টাস্ক ফোর্সকে কাছে সরিয়ে আনতে হবে। রোটায় পৌঁছুতে হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। পরে আবার কথা হবে, কেমন?'

'ঠিক আছে,' বলে নিচে নেমে এলো রানা, সিক বে-তে পৌঁছে খুঁজে বের করলো সার্জেন কমাণ্ডার হুবার্টকে।

'সে খুব দুর্বল, এখনো জ্ঞান ফেরেনি,' হুবার্ট জানালেন। মিসেস টি-কে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে একজন ফ্ল্যাগ লেফটেন্যান্ট এসেছিল, লণ্ডনে পাঠাবার জন্যে কিছু ফটো তুলে নিয়ে গেছে। মেরিনরা তার ওপর নজর রাখছে। আপনার চিন্তার কিছু নেই, ক্যাপটেন রানা–লোকটা জাদু না জানলে এখান থেকে পালাতে পারবে না। প্রচুর রক্ত গেছে।

এরপর নিজের কেবিনে মার্ক হোমসকে ডেকে পাঠালো রানা। এবারও অনেক দেরি করে পৌঁছুলো সে। চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে, দরজায় নক না করে।

'সিট ডাউন।' রানা জানে, ওর আচরণটা হেডমাস্টারসুলভ হয়ে যাচ্ছে, অবাধ্য কোনো ছাত্রকে যেন ডেকে পাঠিয়েছে নিজের অফিসে।

'আবার কি?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো মার্ক হোমস।

রানা কোনো ভূমিকা করলো না। 'আপনাকে তীরে নামিয়ে দেয়ার অর্থাৎ লণ্ডনে ফেরত পাঠানোর অনুমতি পেয়েছি আমি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। তবে হাতে আরেকটা কাজ এসেছে, আপনার বেয়াড়া স্বভাবের সাথে মানানসই হতে পারে।' আহত বন্দী সম্পর্কে ইন্টারোগেটরকে বললো রানা। 'কাল সকালে সার্জেন কমাণ্ডারের সাথে কথা বলবেন আপনি, তাঁর পরামর্শ শুনবেন, শুধু তাঁর পরামর্শ শুনে ঠিক করবেন কখন কাজটা শুরু করা যায়। আমি রেজাল্ট চাই। রেজাল্ট দিতে না পারলে আপনার টিকিটিও যেন আমাকে দেখতে না হয়।'

লাঞ্চের সময়, ওয়ার্ড-রুমে, রানাকে দেখে এগিয়ে এলো রুবি বেকার, গুরুনিতম্বে দর্শনীয় ঢেউ তুলে। প্রথমেই রুশ অ্যাটাশে রিটার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো সে। তারপর বললো, 'তাকে তোমার খানিকটা ভালো লাগতে শুরু করেছিল, তাই না?'

'শুধু প্রফেশনাল অর্থে, রুবি। নিজের পেশায় অত্যন্ত দক্ষ, আন্তরিক, নিষ্ঠাবতী–শোনোনি, আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিলো সে, এবং মারা গেল?'

'কেন, নিজের পেশায় আমাকেও তোমার অত্যন্ত দক্ষ বলে মনে হয় না?'

'তুমিও চমৎকার, রুবি। তবে আরো ক'টা দিন এ-প্রসঙ্গ চাপা থাক।'

ঠিক মাঝরাতে রোটায় পৌঁছুলো জাহাজ। রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার জন ওয়াল্টার একটা বোট নিয়ে চলে গেলেন, ইউএস বেসে রাত তিনটে পর্যন্ত থাকলেন তিনি, বেসে রোলস-রয়েস কোম্পানীর টেকনিশিয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তাঁকে।

জাহাজে রুটিন ধরে সব কাজ চলছে। রাষ্ট্র প্রধান আর তাঁদের দেহরক্ষীদের নিষিদ্ধ এলাকায় টহল দিয়ে ফিরে এলো রানা, দেখলো এইমাত্র ইউএস বেস থেকে ফিরে এসেছেন স্যার ওয়াল্টার।

বিছানার পাশে কমিউনিকেশন টেলিফোন, ঝন ঝন শব্দে সকাল ছ'টায় ঘুম ভাঙিয়ে দিলো রানার। 'ক্যাপটেনস কমপ্লিমেন্ট, স্যার। আপনি কি একবার তাঁর নাইট কেবিনে আসতে পারবেন?' ফোন করেছে অফিসার অভ দা ওয়াচ।

ব্যস্ততার সাথে দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরলো রানা, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ক্যাপটেনের নাইট কেবিনে।

বাঙ্কে শুয়ে আছেন স্যার ওয়াল্টার, ক্লান্ত দেখালো তাঁকে, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে রেখেছেন। তাঁর এক হাতে কফির কাপ। বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে একটা সিগন্যাল। 'ওরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না,' বললেন তিনি। 'এটা, আমার ধারণা, আপনার, মি. রানা।' ইঙ্গিতে সিগন্যালটা দেখালেন তিনি। 'টেবিলের ওপর থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে নিজের কাপে আরো খানিকটা কফি ঢাললেন, কিন্তু রানাকে সাধলেন না।

কাগজটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে দ্রুত পড়লো রানা।

> 'ফ্রম ওসি ইউএসএনবি রোটা স্পেন টু ক্যাপটেন এইচএমএস ইনভিনসিবল স্টপ ইফ ইউ হ্যাভ আ ক্যাপটেন মাসুদ রানা অন বোর্ড হি ইজ রিকোয়েস্টেড টু কাম অ্যাশোর ইমিডিয়েটলি টু টেক আর্জেন্ট ইনস্ট্রাকাশন ফ্রম হিজ সুপিরিয়রস স্টপ প্লিজ অ্যাডভাইজ সো হি ক্যান বি মেট স্টপ ক্যাপটেন রানা ইজ অ্যাডভাইজড সংবার্ড স্টপ।

'মেসেজটা নিশ্চয়ই সাইফারে ছিলো, ক্যাপটেন?' জানতে চাইলো রানা। সংবার্ড শব্দটা থাকায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে মেসেজটা জাল নয়।

'আপনাদের কাজই তো সাইফার নিয়ে। সিকিউরিটির সমস্ত নিয়ম মেনে আমার একজন রাইটার ওটার সাইফার ভেঙেছে।'

'আমাকে তাহলে যেতে হয়, ক্যাপটেন।'

'জানি। একটা বোট তৈরি রাখতে বলেছি। মাত্র একজন রেটিং নিয়ে যাবে আপনাকে। এই মুহূর্তে তার বেশি লোককে আমি জাহাজ থেকে নামতে দিতে পারি না। সে কি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে ওখানে?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। 'না, তার দরকার নেই। তবে, সাবধানের মার নেই, ফেরার জন্যে তৈরি হবার পর আপনাকে আমি সিগন্যাল পাঠাবো। সিগন্যালে সংবার্ড শব্দটা থাকবে। এদিকের সব খবর যদি ভালো হয়, আপনি কি আপনার সিগন্যালের শেষে সানফ্লাওয়ার শব্দটা ব্যবহার করবেন?'

'ওহ্, লর্ড, তার কি কোনো দরকার আছে?'

'আমার সিগন্যাল আপনাকে আশ্বাস দেবে আমি সুস্থ শরীরে ভালো আছি। উত্তরে নিজের অবস্থাও আমাকে আপনার জানানো উচিত।'

রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে স্যার ওয়াল্টার বোঝার চেষ্টা করলেন তাঁকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে কিনা। তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে। তাহলে বেরিয়ে পড়ুন। পোর্ট সাইডে, ফরওয়ার্ড গ্যাঙওয়েতে অপেক্ষা করছে আপনার বোট।'

ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। রানাও বেরোলো, স্যার ওয়াল্টারও টেবিল থেকে প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে থেমে গেছে। ঝড় ওঠেনি। তবু একটা গ্রেটকোট পরেছে রানা, সকাল সাতটার বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। একজন লিডিং সীম্যান বোট চালালো, তাকেও পুরোপুরি সজাগ বলে মনে হলো না। জেটিতে নিরাপদে পৌঁছুতে পেরে স্বস্তিবোধ করলো রানা। কাছেই একটা সিভিলিয়ান গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। পাথুরে ধাপ বেয়ে উঠছে রানা, ইউএস নেভীর একজন কমাণ্ডার গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে নামলো।

'ক্যাপটেন রানা?' স্যাল্যুট করলো সে।

'হ্যাঁ।'

'আমাকে আর কিছু বলার আছে আপনার, স্যার?'

'মাছরাঙা,' বললো রানা।

'ফাইন, স্যার। আমার নাম বার্টার, সংবার্ড-এর পক্ষে কাজ করছি। আপনি যদি গাড়িতে ওঠেন, প্লিজ, বেসে আপনার জন্যে একজন অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

সকালের কুয়াশায় চারদিক প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, তার ওপর আবার বৃষ্টি শুরু হলো।

এক সময় আমেরিকান কমাণ্ডার একটা গেটের সামনে গাড়ি থামালো, কয়েকজন সশস্ত্র লোক পাহারা দিচ্ছে গেটটা। এক নিগ্রো এগিয়ে এসে কমাণ্ডারের দেয়া ল্যামিনেটেড কার্ডটা পরীক্ষা করলো, রানার দিকে মুখ তুলে পরিচয় জানতে চাইলো। ব্যস্ততার সাথে আরেকটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরলো কমাণ্ডার, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো রানা, কাগজটায় ওর ফটো লাগানো রয়েছে।

'ঠিক আছে,' এই প্রথম স্যাল্যুট করলো গার্ড। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

সামরিক ঘাঁটি যেমন হয়, এটাও সেরকম দেখতে। তবে কিছু বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়লো। দূরে দেখা গেল দুটো কমিউনিকেশন টাওয়ার, মাথার দিকগুলো চাকতি আকৃতির, সাদা গলফ বলের মতো। দুটো কমিউনিকেশন টাওয়ারের মাঝখানে সম্ভাব্য সব ধরনের এরিয়াল, তিনটে ঘুরন্ত ডিশ ইত্যাদি রয়েছে।

নিচু একটা অফিস বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি থেকে নামলো ওরা। দরজায় সশস্ত্র পাহারাদার, ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'পৌঁছে গেছি, স্যার। এটাকে টার্মিন্যাস বলা হয়। আমার পিছু পিছু আসুন, স্যার।'

একটু সন্দেহ জাগলো রানার মনে। লোকটা কি মাত্রা ছাড়িয়ে বিনয় প্রকাশ করছে?

মেরিনকে আইডি দেখিয়ে রিসেপশনে ঢুকলো ওরা, রানাকে নিয়ে একটা পাসেজে চলে এলো কমাণ্ডার। 'এখানে, স্যার, ঢুকে পড়ুন ভেতরে।' একটা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো সে।

ঘরে ঢুকতে ইতস্তত বোধ করছে রানা।

'আপনার কিছু লাগবে, স্যার?'

'এখনো আমার নাস্তা খাওয়া হয়নি, ভেতরটা একেবারে খালি লাগছে।'

'ডিম, রুটি, মাখন, জেলি।'

'মন্দ কি!' মুচকি হাসলো রানা।

'কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে, ক্যাপটেন রানা, স্যার।'

এখন আর কোনো সন্দেহ নেই রানার, লোকটা আসলেও অতিরিক্ত বিনয় দেখাচ্ছে।

কারণটা কি?

মাথা ঝাঁকালো রানা, প্যাসেজ ধরে হন হন করে চলে গেল কমাণ্ডার। ইতস্ত ত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে সাবধানে ঘরের ভেতর ঢুকলো ও।

'হ্যালো, মাই ডার্লিং, ভেবেছিলাম আর বোধহয় কোনোদিন দেখা হবে না,' আনন্দমুখর কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া মন্টেরা। একটা চেয়ারে বসে আছে সে, তার সামনে টেবিলের ওপর বড় একটা মগে ধূমায়িত কফি।

## ছয়

মুহূর্তের জন্যে ভাষা হারিয়ে ফেললো রানা। 'কিন্তু...,' বেসুরো, কর্কশ শোনালো ওর গলা, '...তুমি...মন্টেরা।' নামটা উচ্চারণ করার সময় উপলব্ধি করলো, বড়দিনের সেই ভয়ঙ্কর বিকেল থেকে মেয়েটার জন্যে শোক পালন করছে ও, যেদিন ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে ওর চোখের সামনে বোমার বিস্ফোরণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মন্টেরা।

সচেতন ভাবে নয়, ওর একটা হাত নিজে থেকেই মন্টেরাকে ছুঁতে গেল। না, স্বপ্ন নয়, বাস্তব—রক্ত-মাংসের একটা শরীর। ক্লডিয়া মন্টেরা বেঁচে আছে। মুহূর্তের

জন্যে ওর মনে হলো মন্টেরা 'বিড়াল' হোক বা বাস্ট, তাতে কিছু আসে যায় না ওর, গ্রাহ্য করবার দরকার নেই।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মন্টেরার মুখ, হাসিটা আলো জ্বেলে দিয়েছে তার দু'চোখে। রানা উপলব্ধি করলো, মেয়েটার হাসি ওর গোটা জগৎকে যেন আলোকিত করে তুলেছে। 'সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, রানা। আমি বেঁচে আছি, ভূত নই। শুধু তাই নয়, আমি তোমারই দলে। বেড়াল নই।'

'কিন্তু কিভাবে…কি?…আমি নিজের চোখে দেখলাম…।'

'ওটা ছিলো তোমার দৃষ্টিভ্রম, রানা। বলতে পারো, জাদুকরের কৌশল–আমেরিকান জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড বা ইংল্যাণ্ডের পল ডানিয়েল্সের মতো।'

'কিভাবে?' পুনরাবৃত্তি করলো রানা।

'তোমার জীবন রক্ষা পায়। বেঁচে যাই আমিও। আমরা দু'জনেই তাদানোর কাছে ঋণী, কিন্তু সে ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না, কারণ সে বেঁচে নেই। চীফ মারভিন লংফেলোকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, তোমাকে যেন সব কথা আগেই বলা হয়। কিন্তু তিনি বললেন, না।'

'কিন্তু, কিভাবে মন্টেরা?'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো বার্টার, হাতে একটা ট্রে। টেবিলের ওপর ট্রে রেখে সে বললো, 'ভুলে যাবেন না, মিস মন্টেরা, হাতে খুব বেশি সময় নেই। আপনার বস্ বলে দিয়েছেন, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে।'

'ভুলিনি, মাইক। ধন্যবাদ।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মাইকেল বার্টার। রানাকে খেতে অনুরোধ করলো মন্টেরা। 'তুমি শুরু করো, আমি ব্যাখ্যা করছি।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, মন্টেরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, খাওয়ার কথা ভুলে গেছে।

'দুটো ব্যাপার তোমার জানা দরকার, রানা। তুমি শুধু তাদানো আর টেরেলকে দেখেছো ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে, তাই না? ওরা দু'জনেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা গেছে। ওখানে আমাদের পাহারায় আরো লোক ছিলো–আরো চারজন। তারাই আসলে আমাদের রক্ষকের ভূমিকা পালন করছিল, আড়াল থেকে। আরেকটা ব্যাপার হলো, তোমাকে যখন ভিলাটা আমরা দেখালাম, ভিলার সব কিছু কিন্তু দেখাইনি। হয়তো না দেখানোটা ভুল হয়েছে।'

'কি দেখাওনি আমাকে?'

মন্টেরা শর্ত জুড়লো, 'আগে তুমি খেতে শুরু করো, তা না হলে ঠোঁটে এই টেপ লাগিয়ে রাখলাম।'

ট্রেটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে অরেঞ্জ জুসের গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিলো রানা। হঠাৎ উপলব্ধি করলো, পিপাসায় ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে ওর। কারণ বুঝতে পারলো না।

'গাড়ি ঘোরাবার জন্যে পুকুরটার পাশে খানিকটা খালি জায়গা আছে, লক্ষ্য করেছো, মেইন গেটের ভেতরে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'ডান দিকের পাঁচিলে, সিঁড়ি বা দ্বিতীয় গেটের সামনে পৌঁছুবার আগেই…।'

'কি আছে ওখানে?'

'তুমি বলো কি আছে। দেখি তোমার স্মরণ শক্তি কি রকম।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলো রানা, মনে করার চেষ্টা করলো। 'ওখানে একটা পাঁচিল আছে।' আবার চিন্তা করলো ও। 'আইভি লতায় ঢাকা।'

'ঠিক। আইভি লতায় ঢাকা একটা পাঁচিল। কিন্তু আসলেই কি ওটা শুধু পাঁচিল? জ্বী-না, ওটা হলো একটা পাঁচিল ও একটা গেট। জ্বী, গেট। আইভির ডাল আর পাতা নিয়মিত ছাঁটা হয়, গেটটা যাতে খোলা যায়। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলে তুমি। কি দেখবে? ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটা কামরা। লম্বা একটা বাক্স বলতে পারো। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় কামরাটা–ওটার আড়াল থেকে ভিলার ভেতরে চোখ রাখা যায়, দ্রুত পালাবার দরকার হলে ঢুকে পড়া যায়, লুকিয়ে থাকা যায়। তোমাকে যে চারজন পাহারাদারের কথা বললাম, তাদের একজন বড়দিনের ভোর রাতে কি দেখলো জানো? মেইন গেট দিয়ে ভিলায় লোক ঢুকছে। তালা বা অ্যালার্ম সিস্টেম তাদের জন্যে কোনো বাধাই হলো না। অত্যন্ত অভিজ্ঞ আর দক্ষ লোক তারা। অবশ্য তুমিও জানো যে দক্ষ ওরা।'

'আর তারা…।'

মাথা ঝাঁকালো মন্টেরা। 'হ্যাঁ, তারাই তোমার গাড়িতে বোমা ফিট করে।'

'বলে যাও।'

'তাদানোকে সতর্ক করা হয়। বড়দিন সকালে আমাকে জানায় সে। তোমার আরো জানা দরকার, তারা ইতিমধ্যে একটা আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করেছিল। আমার লজ্জা লাগছে, রানা। সব শুনেছে ওরা।'

'তুমি? তুমি লজ্জা পাচ্ছো?' টেবিলের ওপর ঝুঁকে মন্টেরাকে চুমো খেলো রানা।

'শোনো, রানা, হাতে খুব বেশি সময় নেই। আমাদের পাহারাদার বা রক্ষকরা দেখলো, বাস্ট-এর লোকগুলো ভারি অলস। তারা জানতো ক্রিসমাসের দিন আমরা বেরুবো না, বেরুলেও অনেক দেরি করে বেরুবো, তারমানে গাড়িটা ব্যবহার করবো না। সে-কথা ভেবেই গাড়িটার ওপর চোখ রাখার দরকার আছে বলে মনে করেনি। গাড়িতে বোমা ফিট করে আর দাঁড়ালো না, চলে গেল সবাই।'

'তারপর তাদানো চেক করলো।'

'শুধু কি চেক করলো? কাজটা সহজ ছিলো না, রানা। বাস্ট কি ব্যবহার করেছো জানো? সি-ফোর প্লাস্টিক, সাথে রিমোট ডিটোনেটর। বাটন জব।'

'তাহলে আর কি করলো তাদানো?'

'বিপজ্জনক কাজ, রানা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ওদের রিমোট কন্ট্রোলকে বাইপাশ করে গেল সে, অন্য আরেকটা ফিট করলো। সৌভাগ্যের আশায় আরো কিছু জিনিস যোগ করলো সে। দরজাটা খোলা রাখা হলো, তাদের রিমোট শুধু একটা আলোর বালব্ জ্বাললো। বালব্টা তাদানো ফিট করেছিল স্টিয়ারিং হুইলে,

বাইরে থেকে যাতে দেখা যায়।' মগ থেকে নিজের ও রানার জন্যে কাপে কফি ঢাললো মন্টেরা। বিল্ডিংটা সামান্য কেঁপে উঠলো, বেস থেকে টেক-অফ করলো একটা প্লেন।

'তারা বোতাম টিপতে বালব্‌টা জ্বলে উঠলো। এরপর আমরা আমাদের বোতামে চাপ দিলাম। সাথে সাথে ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল গাড়িটা। শুধু গাড়ি নয়, গোটা পার্কিং এরিয়া ঢাকা পড়ে গেল। তারপর আলোর তীব্র একটা ঝলক দেখা গেল, চার সেকেণ্ড পর।'

মনে পড়লো রানার, দৃশ্যটা আবার একবার দেখতে পেলো। প্রথমে ধোঁয়া দেখা যায়, তারপর আলোর ঝলক, সবশেষে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ।

'সেজন্যেই তোমার আগে ওখানে আমি ছুটে যাই। আমরা ভেবেছিলাম, ওরা যদি জানে যে আমি মারা গেছি তাহলে নিজেদের তৎপরতা শুরু করবে–করেছেও তাই। বোতামটা টিপেই, ধোঁয়ার আড়াল পেয়ে, গেট পেরিয়ে ইস্পাতের কামরায় ঢুকে পড়ি আমি। লম্বা মেটাল বক্সের ভেতর আরো একটা রিমোট ছিলো, আসল ডিটোনেটর অ্যাকটিভ করার জন্যে। এ-ধরনের জিনিসের সাথে টাইম-ল্যাপ্‌সের একটা ব্যাপার থাকে। সবাই ওরা ধরে নিলো, তোমার মতো, বিস্ফোরণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আমি··· ।'

'তাই তো গিয়েছিলে। লাশের টুকরো পায় ওরা।'

রানার চোখের দিকে তাকালো না মন্টেরা। 'হ্যাঁ, অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ব্যাপার, স্বীকার করছি। অন্যায়। কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিলো না, রানা। তাদানোর লোকেরা কবর থেকে একটা লাশ চুরি করে আনে। এ-ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই না।'

'তুমি বেঁচে আছো, এ যেন আমার পরম সৌভাগ্য, মন্টেরা।'

'তোমাকে এবার জাহাজে ফিরে যেতে হবে, রানা। এমনকি এই মুহূর্তেও হয়তো ওখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে। নজর রাখার জন্যে লোক আছে, কিন্তু আমরা জানি না আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আসবে বা কি ধরনের আক্রমণ হবে সেটা। ভালো কথা, তোমাকে অনুসরণ করা হয়েছিল।'

'এখানে আসার পথে আমাকে···?'

'না, বোমা ফাটার পর। মেইন ল্যাণ্ডে তোমার জন্যে একটা মঞ্চ সাজিয়েছিল ওরা, তোমার পিছু নিয়ে সেই মঞ্চটা দেখতে পাই আমরা। এই প্রথম কেনেথ কালভিনের ভালো একটা ফটো তোলার সুযোগ হয় আমাদের। কেনেথ কালভিন, বাস্ট-এর ভাইপার, মনে আছে তো? সে-ই বাস্টের লিডার, তোমার জাহাজে যে তিনজন রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা করবে।' রানার সামনে একটা ফটো রাখলো মন্টেরা। ফটোর লোকটাকে চিনতে পারলো রানা–হার্ল ক্যাসিডি হিসেবে চেনে তাকে ও, নর্থাঙ্গার-এর কমাণ্ডিং অফিসার।

'কেনেথ কালভিন?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য, গোটা ব্যাপারটাই যদি সাজানো ছিলো, কেউ কিছু করেনি কেন? তোমরা আমাকে ওখান থেকে উদ্ধার করোনি কেন? ইচ্ছে করলে ওখান থেকে তোমরা কেনেথ কালভিনকেও গ্রেফতার করতে পারতে। কেন, মন্টেরা?'

মিষ্টি করে হাসলো মন্টেরা। 'কেন, তুমিই বলো না? বিশ্বাস করো, আমার তরফ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না, রানা। তোমার মতো আমিও ভেবেছিলাম, এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না–তোমাকেও উদ্ধার করবো, কেনেথ কালভিনকেও গ্রেফতার করবো। কিন্তু··· ।'

'কিন্তু?'

'মি. মারভিন লংফেলো ধারণাটা বাতিল করে দেন। খুব কাছ থেকে নজর রাখা হচ্ছিলো তোমার ওপর। গোটা নর্থাঙ্গার সেট-আপ ছিলো আমাদের চোখের সামনে। বস্ বললেন, সেট-আপটা যেমন আছে তেমনি রাখতে হবে, আমরা যে ওদের অপতৎপরতা সম্পর্কে জানি তা টের পেতে দেয়া হবে না। তাঁর যুক্তিও অকাট্য ছিলো, এক অর্থে। তোমাকে হাইজ্যাক করা সংক্রান্ত তথ্য এবং নর্থাঙ্গার ঘাঁটির সমস্ত স্টাফকে হাইজ্যাক করার তথ্যকে একটা লিভার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি।'

'কি ধরনের লিভার?'

'তিনি ভেবেছিলেন, বিপদের গন্ধ পেলে প্রাইম মিনিস্টার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও গোর্বি মিটিংটা বাতিল করে দেবেন। তিনি–মানে মারভিন লংফেলো–প্রাইম মিনিস্টারকে সব কথা খুলে বলেন, বিশেষ করে আশঙ্কা ও বিপদের কথা। সিকিউরিটির ব্যাপারে আমাদের যে দুর্বলতা রয়েছে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু··· ।'

'কিন্তু মিসেস থেচার তাঁর কথা শুনলেন না,' বললো রানা।

মাথা ঝাঁকালো মন্টেরা। 'স্রেফ হেসে উড়িয়ে দিলেন তিনি। এমনকি বসের উপস্থিতিতে টেলিফোন করলেন মি. বুশকে। দু'জন একমত হলেন–মিটিংটা জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই তারিখ বদলানো সম্ভব নয়। আমার দৃষ্টিতে, মিসেস থেচার বিপদটাকে গ্রাহ্য করলেন না, বাকি দু'জন তার পিছু নিলেন, ভেড়ার মতো।'

'এতোক্ষণে সব মিলে যাচ্ছে। আমরা কি জানি, এই মুহূর্তে কোথায় আছে কেনেথ কালভিন?'

'সঠিক জানি না। হয়তো জিব্রালটারে আছে। কিংবা হয়তো আরো কাছাকাছি কোথাও। এবার তোমাকে ফিরে যেতে হয়, রানা। তোমার দায়িত্ব কি জানো তো? মি. গর্বাচেভ, মিসেস থেচার আর মি. বুশকে সময়মতো জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া। যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে দেয়া।'

অস্ফুটে কি যেন বললো রানা।

'কি?' জানতে চাইলো মন্টেরা।

'তুমি যদি বিড়াল না হও, তাহলে··· ।'

'অবশ্যই। ব্যাপারটা তুমি আরো আগে বুঝতে পারোনি? আর সব বাদ দাও, শুধু এ-কারণে জাহাজে ফিরে যেতে হবে তোমাকে। কেনেথ কালভিন কোথায়

আছে জানতে পারলে তার কাছাকাছি চলে যাবো আমি। কালভিনের আশপাশে খোঁজ করবে আমার।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো মন্টেরা, দেয়ালের একটা বোতামে চাপ দিলো। মাইকেল বার্টারকে দেখা গেল দোরগোড়ায়।

'যাবার সময় হয়েছে, তাই না?' জানতে চাইলো সে।

'আমরা যা যা জানি, সব ওকে বলা হয়েছে, মাইক।'

'আপনার বোট কিন্তু অপেক্ষা করেনি, স্যার।' রানার দিকে তাকালো বার্টার।

'না। না, স্যার ওয়াল্টারের সাথে সঙ্কেত বিনিময় করার কথা হয়ে আছে। জাহাজের সাথে যোগাযোগ আছে আপনাদের?'

'অবশ্যই। নো স্পীচ, জাস্ট ইলেকট্রনিক্স।'

'ঠিক আছে, এই মেসেজটা পাঠিয়ে দিন তাহলে—সংবার্ড ফেরার জন্যে বোট আশা করছে। উত্তরের সাথে সানফ্লাওয়ার শব্দটা থাকবে। যদি না থাকে, বুঝতে হবে যুদ্ধ করতে হবে আমাদের।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল বার্টার।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো রানা, টেবিল ঘুরে ওর পাশে চলে এলো মন্টেরা। এই প্রথম লক্ষ করলো রানা, হৃৎপিণ্ড আকৃতির লকেট সহ নেকলেসটা পরে রয়েছে মন্টেরা, যেটা তাকে ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে উপহার দিয়েছিল ও। রানাকে আলিঙ্গন করলো মেয়েটা, কাছে টানলো, তার চুলে ঠোঁট ছোঁয়ালো রানা, কাঁধে গাল ঘষলো, তারপর চুমোখেলো ঠোঁটে। 'কেনেথ কালভিন ভয়ঙ্কর একটা চরিত্র, মন্টেরা। একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের লিডার সে। তার কাছাকাছি যদি থাকতেই হয়, আমার অনুরোধ, সাবধানে থেকো, প্লিজ।'

'তুমি শুধু তিনজন মহারথীকে জাহাজ থেকে নিরাপদে নামিয়ে দাও, রানা। তারপর আমরা দু'জন মিলে কালভিন বলো আর কালপ্রিট বলো, তার পিছু নেবো। তোমার সাথে আরো একটা ক্রিসমাস ছুটি উপভোগ করতে চাই আমি, ভিলা কাপ্রিসিয়ানিতে।'

'শুধু আর একটা ক্রিসমাসের ছুটি?'

'একটা বা হয়তো দুটো—অবশ্যই তিনটের বেশি নয়,' দৃঢ়স্বরে বললো মন্টেরা।

'এ-কথা কেন বলছো, মন্টেরা? তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব স্থায়ী হতে পারে না? দু'তিন বছর পর আমরা কি পরস্পরের জন্যে কিছুই ফিল করবো না?'

'প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার আছে, রানা। সে বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিস্তারিত না-ই-বা শুনলে। শুধু এটুকু বলি, অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা মানুষের মধ্যে ঘৃণার ভাব এনে দেয়। সম্পর্কটা মধুর থাকতে থাকতে যদি বিদায় নিতে পারি আমরা—তোমার জীবন থেকে আমি, আমার জীবন থেকে তুমি—তারচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। মানুষ বৈচিত্র্যের পিয়াসী, রানা। সম্পর্কটা অতিরিক্ত পুরানো হয়ে গেলে তুমি আমার মধ্যে নতুন কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে না—আমার চুল ম্লান হয়ে যাবে, মুখে রেখা ফুটবে, মেজাজ সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো না, ঈর্ষায় ভুগবো, তোমার সমস্ত মনোযোগ আশা করে পাবো না…নাহ, রানা, মাত্র তিনটে বছর তোমার সাথে প্রেম করবো আমি, যদি বেঁচে থাকি। তোমার মতো সুন্দর ও বিবেচক একজন পুরুষের সাথে তিন দিন প্রেম করতে পারলেই তো আমার মতো একটা মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যায়, বাকি সারাটা জীবন আর কিছুর দরকার করে না, কাজেই তিন বছরে মধুর স্মৃতি এতোটাই জমা হবে যে পরবর্তী কয়েকটা জীবনে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না…।'

দোরগোড়া থেকে খুক করে কাশির শব্দ হলো। ফিরে এসে দরজা খুলেছে বার্টার, ওরা টের পায়নি।

কাশির শব্দটা শুনেও না শোনার ভান করলো মন্টেরা। রানার ঠোঁটে দীর্ঘ চুমো খেলো সে।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে দরজার দিকে ফিরলো রানা।

'মি. রানা, স্যার, আপনার মেসেজ পাঠিয়েছি, উত্তরটাও পেয়ে গেছি। ঠিকই আছে, স্যার। উত্তরে বলা হয়েছে, "সংবার্ডের জন্যে বোট পাঠিয়েছি, সানফ্লাওয়ার অপেক্ষা করছেন"।'

'থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট।' মন্টেরাকে শেষবার চুমো খেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলো রানা, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পিছন ফিরে খুব কমই তাকায় রানা। কেন যেন মনে হয়, পিছন ফিরে তাকালে অমঙ্গল ডেকে আনা হবে।

জেটিতে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ছোট্ট বোটটা। বো-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লিডিং রেন, রানাকে উঠতে সাহায্য করবে। 'ক্যাপটেন'স অ্যাপলজিস, স্যার। আপনাকে নেয়ার জন্যে আগের সীম্যানকে পাঠাতে পারেননি তিনি। তাকে সিক বে-তে যেতে হয়েছে, শরীর ভালো না।'

মনে পড়লো রানার। 'আসার পথে পুরোপুরি সুস্থ বলে মনে হয়নি তাকে।' লাফ দিয়ে বোটে চড়লো ও, হাত নাড়লো বার্টারের উদ্দেশ্যে।

বোটটা জেটি থেকে রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো বার্টার, তারপর গাড়ির দিকে ফিরে চললো।

দশ মিনিট পর বেসের নিচু বিল্ডিংটায় ফিরে এলো সে। তার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে মন্টেরা, চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক। 'ওহ্, মাই গড, মাইক!' কাঁদো কাঁদো গলায় বললো সে।

'কি হয়েছে…,' শুরু করলো বার্টার।

'ওরা ওঁদেরকে আটক করেছে, মাইক!'

'কাদেরকে?'

'থেচার, বুশ আর গর্বাচেভকে। লণ্ডনের ফরেন অফিস দশ মিনিট আগে একটা ফোন পেয়েছে। বলা হয়েছে, মেসেজটা ওদের মস্কো আর ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষকে পৌঁছে দিতে হবে। ফোন করেছে একজন পুরুষ। লণ্ডনের ধারণা। ওদেরকে একটা কোডওয়ার্ড দিয়েছে সে—ব্লু ব্লাড। মেসেজে বলা হয়েছে, ইনভিনসিবলে জিম্মি রাখা হয়েছে তিনজন রাষ্ট্রপ্রধানকে। কোনো প্রেস রিলিজ দেয়া নিষেধ। ওদের দাবি ছশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার—প্রতি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে

দুশো বিলিয়ন ডলার করে।'

'শুধু টাকা? আর কিছু না? কোনো বন্দীকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেনি? বা এ-ধরনের আর কিছু?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো মন্টেরা, ঠোঁট কামড়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলো। 'আর কিছু চায়নি। তিন ঘণ্টা সময় দিয়েছে রাজি হবার জন্যে। এই সময়ের ভেতর আমরা জবাব না দিলে রাষ্ট্রপ্রধানদের একজনকে শাস্তি দেবে ওরা। ইনভিনসিবলের দিকে যদি কোনো জাহাজ এগোয়, তিনজনের একজনকে খুন করা হবে।' ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'কিভাবে, মাইক? কিভাবে তারা...?'

'আমরা কি জাহাজের সাথে যোগাযোগ করছি?'

'ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগ আছে, কিন্তু ভোকাল রেসপন্স বলতে কিছু নেই। ইনভিনসিবল থেকে এরইমধ্যে সিগন্যাল দেয়া হয়েছে অন্যান্য জাহাজকে, কেউ যেন এগোবার চেষ্টা না করে।'

মেইন ডেক থেকে নেমে আসা কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায় থামলো ছোট্ট বোটটা, পোর্ট সাইডে। একটা হুকের সাহায্যে বোটটাকে স্থির করলো লিডিং রেন, কাঁপা কাঁপা ধাপ বেয়ে উঠে এলো রানা জাহাজে। জাহাজে পা দেয়ার সাথে সাথে রানার মনে হলো, ইনভিনসিবলে কিছু একটা ঘটেছে। বেমানান কিছু একটা আছে, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছে না ও। মেইন ডেকে উঠে এসে দেখলো, ফাঁকা। শুধু প্লেন আর হেলিকপ্টারগুলো রয়েছে।

মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা ভিত্তিহীনও হতে পারে। তবু, সাবধানের মার নেই, ব্রাউনিঙটা বের করার জন্যে হাতটা পিছন দিকে নিয়ে এলো রানা। ব্রাউনিঙের বাটে হাত যায়নি, এই সময় একটা গলা ভেসে এলো, একেবারে কাছ থেকে।

'না, রানা। হাতটা সরিয়ে আনো।'

ঘুরে দাঁড়ালো রানা। রুবি বেকারকে দেখলো ও। তার দু'পাশে দু'জন রেন রয়েছে। তিনজন বেরিয়ে আসছে একটা সী হ্যারিয়ারের পিছন থেকে। তিনটে মেয়ের হাতেই অটোমেটিক পিস্তল দেখলো ও।

শান্ত থাকো, নিজেকে পরামর্শ দিলো রানা। কোনোমতেই মাথা গরম কোরো না। 'হ্যালো, বিড়াল?' নিঃশব্দে হাসলো ও।

## সাত

মেয়েদের একজন এগিয়ে এসে রানার নিতম্ব থেকে তুলে নিলো ব্রাউনিংটা।

'কাজটা অসম্পূর্ণ রেখো না,' তাকে পরামর্শ দিলো রুবি বেকার। 'হ্যাণ্ডকাফ জোড়া পরিয়ে দাও। তা, রানা, সানফ্লাওয়ারের সবুজ সঙ্কেত পেয়েই চলে এলে তুমি, কেমন?'

'হ্যাঁ, কিভাবে ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করলে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা, নিজের গলা একটুও কাঁপলো না দেখে অবাক হলো।

'ওটা এক বুড়ো গাধা। কোডটা প্যাডে লিখে নাইট টেবিলে ফেলে রেখেছিল।' হাসলো রুবি। 'কোনো সমস্যাই হয়নি আমাদের।'

কব্জিতে ঠাণ্ডা ইস্পাতের কামড় অনুভব করলো রানা, হাতকড়া পরানো হলো ওকে। চারদিকে কোথাও কোনো নড়াচড়া বা শব্দ নেই লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো ও। 'কিভাবে, রুবি?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'ওকে আমার কেবিনে নিয়ে যাও, ' রেন দুজনকে নির্দেশ দিলো রুবি।

রেন মেয়ে দুটো গুণ্ডা প্রকৃতির পুরুষদের চেয়ে কম যায় না, পিঠে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে ঘোরালো তারা রানাকে, সতর্কতার সাথে বাল্কহেড পেরিয়ে, কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নামিয়ে আনলো ক্যাপটেনের ডে-কেবিনে। পিছন থেকে বেমক্কা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে একটা চেয়ারে পড়লো রানা।

'আহা, মারো কেন!' কোমল স্বরে বললো রুবি, যেন আদর করছে। এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে সাহায্য করলো রানাকে, তাকে কাভার দিলো মেয়ে দুটো। 'লাগেনি তো, রানা? ব্যথা পাওনি তো?'

'না, লাগবে কেন,' হাসলো রানা, ব্যঙ্গ প্রতিযোগিতায় সে-ও কারো চেয়ে কম যায় না। 'তোমাদের স্পর্শ কি ব্যথা দিতে পারে!'

মেয়ে দুটোর দিকে ফিরলো রুবি। 'তোমরা তোমাদের হাতের কাজ শেষ করো, যাও। পাঁচ মিনিট পর আবার ডাকবো আমি। আমি চাই, এটাকে সেলের ভেতর ভরে তালা দিয়ে রাখা হোক।' ক্যাপটেনের ডেকের পিছনে চলে এলো সে, তাঁর চেয়ারটায় বসলো, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'বুঝতে পারছো তো, রানা, পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই আমরা, মেয়েরা।' তার হাসি এখনো আকৃষ্ট করে, ভীতিকর লাগে না বা নকল বলেও মনে হয় না। দেখতে আগের মতোই সুন্দরী সে, রূপ-যৌবন যেন উথলে উঠছে, সরল নিষ্পাপ চেহারা।

'বোঝাই যাচ্ছে আশপাশে কেউ নেই।' কথা বললেও, দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়–কি করার আছে ওর, জাহাজের সবাই গেল কোথায়, ফার্স্ট অফিসার রুবি বেকার কোন্ জাদু বলে দখল করে নিলো জাহাজটা? 'ইনভিনসিবলে দু'হাজারের বেশি লোক রয়েছে।' মিষ্টি হাসি ফোটালো ঠোঁটে। 'তোমার দলে মাত্র আঠারোজন মেয়ে, তাদের পক্ষে কিভাবে জাহাজ দখল করা সম্ভব হলো? নাকি দখল করোনি?'

'দু'হাজার আঠারোজন। ও, পনেরোজন মেয়েও আছে। ডেলা কার্টিসিকে আমরা মুক্ত করে এনেছি। সে একটা সাইকো, অবশ্যই, কিন্তু অপ্রীতিকর কোনো কাজ করাতে হলে তাকে দরকার।'

'কিভাবে, রুবি?' আবার জানতে চাইলো রানা।

'আমাদের প্ল্যানটায় কোনো খুঁত ছিলো না, সাফল্যের সেটাই কারণ, রানা। আমাদের, রেনদের, পজিশনের কথা ভেবে দেখো। আমার মেয়েরা জাহাজের সব জায়গাতে ডিউটি দিচ্ছিলো–আর গ্যালি তো সম্পূর্ণটাই ছিলো আমাদের দখলে। গ্যালির ভূমিকাটা ছোটো করে দেখলে ভুল করবে তুমি।'

'তারমানে···খাবারে তোমরা···?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো রুবি। 'খাবার এবং পানীয়, দুটোতেই, রানা। তুমি জাহাজ থেকে নেমে গেছো শুনে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। জাহাজে তুমি থাকলেও অবশ্য কিছু এসে যেতো না, তোমাকেও আমরা মোমের পুতুলে পরিণত করতে পারতাম। আচ্ছা, বলো তো, তুমি কি আজ সকালে সাংঘাতিক পিপাসা অনুভব করোনি?'

বেসে ওকে অরেঞ্জ জুস খেতে দেয়া হয়েছিল, মনে পড়লো রানার। মনে হচ্ছিলো, পিপাসায় ছাতি যেন ফেটে যাবে। 'হ্যাঁ।'

আবার মনভোলানো হাসি ফুটলো রুবির মুখে। 'কালকের সমস্ত খাবার আর পানিতে, মদ আর কফিতে এমন একটা জিনিস ছিলো, যা খেয়ে জাহাজের সবাই প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করেছে।'

'তারপর, আজ সকালে?'

'আজ সকালে রোটার উদ্দেশ্যে তুমি জাহাজ ছেড়ে নেমে গেলে, মুখে কিছু না দিয়েই। শুধু যদি কফির কাপেও একটা চুমুক দিয়ে যেতে, বিশ মিনিটের মধ্যে ঝিমোনোর ভাব এসে যেতো, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে। আমরা অপারেশনটার নাম দিয়েছি, স্লীপিং বিউটি। ছোটোখাটো সমস্যা অবশ্য ছিলো দু'চারটে–সেগুলোর মধ্যে তুমি একটা–তবে আমার মেয়েরা জানতো কিভাবে সামলাতে হবে। জাহাজের সবাইকে, শুধু তোমাকে বাদে, আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কি খাইয়েছো ওদেরকে তোমরা? কতোটুকু বিপজ্জনক?'

'কতোটুকু কি খাইয়েছি? ও, আচ্ছা, ঘুমের ওষুধের কথা জানতে চাইছো। ক্লোরাল হাইড্রেট না কি যেন নাম, ওটা প্রচুর পরিমাণেই আছে, তবে রিফাইন করা, তুলে নেয়া হয়েছে গন্ধটা। কোনো সাইড এফেক্টও নেই। জিনিসটা যাতে সেরা মানের হয় তার জন্যে মেলা টাকা ঢেলেছে ভাইপার। নাহ্, বিপদের ভয় সামান্যই আছে বা একেবারে নেই।'

'তোমাদের ভাইপার দেখছি খুবই বিবেচক।'

'ব্যঙ্গ কোরো না, রানা, ব্যঙ্গ কোরো না। সে যাই হোক, এই জাহাজের সমস্ত লোক অন্তত আগামী তিনদিন ঘুম থেকে জাগবে না।'

'এর পিছনে উদ্দেশ্যটা কি তোমাদের?'

'টাকা। দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করার জন্যে ফাণ্ড দরকার আমাদের। ন্যায়বিচার আছে এমন একটা সমাজ পেতে চাইলে আন্দোলন করতে হবে আমাদের, আর আন্দোলন করতে হলে টাকা দরকার।'

'সে তো অনেক টাকার দরকার, রুবি।'

'ভিআইপিদের মাথা পিছু দুই বিলিয়ন ডলার···।'

হাসতে শুরু করলো রানা। 'রুবি, কেনেথ কালভিন কি সত্যি এতোটা বোকা?'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'সে কি বোঝে না যে জিম্মি হিসেবে ওঁদের অতোটা মূল্য নেই, থাকতে পারে না?'

'কেন পারে না? দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান তিনজন রাজনীতিক··· ।'

'ঠিক। ওদের আটকে রেখে টাকা চাইছো তোমরা, কিন্তু পাবার কোনো উপায় নেই। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পুলিস তোমাদেরকে ধাওয়া করবে দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত, কিন্তু রাজনীতিকদের ফিরে পাওয়ার জন্যে কেউ অতো টাকা দেয়ার কথা এমনকি বিবেচনা পর্যন্ত করবে না। তুমি বুঝতে পারছো না? ওদের তিনজনের কারুরই ব্যক্তিগত সঞ্চয় তোমাদের দাবির ধারেকাছে পৌঁছুবে না। রাশিয়ায় কি ঘটবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। কর্তৃপক্ষ কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্লিপ্ত থাকবে, গ্লাসনস্ট বিরোধী শক্তি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে। আমেরিকানরা নির্ঘাত বোকার মতো কিছু একটা করবে, যেমন ধরো–কিছুদিনের জন্যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করবে সার্কাস। আর ব্রিটিশরা? মিসেস থেচারের ভক্ত ও সমর্থক আছে বটে, কিন্তু···ইয়ে, জরুরী মিটিঙে বসবে কেবিনেট। মিটিং শেষ হবে নতুন একজন প্রাইম মিনিস্টারের নাম ঘোষণার মাধ্যমে। ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা এর আগে কখনো টেরোরিস্টদের কাছে নতি স্বীকার করেনি, তুমি জানো না? সরকার প্রধান বদলাবার সুযোগ রয়েছে দেখে প্রভাবশালী অনেক রাজনীতিক টাকা দেয়ার প্রশ্নে ভেটো দেবে।'

রুবি বেকারের চেহারা সামান্য হলেও ম্লান দেখালো। রানা অবশ্য মিথ্যে কিছু বলেনি। 'শেষ পর্যন্ত, মৃত্যু। হ্যাঁ। আমাদের আস্তিনে দু'একটা কৌশল লুকানো আছে, রানা। আজ বিকেল পনেরো ঘণ্টার মধ্যে যদি সরকারগুলো আমাদের দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হয়, ক্ষমতার খানিকটা নমুনা দেখাবো আমরা। কেউ যদি জাহাজটায় হামলা চালাবার চেষ্টা করে, ডেলা কার্টিসি জিম্মিদের একটা ব্যবস্থা করবে। প্রতিবার একজনকে ধরবে সে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালো রুবি। 'আর তিন ঘণ্টা বাকি আছে। প্ল্যানটা ঠিক কি জানা নেই আমার, তবে আমাদের সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মেইন ডেক থেকে যেন দূরে সরে থাকি।'

'তোমরা জিততে পারবে না, রুবি। কোনোভাবেই না। রুবি, তোমার মতো একটা মেয়ে কিভাবে এই পরিস্থিতির সাথে জড়ালো ভেবে পাই না··· ।'

'দেখো, পাদ্রীর মতো উপদেশ দিয়ো না আমাকে, আমি বেশ্যা নই।' তারপর দ্রুত বললো রুবি, 'দুনিয়াটা ধসে পড়ছে, তাই। এটা আর বাসযোগ্য থাকছে না, তাই। নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই বুঝছে না। আমরা যে-ধরনের সন্ত্রাসের চর্চা করছি, তাকে পজিটিভ বলতে হবে। আমরা ন্যায় ভিত্তিক, মুক্ত একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই··· ।'

'এ-সব ফাঁপা বুলি, রুবি। দিবাস্বপ্ন দেখছো তুমি। ন্যায়ভিত্তিক, মুক্ত, নিঃস্বার্থ সমাজ এই দুনিয়ার বুকে কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না। এতোদিনেও বোঝোনি, মানুষ নিজেই একটা বাধা? আদর্শ আদর্শবাদীদের জন্যে, এবং তাদের প্রত্যেকেরই পদস্খলন ঘটে। কোনো নীতি কাজে আসে না, সহজ কারণটা হলো

মানুষ নীতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। নীতিবানরাই বলে গেছেন, ক্ষমতা একজন মানুষকে দুর্নীতি পরায়ণ করে তোলে। এসবই তো তোমার জানার কথা, রুবি।'

'তুমি নিশ্চয়ই…,' শুরু করেও থেমে গেল রুবি, তার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠলো। 'তোমার চালাকি আমি বুঝে ফেলেছি! আমাকে হতাশ করার চেষ্টা করছো। দুঃখিত, রানা, সে-সুযোগ তোমাকে দেয়া গেল না। এখন তোমাকে যেতে হবে…।'

নক হলো দরজায়।

'ভেতরে এসো।'

লিডিংরেনদের একজন কেবিনে ঢুকলো। খানিক আগেও মেয়েটাকে দেখেছে রানা। লম্বা, মাথায় সোনালি চুল, চোখে কিসের যেন একটা আলো জ্বলছে–ফ্যানাটিকদের চোখে এই আলো আগেও দেখেছে রানা। 'তিনটে দেশের সরকারই আমাদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, ম্যাডাম। ভাইপার নির্দেশ দিয়েছেন, পনেরো ঘণ্টায় সবাইকে ডেকের নিচে থাকতে হবে। তাঁর ধারণা, খবরটা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

এক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করলো রুবি, তারপর মাথা কাত করে রানাকে দেখালো। 'তুমি ওকে সেলে নিয়ে যাও। তালা দিয়ে রাখতে হবে।'

'সেলেই যদি পাঠাবে, হাতকড়ার কোনো দরকার আছে, রুবি? ইনভিনসিবলের সেল থেকে কেউ পালাতে পারবে?'

'শোনো, একা নয়, আরো একজন রেনকে সাথে নাও। যদি দেখো গোলমাল করছে, গুলি করবে। সেলের দরজায় তালা দিতে ভুলো না। ঠিক আছে, হাতকড়া না থাকলেও চলবে।'

রানা ভাব দেখালো পিছনে পিস্তলের খোঁচা খাওয়ার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে, তাই ওর হাঁটার গতি এতো দ্রুত। খোঁচা খাওয়ার ভয়টা যে নেই তা নয়, তবে আসল কারণ, ও বুঝতে পেরেছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মেইন ডেকে পৌঁছুতে হবে ওকে। ওখানে সী হ্যারিয়ার আছে–অস্ত্রসজ্জিত, ফুয়েল ভরা, টেক-অফ করার জন্যে তৈরি। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত ভিজে বেড়াল হয়ে থাকতে হয়, তাই থাকবে রানা। কিন্তু সুযোগ এলে সেটাকে হাতছাড়া করা চলবে না। গোটা ব্যাপারটাই রানার কাছে পাগলামি বলে মনে হয়েছে, কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্ট আসলে গর্বাচেভ বুশ আর থেচার বিরোধী পক্ষকে বিরাট একটা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার সুযোগ করে দিয়েছে।

সশস্ত্র আরেকজন রেন যোগ দিলো মেয়েটার সাথে, এইচ অ্যাণ্ডকে এমপিফাইভ এসডিথ্রি দিয়ে খোঁচা দিলো রানার নিতম্বে। এর আগে কখনো নিজের নিতম্বকে এতোটা অরক্ষিত লাগেনি রানার। মনে মনে ওদের অর্গানাইজেশনের প্রশংসা না করে পারলো না ও। টার্গেট বাছতে গিয়ে ভুল করেছে ওরা, তবে অপারেশন আর পদ্ধতিতে কোনো খুঁত নেই।

জাহাজের গভীর অভ্যন্তরে ছ'টা খুপরিকে সেল বলা হয়। আধুনিক টেকনোলজির যুগে ওগুলোকে মান্ধাতা আমলের মনে হবে। লোহার রড লাগানো দরজা হাতের ঠেলায় খুলে গেল। রানা লক্ষ করলো, দরজায় সাধারণ তালা লাগানো রয়েছে। জাহাজে কোনো বন্দী নেই, সামনের সেলটাতেই ভরা হলো রানাকে।

'হাতকড়ার কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো ও, লিডিংরেন দরজায় তালা দিতে যাচ্ছে।

'ও, হ্যাঁ। ওকে সার্চ করো, এলি,' সোনালি মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিলো লিডিংরেন। তার চেহারায় পুরুষালি ভাবটা চাপা থাকেনি। সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে কোমল মেয়েরাও ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে ওঠে।

রানাকে সার্চ করলো এলি। তার হাত রানার নিতম্বের খাঁজে, তলপেটের নিচে শুধু শুধু দেরি করলো। ভাব দেখালো কাজটায় কোনো খুঁত রাখতে চায় না সে। অবশেষে হাতকড়া খুলে নেয়া হলো। লিডিংরেন নিজে তালা দিলো দরজায়। 'কেউ একজন তোমার খাবার নিয়ে আসবে,' লিডিংরেন বললো। 'কখন বলা মুশকিল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত…।'

'অস্থির হবার দরকার নেই,' নরম সুরে বললো রানা, জানে যে খাবারই আনুক, তাতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরাল হাইড্রেট অবশ্যই থাকবে।

চলে গেল ওরা।

এবার সিদ্ধান্তে আসতে হবে ওকে। একা ও, কারো সাহায্য পাবার কোনো আশা নেই। অন্য সময় দু'একটা অস্ত্র শরীরে লুকানো থাকে, আজ তা-ও নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা। এই দুটোর সাহায্যে উদ্ধার পেতে হবে ওকে।

রোটার প্রায় একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে ফ্রেইটার মিরানডা সালামানকার এঞ্জিন বন্ধ করা হলো। কন্টেইনার-এর দেয়াল সরিয়ে নেয়ার পর চুরি করা সী হ্যারিয়ার উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। জেটে ফুয়েল ভরা হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে অস্ত্র দিয়ে, অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে ছুটোছুটি করছে পাইলট রিকি ভালদাজ। প্লেন নিয়ে আকাশে উঠতে হবে তাকে, বাস্ট-এর পক্ষে আরেকটা অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাকে বলা হয়েছে, গোটা অপারেশনটা ফুল প্রুফ, কাজেই মনে কোনো ভয় নেই তার। জানে না প্লেন নিয়ে ফ্রেইটারে না-ও ফিরে আসতে পারে সে।

টাস্ক ফোর্সের কোনো জাহাজ রয়্যাল নেভীর একটা সী হ্যারিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করবে না। কাজ শেষ করার পর লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসবে সে, তখন আর কারো কিছু করার থাকবে না। মনে মনে ভারি উত্তেজিত হয়ে আছে রিকি। ছোট্ট একটা মেসেজ, গো অ্যাহেড, তার জীবনের নক্সা পাল্টে দিয়েছে।

জিব্রালটার থেকে মিরানডা সালামানকায় 'গো অ্যাহেড' সিগন্যালটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠিয়েছে কেনেথ কালভিন। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ব্রিটিশ ফরেন অফিস

আর ক্রেমলিন তার সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা রাখেনি।

বোকারা জানে না, সিগন্যালটা পাঠাবার সময় ভাবলো সে, কার সাথে প্যাঁচ কষছে ওরা।

জিব্রালটার থেকে লণ্ডনে ফোন করলো সে। লণ্ডন থেকে তার লোকেরা ফোন করলো ওপোর্টোয় রেজিস্ট্রি করা জাহাজটায়–দীর্ঘ আলাপের ভেতর ছোট্ট একটা শব্দ, সেটাই মেসেজ–সরাসরি মালিক পক্ষ থেকে।

মেসেজ পাঠাবার আয়োজন সম্পর্কে সন্তুষ্ট কেনেথ কালভিন। সে নিজে ফোনের রিসিভারে একটা কি দুটো শব্দ উচ্চারণ করে। তার লণ্ডনের লোকজন দীর্ঘ মেসেজ পাঠায়, ব্যবহার করে পে ফোন ও সম্প্রতি চুরি করা ক্রেডিট কার্ড। যোগাযোগের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরাপদ, সূত্র ধরে তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

হিলটন হোটেলে নিজের স্যুইটে বসে সিগারেট ফুঁকছে কেনেথ কালভিন, মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে। বাস্ট যে সাধারণ কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপ নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে টের পাবে বাছাধনেরা। প্রচলিত কথাটা মিথ্যে নয়, নেতা মাত্রই বড় একা মানুষ। তার এই মুহূর্তের সমস্যা হলো, কথা বলার লোক নেই।

তার দ্বিতীয় শিষ্য, ডন বাম্বিনোর সাথে কথা বলা যেতে পারে। রোমে আছে সে।

'হ্যালো, হ্যালো!' রোম থেকে সাড়া দিলো ডন বাম্বিনো।

'হেলথ ডিপেণ্ডস অন স্ট্রেংথ,' বললো কেনেথ কালভিন। তার জানা নেই, গোটা স্প্যানিশ উপকূল জুড়ে কান পেতে আছে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স।

ডন বাম্বিনোকে এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হলো। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির খোঁজ করছিল সে, এয়ারপোর্টে যাবে। ট্যাক্সির বদলে পুলিস তাকে জিপে তুলে নিলো।

ওপর মহলের সিদ্ধান্ত, কেনেথ কালভিনকে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে দেয়া হোক। তার টেলিফোন কল মনিটর করা যাচ্ছে, কাজেই অস্থির হবার কোনো কারণ নেই। তবে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

*

কখন খাবার নিয়ে আসবে তার অপেক্ষায় রয়েছে রানা। যেভাবে হোক একটা সুযোগ তৈরি করে নেবে ও। যদি কিছু খায় ও, মারা যেতে পারে, অন্তত দিন কয়েকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে। না, খিদে চেপে রাখতে হবে ওকে।

রানা জানে, যদি কেউ আসে, একা আসবে না। সম্ভবত রেনরাই আসবে, অন্তত দু'জন।

সময় বয়ে চলেছে। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা। কারো দেখা নেই। চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। সেল থেকে ওর চিৎকার ডেকে পৌঁছুবে না।

তারপর, অবশেষে, ১৪.৩০ ঘণ্টায়, বাইরের দিকে দরজার তালা খোলার শব্দ পেলো রানা। 'রুম সার্ভিস।' গলাটা চিনতে পেরে পিত্তি জ্বলে গেল রানার। মার্ক হোমস, ইন্টারোগেটর লোকটা। নাকি গলাটা চিনতে ভুল করেছে ও?

এক সেকেণ্ড পর সেলের বাইরে, গরাদের সামনে তাকে দেখতে পেলো রানা। এক হাতে ট্রে, অপর হাতে ওর ব্রাউনিংটা। ট্রেতে রুটি আর ডিম দেখলো রানা, একটা মগে ধূমায়িত কফি।

'আমার বোঝা উচিত ছিলো তুমি দলবদল করেছো।'

'সে কি আজকে! টাকা হয়তো সব কিছু নয়, তবে দুনিয়ায় সুখ পেতে হলে ওটার দরকার আছে। আমাকে তুমি বিশ্বাসঘাতক রাজ-নীতিক বলতে পারবে না, মাসুদ রানা। বড়জোর বলতে পারো, ধনী হবার জন্যে লালায়িত।' তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালো সে।

পেশীগুলো শিথিল করে দিলো রানা। কাজটা নির্ভুল হওয়া চাই, হওয়া চাই নিরাপদ।

'সে যাই হোক,' বলে চলেছে মার্ক হোমস, 'শেষ পর্যন্ত আমাকেই আসতে হলো। সব কাজ কি মেয়েদের দিয়ে হয়? ওরা কি পুরুষদের মতো অতোটা সতর্ক হতে পারবে কোনোদিন? বিশেষ করে তোমার মতো ঘাগু একজন এজেন্টের কাছে কোনো মেয়েকে পাঠানো স্রেফ বোকামি। তাই আমাকেই আসতে হলো।' গরাদ লাগানো দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলো সে। 'কোনোরকম চালাকি নয়, মাসুদ রানা। সরে যাও, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। যদি মন চায়, লাফ দিতে পারো আমার দিকে–তোমাকে খুন করতে ভালোই লাগবে আমার। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটা অজুহাত খুঁজছি।'

'ঠিক এখুনি মরার কোনো ইচ্ছে আমার নেই, দুঃখিত,' বলে মৃদু হাসলো রানা। 'তোমার কথামতো এই দেখো, পিছিয়ে যাচ্ছি আমি।' পিছানোর ভঙ্গি করলো রানা, পেশী শক্ত করে নিয়ে লাফ দিলো ডান দিকে, ব্রাউনিঙের মাজলকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে, সেই সাথে ঘুরে গিয়ে বাম পা দিয়ে লাথি মারলো ট্রের ওপর।

হিসেবে এক চুল ভুল হয়নি, মগের গরম কফি মার্ক হোমসের চোখমুখে ছিটকে পড়লো, পুড়িয়ে দিলো চামড়া। তার প্রতিক্রিয়া হলো যেমনটি রানা আশা করেছিল। প্রথমে অস্ত্র ও ট্রেটা ছেড়ে দিলো সে, পরমুহূর্তে হাত দুটো সবেগে উঠে গেল মুখে, তারপর চিৎকার শুরু করলো।

এক পা এগিয়ে ব্রাউনিংটা তুলে নিলো রানা, সেটা উল্টো করে ধরে মার্ক হোমসের মাথায় প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারলো। নেতিয়ে পড়লো ইন্টারোগেটর। সেল থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিলো ও।

বাইরের দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিলো রানা। কাউকে দেখলো না। প্যাসেজ ধরে সাবধানে এগোলো, চলে এলো প্রথম কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায়। ইনভিনসিবলের প্রতিটি প্যাসেজ, কম্প্যানিয়নওয়ে, বাল্কহেড, ক্যাটওয়াক ইত্যাদি চেনে রানা, জাহাজটার কোথায় কি আছে দেখার জন্যে পুরো একটা দিন ব্যয় করেছে ও। সে সুযোগ রেনদের কেউ পায়নি, কারণ জাহাজের সব জায়গায় যাবার অধিকার দেয়া হয়নি তাদের।

রানা জানে, সবচেয়ে কাছের হেডসটা কোন্ দিকে, যেটায় সী লেভেলের ওপর পোর্ট আছে। হেডসে পৌঁছে দরজা বন্ধ করলো ও, পোর্ট খুলে বাইরে

তাকালো। দেখার মতো কিছু নেই। সেলের চাবিটা সাগরে ফেলে দিলো ও।

হেডস থেকে বেরিয়ে আবার সাবধানে এগোলো রানা। মাঝে মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ছে ও, কান পেতে শুনছে। রেনদের সাধারণত দূর থেকে দেখেই চেনা যায়, তবে সন্দেহ নেই রুবি বেকারের রেনরা বিশেষ ধরনের ট্রেনিং পেয়েছে। সংখ্যায় তারা মাত্র পনেরোজন, জানা কথা জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তারা।

ক্রু রুমটা মেইন ডেক লেভেলে, সেদিকেই যাচ্ছে রানা। রুবি বেকার যে-সব জায়গায় পাহারা বসাতে পারে সে-সব জায়গাগুলোকে এড়িয়ে গেল ও। ইতিমধ্যে ১৪.৪৫ ঘণ্টা বেজে গেছে। ভাগ্য ভালো হলে, সবাই ওরা ডেকের নিচে নেমে গেছে, কেনেথ কালভিনের নির্দেশে।

মনে হলো যেন গোটা জাহাজে কেউ বেঁচে নেই,পথে একজনের সাথেও দেখা হলো না। ক্রু রুমে পৌঁছে রানা বুঝতে পারলো, ডেকে মাত্র একজন রেনকে পাহারায় রাখা হয়েছে।। সে-ও, রানা ধারণা করলো, ঘড়ির কাঁটা পনেরো ঘণ্টায় পৌঁছুবার দু'এক মিনিট আগেই নিচে নেমে যাবে।

মেইন ডেকে বেরুবার দরজাটা খোলা রয়েছে, মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর দিকে পিছন ফিরে। সেই লম্বা মেয়েটা, সোনালি চুল মাথায়, লিডিংরেন-ওকে সেলে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার হাতে সেই আগের অস্ত্রটাই দেখলো রানা, একটা এইচ অ্যাণ্ড কে এমপিফাইভ এসডিথ্রি। অস্ত্রটা এমনভাবে ধরে আছে, ওটা যেন তার সন্তান। টেরোরিস্টদের এই ভঙ্গিটা বিপজ্জনক। মেয়ে টেরোরিস্টদের শেখানোই হয়, ব্যক্তিগত অস্ত্রকে সন্তানতুল্য বলে মনে করতে হবে।

ক্রু রুমের চারদিকে তাকালো রানা। একটা জি-সুট আর হেলমেট দেখলো, ওর সাইজের সাথে না মিললেও কাজ চালানো যাবে। দুপুর দুটো বেজে পঞ্চাশ মিনিট। বাল্কহেড দরজা দিয়ে লিডিংরেনকে দেখতে পাচ্ছে রানা, মেয়েটার সামনে রয়েছে সী হ্যারিয়ারগুলো–চারটে প্লেনের প্রথমটা রয়েছে স্কি র‍্যাম্পে, দ্বিতীয়টা তার ঠিক পিছনে, বাকি দুটো খানিকটা তফাতে পার্ক করা।

বাল্কহেডের একপাশে দাঁড়িয়ে, ডেকের দিকে পিঠ, হেলমেটের ভাইজার তুলে খুব জোরে শিস দিলো রানা।

ডেক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, তারমানে লিডিংরেন শব্দটা শুনে সতর্ক হয়ে গেছে। আবার শিস দিলো রানা, তীক্ষ্ণ শব্দে, তারপর শুনতে পেলো মেয়েটার পায়ের আওয়াজ ক্রু রুমের দিকে এগিয়ে আসছে।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। কল্পনার চোখে দেখতে পেলো রানা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ইতস্তত করছে মেয়েটা, সেফটি অফ করা এইচ অ্যাণ্ড কে কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরা।

মেয়েটা ভেতরে ঢুকলো অকস্মাৎ, এতো দ্রুত যে হকচকিয়ে গেল রানা। তবু ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে, মেয়েটা কেবিনে ঢুকলো ডান দিকে লাফ দিয়ে। ডান হাতি একটা মেয়ের কাছ থেকে সেটাই আশা করেছিল রানা, সেজন্যেই বাম দিকে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে ও।

পিছন থেকে লিডিংরেনের গলাটা পেঁচিয়ে ধরলো রানা। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে রানার হাত খামচে ধরলো রেন। গলা পেঁচিয়ে ধরা রানার হাতটা চাপ বাড়ালো আরো খানিক, দম আটকে এলো মেয়েটার। চিৎকার করবে সে উপায় নেই তার। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো নরম শরীর। আরো খানিক চাপ বাড়ালে মারা যাবে মেয়েটা, জানে রানা। ডেলা কার্টিস হলে খুশি মনে তাই করতো ও। কিন্তু এ-মেয়েটাকে জেরা করার জন্যে দরকার হতে পারে। তাছাড়া, যেখানে অচল করে দিলেই চলে সেখানে খুন করার কি দরকার। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মানুষ খুন করা রানার নীতিবিরুদ্ধ।

অজ্ঞান দেহটা দরজার আড়ালে নামিয়ে রাখলো রানা, এইচ অ্যাণ্ড কে-টা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো খোলা ডেকে। সোজা স্কি র‍্যাম্পে, প্রথম সী হ্যারিয়ারের পাশে চলে এলো ও।

জেনারেটর-এর সাথে প্লাগ লাগানো রয়েছে, ব্যস্ত হাতে সেটা খুলে নিলো রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ককপিটে। সিটে বসতে যাবে, যেন মনে হলো অন্য একটা প্লেনের আওয়াজ ঢুকলো কানে। জলদি, নিজেকে তাগাদা দিলো রানা। বুকে স্ট্র্যাপ আটকে বুদবুদের ঢাকনিটা নামালো, চাপ দিলো ইগনিশনে। প্রি-টেক-অফ ড্রিল মুখস্থ আছে।

ইগনিশনে চাপ দিয়েছে রানা, সেই সাথে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। ওর পিছনে কোথাও ঝলসে উঠলো আগুনের শিখা। থারটি-এমএম শেল পার্ক করা প্লেন আর ওর চারপাশের ডেকে সশব্দে আঘাত করলো।

এঞ্জিন স্টার্ট নিলো। আকৃতিটাও এতোক্ষণে পরিষ্কার হলো রানার চোখের সামনে–ওটাও একটা সী হ্যারিয়ার, খুব নিচ দিয়ে আসছে, প্রায় সাগর ছুঁয়ে। একটা বৃত্ত রচনার জন্যে ঘুরতে শুরু করলো ওটা। তারপর আবার সরাসরি ইনভিনসিবলের দিকে ছুটে এলো।

## আট

ইনভিনসিবলের ওপর এটা পুরোদস্তুর একটা আক্রমণ কিনা জানা নেই রানার। একেবারে শেষ মুহূর্তে, যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা আসলে কি–পনেরো ঘণ্টায় তাদের দাবি মানা না হলে নিজেদের ক্ষমতা দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাস্ট। তারমানে চরম আঘাত হানা তাদের উদ্দেশ্য নয়, অন্তত এই মুহূর্তে।

কন্ট্রোল চেক করতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড বেরিয়ে গেল। তারপর খাড়াভাবে স্কি র‍্যাম্প থেকে আকাশে উঠে এলো সী হ্যারিয়ার, ৬০ ডিগ্রী তির্যকভাবে, ছ'শো চল্লিশ নট গতি।

বাম দিকে ছুটলো প্লেনটা, একটা ডানা সাগরের দিকে তাক করা। এক হাজার ফুট দূরে, ডান দিকে ইনভিনসিবলকে দেখতে পেলো ও, ডেকের ওপর দাউ দাউ করে জ্বলছে বাকি প্লেন আর হেলিকপ্টারগুলো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পিছু ধাওয়া করলো দ্বিতীয় সী হ্যারিয়ার। হেডফোনে শব্দ পাচ্ছে রানা ব্লিপ-এর, রাডার থেকে আসছে। সামনের রাডার স্ক্রীনেও ছবিটা দেখতে পেলো ও। দ্বিতীয় সী হ্যারিয়ারটা ওর পিছনে ও খানিকটা ওপরে রয়েছে।

স্টিক টেনে নিলো রানা, আকাশের দিকে তুললো প্লেনের নাক, সেই সাথে হিসহিস শব্দটা শুনতে পেলো। একটা মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। সাথে সাথে নিকট অতীতের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল রানার। আইল অভ ম্যান-এর কাছাকাছি বোম্বিং রেঞ্জে ওকে লক্ষ্য করে প্রথম মিসাইলটা ছোঁড়া হয়েছিল। এটাও নিশ্চয়ই একটা এআইএম-নাইনজে সাইডউইণ্ডার। এতো কাছ থেকে ছোঁড়া হয়েছে, পিছু নিয়ে ঠিকই আঘাত করতে পারবে।

হাতের দ্রুত ঝাপটা দিয়ে বোতাম টিপলো রানা, প্লেন থেকে বেরিয়ে গেল তিনটে ফ্লেয়ার। প্লেনটাকে ডিগবাজি খাওয়াতে শুরু করলো ও। বিপজ্জনক গতিতে নেমে যাচ্ছে সাগরের দিকে।

রানার চোখের সামনে গোটা দুনিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে। হিসহিস শব্দটা শুনতে না পেয়ে বুঝতে পারলো, ফ্লেয়ারগুলো কাজে লেগেছে। ইতিমধ্যে দু'হাজার ফুটে নেমে এসেছে ও, কিন্তু দ্বিতীয় সী হ্যারিয়ারটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

পুরোপুরি ৩৬০ ডিগ্রী বাঁক নেয়ার সময় গোটা সাগর আর আকাশে চোখ বুলালো রানা। বারবার চোখ ফিরিয়ে আনলো রাডার স্ক্রীনে। দূরে এখনো ইনভিনসিবলের আগুন ধরা ডেক দেখা যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারলো না, তবে মনে হলো ডেকে হলুদ ফায়ার বুলডোজার এনে আগুন নেভাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর রাডার স্ক্রীনে একটা আলোকিত কণা দেখতে পেলো ও–দ্বিতীয় সী হ্যারিয়ার ওটা, প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে।

নতুন কোর্স অ্যাডজাস্ট করলো রানা। অপর সী হ্যারিয়ারটা যে পালাতে চেষ্টা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফুলস্পীডে ধাওয়া করলো রানা। স্ক্রীনের কণাটা আকারে সামান্য বড় হলো, তারমানে দূরত্ব কমছে। সচেতন কোনো চিন্তা ছাড়াই রানা জানে, ওর প্রতিপক্ষ পাইলট কে হতে পারে। ওকে লক্ষ্য করে প্রথম যেদিন মিসাইল ছোঁড়া হয়, সেদিন নিখোঁজ হয়েছিল একটা সী হ্যারিয়ার, পাইলট রিকি ভালদাজকে নিয়ে।

দুটো সী হ্যারিয়ারের মাঝখানে আর বিশ মাইল দূরত্ব। একটা সাইডউইণ্ডারকে 'আর্মড' পজিশনে আনলো রানা, লক-আপ সিগন্যাল পাবার অপেক্ষায় থাকলো, কারণ শিগ্‌গিরই দ্বিতীয় প্লেনটা রেঞ্জের ভেতর চলে আসবে। কিন্তু তারপরই স্ক্রীন থেকে আলোকিত কণাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি ঘটেছে বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে ফেললো রানা। তারপর ভাবলো, রিকি ভালদাজ সম্ভবত সী লেভেল থেকে ওপরে উঠছে, ডিগবাজি খেয়ে উঠে এসেছে ওর ওপরে, ফিরতি পথ ধরে ছুটে আসছে ওর দিকে। প্লেনের নাক উঁচু করলো ও, রাডারকে সুযোগ করে দিলো আকাশটা খুঁজে দেখার। বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করলো রাডার–আসলেও রিকি ভালদাজের সী হ্যারিয়ার রানার ওপরের আকাশে উঠে এসেছে, ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে।

সম্ভাব্য ধীরগতিতে ওপর দিকে উঠছে রানা, হিসহিস শব্দ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ। রেঞ্জের ভেতর পেলেই রিকি ভালদাজ আবার মিসাইল রিলিজ করবে, জানে ও।

মাঝখানে মাত্র পনেরো মাইল দূরত্ব, দুটো প্লেন ১২০০ নট গতিতে পরস্পরের দিকে ছুটছে। কয়েক সেকেণ্ড পর এইচইউডি-র মার্কার জ্যান্ত হয়ে উঠলো, হেডফোন হয়ে রানার কানে ঢুকলো পরিচিত বিপবিপ শব্দ। লক-আপ সিগন্যাল পেয়ে গেছে ও।

সাইডউইণ্ডার রিলিজ করলো রানা, ওর বাম দিকে ঝলসে উঠলো আগুনের শিখা। সেই সাথে হিসহিস শব্দটাও শুনতে পেলো ও, বুঝলো দু'জন একই সাথে মিসাইল ছুঁড়েছে ওরা।

চারটে ফ্লেয়ার ছেড়ে বাম দিকে বাঁক নিলো রানা, ওপরে উঠছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর মাইল খানেক পিছনে একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। রিকি ভালদাজের মিসাইল আঘাত করেছে ফ্লেয়ারগুলোকে। পরমুহূর্তে, কোনো রকম সতর্ক না করে, রানার সী হ্যারিয়ার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো। ওর পিছনে প্লেনের ফিউজিলাজে থারটিএমএম শেল লেগেছে।

প্লেনটাকে ডান ডানার ওপর খাড়া করলো রানা, তারপর উল্টোদিকে অর্থাৎ বাম ডানার ওপর। রিকি ভালদাজ এখনো ওর সামান্য ওপরে রয়েছে, এক হাজার ফুট রেঞ্জের ভেতর। আরেকটা সাইডউইণ্ডারকে 'আর্মড' পজিশনে আনলো রানা, কান পেতে লক-আপ সিগন্যাল শুনলো, তারপর চাপ দিলো বোতামে। বোতামে চাপ দিয়েছে, এই সময় আরো এক ঝাঁক থারটিএমএম শেল আঘাত করলো ওর প্লেনের ডান দিকের ডানায়। আবার ঝাঁকি খেলো সী হ্যারিয়ার, পরমুহূর্তে সামনের উজ্জ্বল গোলাপী আগুনটাকে লক্ষ্য করে যেন লাফ দিলো প্লেনটা। রানার সাইডউইণ্ডার রিকি ভালদাজের প্লেনটাকে এইমাত্র আঘাত হেনেছে।

স্লো-মোশন ছায়াছবির মতো লাগলো দৃশ্যটা। এইমাত্র প্লেনটা ওখানে ছিলো, পরমুহূর্তে আগুন ধরে গেল ওটায়, ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

বিধ্বস্ত সী হ্যারিয়ারকে পাশ কাটিয়ে এলো রানা, দেখলো অক্ষত রয়েছে শুধু একটা ডানা, গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার মতো ডিগবাজি খেতে খেতে সাগরের দিকে নেমে যাচ্ছে।

প্লেনের স্পীড কমিয়ে বাঁক ঘুরলো রানা, উপকূলের দিকে কোর্স অ্যাডজাস্ট করলো। হঠাৎ কাঁপতে শুরু করলো সী হ্যারিয়ার, ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো।

কন্ট্রোলের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো রানার, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া গেল না। সী হ্যারিয়ারের টেইলপ্লেনের একটা অংশ সম্ভবত চুরমার হয়ে গেছে।

সী লেভেল থেকে দশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে রানা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে উচ্চতা হারাচ্ছে সী হ্যারিয়ার। নামার গতিটা খুব দ্রুত না হলেও, এক সময় আকাশে ওর ভেসে থাকা সম্ভব হবে না। এখন সব কিছু নির্ভর করছে সাগরে কি ভঙ্গিতে পড়বে প্লেনটা তার ওপর। গোত্তা খেয়ে পড়লে সলিল সমাধি ছাড়া আর কিছু আশা করার থাকবে না।

এঞ্জিনের শব্দ শুনে মনে হলো ওটার ভেতর কেউ যেন এক টন বালি ঢেলে দিয়েছে। অটো সিগন্যাল অন করলো রানা, রোটা বেস থেকে ওরা তাকে পথ দেখাবার সুযোগ পাবে।

তিন হাজার ফুটে নেমে আসার পর দূরে উপকূল রেখা দেখতে পেলো রানা। ইতিমধ্যে প্লেনের কাঁপুনি আর ঝাঁকি এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে মনে হলো যে-কোনো মুহূর্তে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে ওটা। নিচে নামার গতি আগের চেয়ে বাড়ছে। রানা জানে, করার মতো আর একটা কাজই বাকি আছে শুধু। মনে মনে আশা করলো, রিকি ভালদাজের শেলগুলো মার্টিন বেকার ইজেক্টর সিটের কোনো ক্ষতি করেনি।

ইজেক্টর সিটের ফায়ারিং হ্যাণ্ডলটা ওর দু'পায়ের মাঝখানে। হ্যাঁচকা টান দাও, বিস্ফোরিত হবে বুদ্‌বুদ্‌, সিটটা নিক্ষিপ্ত হবে ওপর দিকে, পাইলটকে নিয়ে দূরে সরে যাবে প্লেনের কাছ থেকে।

আটশো ফুটে নেমে এলো সী হ্যারিয়ার। পোর্ট উইং বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে গেল। মনে হলো, স্থির হয়ে যাচ্ছে সী হ্যারিয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে হেলিকপ্টার ব্লেডের ঝিলিক দেখতে পেলো ও। বুঝলো, এখনই সময়, এরপর আর সময় পাওয়া যাবে না। সী হ্যারিয়ার একটা ইস্পাতের ইঁটের মতো, মাটিতে ধাক্কা খাওয়ানো চলে না, কারণ এখনো এটায় মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে। প্লেনের নাক এলোমেলোভাবে ঘুরতে শুরু করলো এদিক-ওদিক, তারপর গোত্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো। রানা বুঝলো, এ নাকটা আর উঁচু হবে না।

ইজেক্টর লিভার ধরে টান দিলো ও।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে কিছুই ঘটছে না, তারপর সামান্য ধাক্কা অনুভব করলো রানা পিছনে, দেখলো বুদ্‌বুদ্‌টা লাফ দিলো ওপর দিকে। পঙ্গু, পতনশীল হ্যারিয়ার থেকে রকেটটা যখন ওকে বের করে আনছে, বাতাসকে মনে হলো নিরেট দেয়াল। ধুপ করে একটা শব্দ হলো, মৃদু ঝাঁকি খেলো রানা, সেই সাথে খুলে গেল প্যারাশুট। নিচে, ওর বাম দিকে, টগবগ করে ফুটছে পানি, তারমানে ওখানেই ডুবেছে হ্যারিয়ার। তারপরই স্বস্তিকর একটা আওয়াজ পেলো রানা–ইউএস নেভীর রেসকিউ হেলিকপ্টার কাছাকাছি চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে সিট থেকে আলাদা হয়ে গেছে রানা, আগের চেয়ে দ্রুতবেগে সাগরের দিকে নামছে। ওর চারপাশে বিস্ফোরিত হলো পানি, তলিয়ে গেল রানা, এক সেকেণ্ড পর বয়েন্সি গিয়ার ফুলে উঠতেই উঠে এলো পানির ওপর।

পাঁচ মিনিট পর সাগর থেকে ওকে উদ্ধার করলো হেলিকপ্টার।

সময়টা শেষ বিকেল, রোটার ইউএসএনবি-তে বসে আছে রানা। কামরাটা ছোটো, ওর সাথে রয়েছে একজন ইউএস মেরিন মেজর, একজন রয়্যাল মেরিন স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রন মেজর, কমাণ্ডার মাইকেল বার্টার ও ক্লডিয়া মন্টেরা। ওদের সামনে টেবিলের ওপর একটা প্ল্যান-এর পুরো সেট রয়েছে, তাতে ইনভিনসিবলের লেআউট আঁকা।

এক ঘণ্টা আগে, নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে, লণ্ডন থেকে ব্রিফ করা হয়েছে রানাকে। বাস্ট ওদেরকে সময় দিয়েছে ভোর, আগামীকাল ছ'টা পর্যন্ত। তারপর ভিআইপি জিম্মিদের একজনকে খুন করবে তারা। ওরা জানে, মেসেজটা জিব্রালটার হিলটন থেকে কেনেথ কালভিন পাঠিয়েছে লণ্ডনে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। হিলটন হোটেলের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কেনেথ কালভিন পালিয়ে যেতে পারে ভেবে রানা এজেন্সির তিনজন এজেন্ট পাঠানো হয়েছে হোটেলের লবিতে। আরো দু'জন লোক, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট তারা, ব্যাক-আপ টিম হিসেবে রয়েছে ওখানে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, সরাসরি হানা দিয়ে কেনেথ কালভিনকে গ্রেফতার করা হবে, কারণ ইতিমধ্যে ওরা জানতে পেরেছে এয়ারপোর্টে তার একজন পাইলট হেলিকপ্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কেনেথ কালভিনকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে। কারণ, রানার সাথে বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো একমত হলেন, লিডার ধরা পড়েছে জানতে পারলে রুবি বেকার আর তার রেনরা উন্মাদ হয়ে যাবে, খেপে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের খুন করতে হয়তো দ্বিধা করবে না।

সাগরের ঠিক কোথায় টাকা ও মার্কার ফেলতে হবে জানিয়ে দিয়েছে কেনেথ কালভিন। টাকাটা উদ্ধার করার সময় বা উদ্ধার করার পর কেউ যদি তার দিকে এগোয়, তিনজন জিম্মিকেই খুন করা হবে। টাকাটা উদ্ধার করতে আসবে একটা হেলিকপ্টার।

আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে, কেনেথ কালভিনকে জীবিত ধরার আগে জিম্মিদের উদ্ধারের জন্যে একটা চেষ্টা চালানো হবে। 'কালভিনকে আমরা বলতে পারি, তার দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। অস্থিরতা দূর হবে তার। এই সুযোগে আমরা জিম্মিদের মুক্ত করার চেষ্টা করবো।' প্রস্তাবটা ছিলো রানার। পেন্টাগন, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ক্রেমলিন, তিন জায়গা থেকেই সম্মতি পাওয়া গেছে। স্থানীয় ফোর্সও রানার নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি করেনি। উদ্ধার পরিকল্পনাটা তৈরি করার দায়িত্বও ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওর ওপর।

'ইনভিনসিবলের সাথে কালভিন যোগাযোগ রাখছে কিভাবে, জানা গেছে কিছু?'

'ইনভিনসিবলের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই,' রানাকে জানিয়েছে মাইকেল বার্টার। 'আমার ধারণা, সে একটা কোড ওয়ার্ড পাঠাবে ওদেরকে। আ

ওয়ান টাইম ব্রেক ইন সাইলেন্স। জিব্রালটার থেকে সম্ভবত একটা শর্টওয়েভ ব্যবহার করবে সে। কোড ওয়ার্ড-এর অর্থ হবে–আমরা রাজি হলে, তৈরি থাকো; আমরা রাজি না হলে, খুন করো।'

এই মুহূর্তে, ইউএসএনবি রোটার একটা কামরায় বসে নিজের পরিকল্পনা ও রণকৌশল ব্যাখ্যা করছে রানা। রুবি বেকারকে নিয়ে সংখ্যায় ওরা পনেরো জন মেয়ে। 'একজনকে অজ্ঞান করে এসেছি, তবে এতোক্ষণে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। মার্ক হোমসও বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠেছে, বিকল্প চাবি থাকলে সেল থেকে বের করা হয়েছে তাকেও। হলো ষোলো জন। কেনেথ কালভিনের সহকারী ফারাজ লেবানন যদি হাঁটাচলা করতে পারে, সতেরো জন। সমস্যা হবে ওদের পোষ মানা সাইকো লিডিংরেন ডেলা কার্টিসিকে নিয়ে। আমার ধারণা, জিম্মিদের সাথে একই কামরায় তাকেও তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, কিংবা তাদের খুব কাছাকাছি কোথাও, সঙ্কেত পেলেই যাতে খুন করতে পারে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হবে এখানে পৌঁছুনো।' মেইন ডেক থেকে একতলা নিচে ব্রিফিং রুমে সরে এলো রানার আঙুল। 'এই কাজটা, যদি সম্ভব হয়, কারো চোখে ধরা না পড়ে করতে হবে আমাদের।' একটু থেমে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো রানা। 'আমি চাই আপনারা সবাই জানুন, এ-সবই আমার অনুমান মাত্র। ওই ব্রিফিং রুমেই বৈঠকে বসেছিলেন ওঁরা। সেজন্যেই আমি ধারণা করছি, ওদেরকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে। বাল্কহেড দরজায় সম্ভবত একজন গার্ড থাকবে। তবে, আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আর আমার ভুল হলে অপারেশনটা ব্যর্থ হতে বাধ্য, এবং সেজন্যে সমস্ত দায়িত্ব একা আমি বহন করবো।'

'তবে আপনি বিশ্বাস করেন ওটাই আমাদের প্রধান টার্গেট?' মেরিন বোট স্কোয়াড্রন মেজর জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। ঝুঁকিটা নিতে হবে আমাদের। নিচে নামার সহজ পথটা হলো ফ্লাইট ক্রু রুমের ভেতর দিয়ে, এখানে।' হ্যারিয়ারের কাছে পৌঁছুনোর জন্যে যে বাল্কহেড দরজাটা ব্যবহার করেছিল রানা, আঙুল দিয়ে দেখালো সেটা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা, অথচ মনে হলো যেন কতো যুগ পেরিয়ে গেছে।

'কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করার আগে, আমাদের দলে কতোজন থাকা দরকার বলে মনে করেন আপনি?' রয়্যাল মেরিনের মেজর একটু চাপ সৃষ্টি করছে রানার ওপর, খানিক আগে থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে ও। এলিট ফোর্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার একটা প্রবল ঝোঁক, কৃতিত্ব অর্জনের প্রচণ্ড একটা নেশা থাকেই।

'চোদ্দ, পনেরো জনের বেশি নয়।' প্রথমে ইউএস মেরিন মেজরের দিকে, তারপর রয়্যাল মেরিন মেজরের দিকে তাকালো রানা। 'নেতৃত্ব দেবো আমি, আগেই ঠিক হয়েছে। মূল প্ল্যানটা সবাই মিলে তৈরি করবো। আপনাদের দু'জনের কাছ থেকেই পাঁচজন করে লোক চাই আমি,' পালা করে আবার দু'জনের দিকে তাকালো ও, দু'জনেই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। 'এবার, অস্ত্র প্রসঙ্গ। পছন্দ করি বা না করি, ওখানে রক্তপাত ঘটবে। কিছু লোককে খুন করতে হবে নিঃশব্দে। যথেষ্ট হ্যাণ্ডগান আর সাইলেন্সার আছে আপনাদের কাছে?'

জবাব দিলো মাইকেল বার্টার। 'ব্রাউনিং আর এইচ অ্যাণ্ডকে সাপ্লাই দিতে পারি আমরা, সাথে মডিফায়েড নয়েজ রিডাকশন ইউনিট।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'প্রত্যেকে হয় একটা ব্রাউনিং নয়তো এইচ অ্যাণ্ডকে নেবে সাথে। আমি চাই প্রতিটি ইউনিটের একজনের কাছে একটা সাব-মেশিন-গান থাকবে। আছে নাকি, মাইক?'

'এমপিফাইভ, ফাইভকে, উজি, কি চাই আপনার?'

'প্রত্যেকের সাথে একটা করে ছুরি থাকবে।' বার্টারের দিকে তাকালো রানা। 'গ্রেনেড?'

'যতো খুশি, চাইলেই পাবেন।'

'প্রত্যেকের সাথে দুটো করে। টিয়ার-গ্যাস গ্রেনেডও থাকতে হবে। আমরা মুখোশ পরে যাবো। এবার, মূল প্রিকল্পনা। পাহারা দেয়ার জন্যে জাহাজটার কোথায় কোথায় লোক রাখা হয়েছে জানা দরকার আমাদের। ওদের নেত্রী মেয়েটাকে আমি চিনি, বোকা নয় সে। তবে তার আচরণ আন্দাজ করা কঠিন নয়।'

'সেক্ষেত্রে সে তার কয়েকটা মেয়েকে কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম নিতে দেবে,' রয়্যাল মেরিন মেজর বললো।

'সম্ভবত। ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড ধকল সহ্য করেছে তারা, তারমানে আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আমি বলবো, প্রতিবার মাত্র তিনটে মেয়েকে বিশ্রাম নিতে পাঠাবে সে। অর্থাৎ ডিউটিতে থাকলো বারোজন, মার্ক হোমসকে নিয়ে তেরোজন।'

'ওদের নেত্রী মেয়েটা কি সারাক্ষণ ডিউটি দেবে?' রয়্যাল মেরিন মেজর রানার খুঁত ধরার চেষ্টা করলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো রানা। 'রুবি সম্ভবত না ঘুমিয়ে আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারবে। ধরুন, আপনি তার ভূমিকা পালন করছেন, নিজের লোকদের কোথায় আপনি পজিশন নিতে বলবেন?'

সতর্কতার সাথে আলোচনা করলো ওরা, প্রাধান্য পেলো গ্রহণযোগ্য যুক্তি। সবশেষে একমত হলো ওরা, সাইকো ডেলা কার্টিসির ব্যাপারে রানার ধারণাই ঠিক, জিম্মিদের সাথেই রাখা হয়েছে তাকে, দরজায় একজন সশস্ত্র পাহারাদার। মেইন ডেকে আরো দু'জন থাকতে পারে, একজন সামনে অপরজন পিছন দিকে টহল দিচ্ছে। ব্রিজে দু'জন, হাতে থাকবে সম্ভবত সাব-মেশিনগান। আরো দু'জন থাকার সম্ভাবনা ফ্লাইট অপারেশনস-এ। এভাবে পাহারা বসালে গোটা মেইন ডেক কাভার করা সম্ভব।

ফার্স্ট ডেকের আইল্যাণ্ড থেকে সব মিলিয়ে পাঁচটা কম্প্যানিয়নওয়ে নেমে এসেছে, যেখানে ভিআইপিদের আটকে রাখা হয়েছে বলে ওদের ধারণা। 'প্রতিটি কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায় একজন করে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হয় সরাসরি গোড়ায়, নয়তো কাছাকাছি কোথাও,' রয়্যাল মেরিন মেজর

একমত হলো ওর সাথে। ইউএস মেরিন মেজর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো।

চুপচাপ, পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছে ক্লডিয়া মন্টেরা। থমথম করছে চেহারাটা।

'মেইন ডেকে কি ধরনের ডিফেন্স রয়েছে ওদের তা বোধহয় জেনে নিতে পারি আমরা।'

সবাই ওরা ঝট্ করে মাইকেল বার্টারের দিকে তাকালো। কেউ ভাবেনি এ-ধরনের একটা তথ্য দেবে সে।

রানা বুঝলো, কি বলতে চায় বার্টার। ঘাঁটিটা এখন, ওর সন্দেহ, ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাদা গলফ বলের মতো বিরাট আকারের চাকতিগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'জাহাজটায় তোমরা চোখ বোলাতে পারো?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' টেবিলের গায়ে পেন্সিল ঠুকছে বার্টার। 'এখানে বেশ কয়েকটা ফোর-ফ্যানড্ পিফরটিসিক্স রয়েছে আমাদের, সাথে লেটেস্ট রিকনিসনস হার্ডঅয়্যার। আপনারা রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে রেকি করে আসতে পারি আমরা। আজকের রাতটা গাঢ় অন্ধকার হবে, মেঘও থাকবে আকাশে, তাতে কিছু এসে যায় না–ওগুলো যে-কোনো জিনিসের ভেতর চোখ বুলাতে পারে। আইল্যাণ্ডে কে আছে, ডেকের কোথায় সেন্ট্রি রাখা হয়েছে, এ-সব অনায়াসে জানা যাবে।'

'কথাটা তোমার আরো আগে বলা উচিত ছিলো,' অনুযোগের সুরে বললো রানা। 'ঠিক কি করবে তোমরা? ওপর দিয়ে উড়ে যাবে, তারপর সবদিক কাভার করার জন্যে চক্কর দেবে চারদিকে?'

'অনেকটা সেরকমই। সময়টা জানা দরকার আমার।'

'ভোর পৌনে চারটে। তখনো চারদিক অন্ধকার থাকবে। যারা উদ্বেগ আর চাপের মধ্যে থাকে, এই সময় তাদের শরীর আর চলতে চায় না। ঠিক আছে?' একে একে সবার দিকে তাকালো রানা।

মেজররা মাথা ঝাঁকালো।

'তাহলে দেখি কি করতে পারি আমি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল বার্টার, ওরা এবার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনায় বসলো।

আলোচনা শেষ হতে মন্টেরা রানাকে জিজ্ঞেস করলো, ভারি গলায়, 'আমাকে বাদ দেয়া হলো কেন?'

'কে বললো বাদ দেয়া হয়েছে?' হাসলো রানা। 'তোমাকে অন্য একটা কাজে জিব্রালটারে পাঠানো হবে। উদ্ধার পর্ব সফল হলে, মানে বলতে চাইছি যদি বেঁচেবর্তে থাকি, তোমার সাথে যোগ দেবো আমিও। তারমানে দু'জন একসাথে শেষ করবো কাজটা। কেনেথ কালভিনকে ধরতে হবে না?'

'জ্যান্ত নাকি মরা?'

'সম্ভব হলে জ্যান্ত। আজ রাতে প্রচুর লোকজন মারা পড়বে। ধীরে ধীরে আমি একটা উপসংহারে আসছি, খুব বেশি খুন-খারাবি স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো নয়।'

'ঠিক আছে, রানা। মনে রেখো, তুমি আমাকে কথা দিয়েছো–আমার সাথে জিব্রালটারে দেখা করবে। কিন্তু, রানা...কালভিন সহজে পরাজয় স্বীকার করার লোক নয়।'

'আগে হাতের কাজটা শেষ করতে দাও, ডার্লিং,' বলে উপস্থিত সবার কথা ভুলে গিয়ে মন্টেরার দিকে ঝুঁকলো ও, চুমো খেলো তার গালে। 'তারপর দেখবে, আমিও সহজে হার মানতে জানি না।'

সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট, পিথারটিসিক্স অত্যন্ত সুন্দর বেশ কিছু ফটো তুলে আনলো। দু'একটা ইকুইপমেন্ট ইনফ্রারেড ব্যবহার করে, সেগুলো মানুষের শরীরের তাপ খুঁজে নেয়।

ওদের ধারণা পুরোপুরি না হলেও, বেশিরভাগই মিলে গেল। মেইন ডেকে তিনজন গার্ড রয়েছে–একজন সামনের দিকে, একজন পিছনদিকে, আরেকজন মাঝখানে। ব্রিজে রয়েছে তিনজন, ফ্লাইট অপারেশনস-এ দু'জন, আর কমিউনিকেশনে অন্তত একজন। সবাই স্বীকার করলো, কমিউনিকেশন রুমের অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ওরা।

'ব্রিজে তৃতীয় মানুষটাই হবে রুবি,' ভাবলো রানা। রাত তিনটে বাজে, সবাই ওরা জড়ো হয়েছে কালো একজোড়া ইনফ্লেটেব্ল্-এর পাশে। একটা ইউএস মেরিনদের জন্যে, অপরটা ব্রিটিশ মেরিনদের জন্যে। রানা ব্রিটিশ মেরিনদের সাথে থাকবে। তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে জিরো আওয়ার। জিরো আওয়ারে শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার আয়োজনও করা হয়েছে। রানাকে কালা আদমী বলা হলেও, ওর গায়ের চামড়া উজ্জ্বল শ্যামলা, কাজেই বাকি সবার সাথে ওর মুখেও কালো রঙ লাগাতে হয়েছে। সবার পরনে কালো কাপড়। অস্ত্রগুলো ঝুলছে কালো হারনেস থেকে।

জাহাজের পোর্ট সাইড লক্ষ্য করে এগোলো ওরা। নিঃশব্দে বৈঠা চালিয়ে আধ ঘণ্টার মতো লাগলো জাহাজের খোলের পাশে অন্ধকারে পৌঁছুতে।

দুটো ইনফ্লেটেব্ল্-এর লোকজনই গ্যাস মুখোশ পরে নিলো, অ্যাডজাস্ট করলো অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। তারপর অপেক্ষা। আগুনের প্রথম ঝলকটার সাথে বিস্ফোরণের আওয়াজটা এলো আধ মাইল দূর থেকে, টাস্ক ফোর্সের অপর অংশের দিক থেকে। আওয়াজটা খুব জোরালো হলো না, তবে আলোর ঝলকানি ধাঁধিয়ে দিলো চোখ। বোঝা গেল, প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। মেরিনরা সবাই চোখ নামিয়ে রাখলো। তবে ধরে নেয়া যায় ডেক, ব্রিজ বা ফ্লাইট অপারেশনসে যারা রয়েছে তাদের পক্ষে আলোর ঝলক থেকে চোখ বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

স্প্রিঙ ঠাসা লঞ্চার ব্যবহার করলো ওরা, চারটে গ্র্যাপলিং হুক ছুটে গেল ওপর দিকে, প্রতিটি রাবার দিয়ে মোড়া, যাতে কোনো শব্দ না করে। প্রতিটি হুকের সাথে পাকানো, ভারি রশি রয়েছে। গার্ড-রেইলিঙের সাথে এক এক করে আটকে

গেল হুকগুলো, ধরতে গেলে কোনো শব্দ না করে। ভাগ্যই বলতে হবে, দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা ঘটার মুহূর্তে হুকগুলো ছোঁড়া হয়েছিল।

রশি বেয়ে প্রথমে উঠলো রানা। ও জানে, ওর পিছনে গোটা দলটা তিন মিনিটের মধ্যে উঠে আসবে জাহাজে, কাজেই দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে, মাথা নিচু করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে গেল রানা, চোখ রাখলো বোরর কাছে পাহারারত মেয়েটার দিকে–আকাশের গায়ে তার কাঠামোটা পরিষ্কার দেখতে পেলো।

শত্রু বটে, কিন্তু নারী, পুরোপুরি নির্মম হতে পারলো না রানা। অন্য কেউ হলে পিছন থেকে সরাসরি ছুরি চালাতো, কিন্তু রানার পক্ষে তা সম্ভব নয়–যদিও জানে, ওকে দেখামাত্র খুন করার জন্যে গুলি করবে মেয়েটা। নিঃশব্দে এগোলো রানা, শিকারী বিড়ালের মতো। মনে হলো, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো ডলছে মেয়েটা। পিছন থেকে তার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরলো রানা। এক মিনিটও লাগলো না, অজ্ঞান দেহটা নিঃশব্দে ডেকের ওপর নামিয়ে রাখলো ও। একই সময়ে ডেকে ডিউটিরত আরো দুটো মেয়ে ছুরি খেয়ে প্রাণ হারালো।

রানার দলের লোকজন ক্রু-রুমের দু'পাশে, বাল্কহেডের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানাই প্রথমে ভেতরে ঢুকলো, দু'জন কাভার দিলো ওকে। রুমটা হয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এলো ওরা, বাম দিকে বাঁক নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে উঠলো, পাশ কাটালো ফ্লাইট অপারেশনস, তারপর ব্রিজে ওঠার জন্যে ক্যাটওয়াকের দিকে এগোলো।

কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় উঠে এসেছে ওরা, ক্যাটওয়াকের দিকে যাবে, এই সময় খট খট পায়ের শব্দ শোনা গেল, ওদের ডান দিক থেকে আসছে। তিনজনই ওরা অন্ধকারে বসে পড়লো, হন হন করে ওদেরকে পাশ কাটালো একটা মেয়ে, ব্রিজে যাচ্ছে।

ওদেরকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো রানা। ব্যস্ত মেয়েটার পিছু নিলো ওরা, শব্দহীন ছায়া যেন। ব্রিজের সামনে মেইন বাল্কহেডের কাছে থামলো ওরা।

'সত্যি? সত্যি ওরা রাজি হয়েছে?' রুবি বেকারের গলা।

'মেসেজে বলা হয়েছে, হেডেক, ম্যাডাম। আপনি বলেছেন, ওটা রাজি হবার সঙ্কেত, আমাদের স্ট্যাণ্ড বাই থাকতে হবে। ভাইপার যখন আসবেন তখন ওরা যদি কোনো রকম চালাকি করে, আমাদেরকে মেসেজ পাঠানো হবে–গুড হোপ। আর তিনি টাকা উদ্ধার করতে পারলে–ব্যাড ওয়েদার। তারমানে প্ল্যান মতো কেটে পড়তে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ…,' শুরু করলো রুবি বেকার।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের লোকদের সঙ্কেত দিলো রানা, ব্রিজের ভেতর ছুঁড়ে দিলো একটা স্টান গ্রেনেড। বিস্ফোরণটা মারাত্মক কোনো ক্ষতি করবে না, জানে ওরা। কিন্তু ফাটলো না ওটা। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, ওর পিছু পিছু দু'জন মেরিনও।

পর্দাহীন কাচের সামনে রয়েছে মেয়েগুলো, নিচের ডেক কাভার দিচ্ছে-দু'জন একসাথে চরকির মতো আধপাক ঘুরলো, হাতের অস্ত্র উঠে আসছে–যেন বিস্ফোরণের শব্দে আপনাআপনি সচল হয়ে উঠেছে একজোড়া পুতুল। ধুপ্ ধুপ্ করে চারটে শব্দ হলো, হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু'জনেই তারা ছিটকে পড়লো কাচের ওপর, কাচে বাড়ি খেয়ে নেতিয়ে পড়লো ডেকে।

কমিউনিকেশন রূম থেকে আসা মেয়েটার গলায় দুটো বুলেট লেগেছে। একলাফে রুবি বেকারের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, হাতটা মুচড়ে ধরে কাত করলো তাকে, পিঠে পিস্তল চেপে ধরলো। 'কথা শোনো, রুবি। এক সেকেণ্ড দেরি নয়, ওঁদের কাছে নিয়ে চলো আমাদের। হয় নিয়ে যাবে, নয়তো বাকি সবার মতো মারা পড়বে। গোটা জাহাজ কাভার দিচ্ছি আমরা। সব জায়গায় লোক রাখা হয়েছে।' তাকে শক্ত করে ধরে বাল্কহেডের দিকে এগোলো রানা। রুবি মাথা ঝাঁকালো, তার চোখে ভয়ের একটা ছায়া দেখতে পেলো ও। দরজার কাছে পৌঁচেছে রানা, হঠাৎ চুরমার হয়ে গেল গভীর নিস্তব্ধতা।

প্রতিটি কম্প্যানিয়নওয়েতে টিয়ার-গ্যাস গ্রেনেড ছোঁড়া হচ্ছে, অ্যাসল্ট ফোর্সের বাকি সদস্যরা পরিষ্কার রাখছে প্যাসেজগুলো। রুবিকে নিয়ে ক্যাটওয়াক ধরে হাঁটছে রানা, খানিক পর পর মেয়েটার পিঠে ধাক্কা মারছে ও। ফ্লাইট অপারেশনস বাল্কহেডের সামনে একজন ইউএস মেরিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডেকে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তার কোনো মনোযোগ নেই। মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দলে যোগ দিলো সে।

'পথ দেখাও তুমি। ওরা কোথায় আছেন বলবে আমাকে,' বিড়-বিড় করলো রানা, কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নামছে ওরা।

'সম্ভবত বেঁচে নেই,' ম্লান গলায় বললো রুবি, গলায় আটকে যাচ্ছে আওয়াজ। 'ডেলাকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম খারাপ কিছু ঘটতে শুরু করলে কাউকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।'

'নিজের চোখে দেখবো।'

কম্প্যানিয়নওয়ের নিচে, টিয়ার-গ্যাসের নাগালের বাইরে, একজন ব্রিটিশ মেরিনকে দেখা গেল। হাত ইশারায় সরু প্যাসেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলো দেখালো সে।

ফুসফুসে টিয়ার গ্যাস ঢোকায় হাঁপাচ্ছে রুবি, চোখ রগড়াচ্ছে, কিন্তু রানা তার পিঠে বারবার ধাক্কা দিলো। ওদের গন্তব্য সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ নেই। ব্রিফিং রুমের দিকেই এগোচ্ছে ওরা। ওখানেই গোপন বৈঠক করছিলেন রাষ্ট্রপ্রধানরা।

'পরের বাঁকটায় সাবধান!' গলা চড়িয়ে বললো রানা, জানে প্যাসেজটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে ওদিকে। ওখানে অন্তত একটা মেয়ে পাহারায় থাকবেই।

ব্রিটিশ মেরিনদের একজন লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো, সাইলেন্সার লাগানো এইচ অ্যাণ্ডকে দিয়ে গুলি করলো দু'বার। তার পিছু নিয়ে ওরা দেখলো, আরেকটা মেয়ের লাশ পড়ে রয়েছে, ব্রিফিং রুম বাল্কহেডের সরাসরি সামনে।

প্যাসেজের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় শেষ মাথা থেকে গুলির শব্দ হলো। ব্রিটিশ মেরিনদের একজন ধাতব দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেলো, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তিনবার ঘুরে গেল তার শরীর, তারপর নেতিয়ে পড়লো ডেকের ওপর। লাশটা ডেকে তখনো পড়েনি, ইউএস মেরিন লোকটা হাত লম্বা করে পরপর চারটে গুলি করলো সামনে। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাকালো রানা, দেখলো বেয়ারা মার্ক হোমস কপালে তাজা রক্তের টিপ পরছে। ধরাশায়ী হবার আগে পর্যন্ত লোকটা যেন রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

এতোক্ষণে ওরা ব্রিফিং রূমের বাল্কহেড দরজায় পৌঁছে গেছে। রানার ইঙ্গিতে বাল্কহেডের দুটো পাশই কাভার দেয়া হলো। দরজার ভারি হাতলটা ধরলো রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কবাট খুললো, তারপর ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো রুবি বেকারকে।

'না! ডেলা! না, আমি…,' ভেতর থেকে এক ঝাঁক গুলি খেয়ে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলো রুবি বেকারের প্রাণহীন দেহটা। এক সেকেণ্ডও দেরি হলো না, একজন মেরিন লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরুলো, লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলো দু'বার।

গুলির শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি, মেরিনের পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। ধাক্কা খেয়ে ধাতব দেয়ালে বাড়ি খেলো ডেলা কার্টিসি, শব্দটা শুনে মনে হলো হাড়গুলো সব বুঝি ভেঙে গেছে। দেয়ালে রক্তের দাগ রেখে ডেকের ওপর পড়ে গেল সে।

চোখ ফেরাতেই রানা দেখলো, তিনটে ক্যাম্প বেডে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ওঁরা, ঠিক যেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ডেলা কার্টিসি। চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়–প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, চেয়ারম্যান গর্বাচেভ ও প্রাইম মিনিস্টার থেচার।

দুরু দুরু বুকে সামনে এগোলো রানা, পা যেন চলতে চায় না। এক এক করে তিনজনেরই পালস পরীক্ষা করলো ও। বেঁচে আছেন সবাই, দেখে মনে হলো সুস্থ আছেন তিনজনই। মিস্টার গর্বাচেভ রীতিমতো নাক ডাকছেন।

ভেতরে ঢুকলো ইউএস মেরিন মেজর। 'ক্যাপটেন রানা, গোটা জাহাজ আমাদের দখলে চলে এসেছে,' রিপোর্ট করলো সে।

'রিয়ার-অ্যাডমিরাল স্যার ওয়াল্টারের ঘুম ভাঙাতে হবে,' নির্দেশ দিলো রানা, সুরটা যদিও নির্দেশের মতো নয়। 'প্রেসকে কিছু না জানিয়ে ভদ্রলোকদের যার যার দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। জিব্রালটারে আমার একটা জরুরী কাজ আছে।'

## নয়

ঘুম হয়নি কেনেথ কালভিনের। রাত তিনটের সময় ফোনটা পাবার পর ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল সে, ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে লোকজনকে ডাকে, নিজের আনন্দের খানিকটা ভাগ তাদেরকেও দেয়।

অপারেশন শুরু হবার পর এই প্রথম রেডিও সাইলেন্স ভঙ্গ করলো সে, যোগাযোগ করলো ইনভিনসিবলের দুঃসাহসী মেয়েগুলোর সাথে। তবে শর্ট ওয়েভ, হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্সসিভার ব্যবহার করলো সে। হিলটনে ওঠার পর থেকে ওটা তার বিছানার পাশেই রয়েছে। সরাসরি নয়, টেপ করা মেসেজ পাঠিয়েছে সে।

ফ্রিকোয়েন্সি টিউন করার পর নির্দিষ্ট টেপটা বেছে নেয় কালভিন। ওটা ছিলো 'হেডেক' টেপ। মেসেজটা পাবার পর মেয়েগুলো বুঝবে, তিনটে দেশই তাদের দাবি ও শর্ত মেনে নিয়েছে, তারপরও মেয়েগুলো চোখ-কান খোলা রাখবে, কারণ কেউ যদি তার বা তাদের সাথে বেঈমানী করার চেষ্টা করে তাহলে বুশ, থেচার আর গর্বাচেভকে বিনা দ্বিধায় খুন করার দরকার হবে।

ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে একই মেসেজ বারবার পাঠালো কেনেথ কালভিন–হেডেক, হেডেক, হেডেক। একসময় ধরে নিলো, এতোক্ষণে মেসেজটা রিসিভ করেছে ওরা। কাজেই বেডরুমে ফিরে এলো সে, ঝুল-বারান্দার দরজা বন্ধ করলো, টেনে দিলো পর্দাটা, সবশেষে নষ্ট করলো হেডেক টেপটা।

ছোট্ট ট্র্যান্সসিভারটা চামড়ার কেসে ভরে রাখলো কালভিন। তারপর নিশ্চিত হবার জন্যে দেখলো, বাকি দুটো টেপ ঠিক জায়গামতো আছে কিনা।

বিছানার পাশে টেবিলের ওপর কেসটা রাখলো সে। কি ভেবে আবার কেসটা খুললো, ট্র্যান্সসিভারে গুড হোপ টেপটা ঢুকিয়ে রাখলো–বলা তো যায় না, ব্যবহার করতে হতে পারে। কিন্তু না, ওকে ধরার কোনো চেষ্টাই ওরা করবে না। কিভাবে করবে? উন্নত বিশ্বের তিনজন রাষ্ট্রপ্রধান তার হাতে জিম্মি রয়েছে না!

বিপদ হবার আর কোনো ভয় নেই, ভাবলো কেনেথ কালভিন। তার শর্ত মেনে নিয়েছে ওরা, রাজি হয়েছে টাকা দিতে। এ-ধরনের লোকেরা সহজে রাজি হয় না, তা সত্যি, কিন্তু ওদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিলো কি? বিছানায় শুয়ে ঝিমালো সে, নিজেকে এতো সুখী লাগছে যে ভালো করে ঘুমাতে পারলো না। সকাল ছ'টার দিকে তন্দ্রার ভাবটা ছুটে গেল তার। তবে বিছানা ছেড়ে সাড়ে সাতটার আগে নামলো না।

ফোন করে ব্রেকফাস্ট দিতে বললো সে। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল রূম সার্ভিস। গোগ্রাসে খেলো সে–আঙুরের রস, টোস্ট, ব্রেড রোল, ডিম, মাখন, পনির আর কফি। এরপর শাওয়ার সারলো, তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সময় আয়নায় চোখ রেখে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখলো। বোকা নয় সে, নয় দুর্বল বা অসুন্দর। এই পর্যায়ে পৌঁছুতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারণ ছিলো তার এই স্বাস্থ্য। জীবনভর স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছে সে। বয়সের তুলনায় সে যে যথেষ্ট সবল, সবাইকে তা স্বীকার করতে হবে। কেনেথ কালভিন, আজ রাত থেকেই তোমার হলো সারা। শুরু করবে অন্য এক লোক। কেউ তাকে আর কেনেথ কালভিন বলে চিনবে না।

বেডরূমে ফিরে, নগ্ন, বিছানার কিনারায় বসলো সে। সুইটজারল্যাণ্ডের একটা

ক্লিনিকে ফোন করলো। জুরিখের ওপর, উঁচু পাহাড়ের মাথায় ক্লিনিকটা। বুকিংটা কনফার্ম করলো ওরা। সময়টা ওর অনুকূলে, ভাবলো সে। গতকাল বোকার মতো শুধু শুধু ভয় পেয়েছিল সে।

কাল হাঁটতে বেরিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো, ওর ওপর নজর রাখছে কেউ। লবিতে একজন লোক ছিলো, পিছু নিয়ে খানিক দূর যায়। তারপর লোকটার পিছনে অন্য একজন উদয় হলো। হোটেলে যখন ফিরে আসছে, লবিতে একটা মেয়েকে দেখলো সে, মনে হলো খবরের কাগজের আড়াল থেকে নজর রাখছে তার ওপর। ধ্যেৎ, এ-সব তার মনের ভুল। নজর রাখতে যাবে কেন, চিনতে পারলে গ্রেফতার করতো ওরা।

কাপড় পরলো সে। স্যুটটা প্যারিসের সবচেয়ে নামকরা টেইলারিং শপ থেকে বানানো। তারপর দেরাজ থেকে বের করলো নরম চামড়া দিয়ে তৈরি শোল্ডার হোলস্টার। জ্যাকেট পরলো, দেরাজ থেকে তুলে নিলো বেরেটা নাইনটিথ্রিএ। বাটে ম্যাগাজিন ভরে স্লাইড মেকানিজমটা পরীক্ষা করলো, তারপর হোলস্টারে ভরে রাখলো। স্পেয়ার ম্যাগাজিন তিনটে ঢুকলো বিশেষভাবে তৈরি জ্যাকেটের পকেটে।

দেরাজ থেকে এবার বেরুলো মানিব্যাগ আর ক্রেডিট কার্ড ফোল্ডার। নির্দিষ্ট পকেটে রাখলো সেগুলো। একটা কাঁধে ট্র্যান্সসিভার ভরা কেসের স্ট্র্যাপ আটকালো, আরেক কাঁধে ঝোলালো ক্যামেরা।

প্রস্তুতি শেষ। হোটেলের কর্মচারীরা তার বাকি সব জিনিস নেয় নিক। ওগুলো পুলিসের হাতে পড়লেও কিছু আসে যায় না, ওর সম্পর্কে কোনো সূত্র পাওয়া যাবে না। হোটেলের বিল অগ্রিম দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলে আরো দু'দিন থাকতে পারে সে। পাওনা টাকাটা ফেরত চাওয়ার দরকার নেই। লোকে জানুক হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি সে।

বিশ্বাস করা কঠিন, মাসটা ফেব্রুয়ারী। ঝলমল করছে রোদ, গোটা আকাশ নীল। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলগুলো দুলছে। শরীর ভালো, মন ভালো, আবহাওয়া ভালো, ব্যবসা তুঙ্গে, হোটেলের লবিতেও পরিচিত কাউকে দেখা যাচ্ছে না–স্বয়ং প্রকৃতি ও ভাগ্যদেবতা যেন পণ করেছে তার অনুকূলে থাকার। গতকালের লোকগুলো সম্পর্কে তাহলে ভুল হয়েছিল তার। কাল নজর রাখলে আজ রাখবে না কেন? কই, তাদের একজনকেও তো দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে সে হাঁটতে পারে। হাঁটাহাঁটি করা শরীরের জন্যে ভালো। তাছাড়া, জিব্রালটারে যানজটের যে অবস্থা, হেঁটেই বরং তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে।

হোটেলটাকে পিছনে ফেলে এগোলো কেনেথ কালভিন, তার ডান দিকে শুধুই রাজ্যের পাথর। হাঁটতে শুরু করেছে তিন মিনিটও হয়নি, ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করলো সে, ওখানে যেন একটা পোকা হাঁটছে। পায়ের আওয়াজ ঢুকেছে তার কানে, পিছন থেকে আসছে। যেন তার হাঁটার ছন্দটাকে নকল করছে কেউ। সাধারণ কোনো ট্যুরিস্টের অলস পায়ের আওয়াজ নয়, মনে হলো আওয়াজটার মধ্যে অফিশিয়াল একটা ভাব আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে, পিছন দিকে তাকালো কেনেথ কালভিন। দেখতে পেলো ওদেরকে। একটা মেয়ে, তার সাথে এক যুবক। যুবকের পরনে লেদার বম্বার-জ্যাকেট, মেয়েটা পরেছে খাটো ক্যানভাস জ্যাকেট। দুই কোমরেই জিনস্।

তারপর যুবকের সাথে চোখাচোখি হলো তার। এই মুখ তার চেনা। ফাইলে দেখেছে। এই যুবককে খুন করার জন্যে অন্তত তিনবার নির্দেশ দিয়েছে সে। এর নাম মাসুদ রানা।

কেনেথ কালভিন ওকে চিনে ফেলেছে, বুঝতে পেরেই দ্রুত নড়ে উঠলো রানা। ডান নিতম্বের পিছনে চলে গেল একটা হাত, হোলস্টার থেকে ব্রাউনিংটা বের করবে। হাতে অস্ত্র পাবার আগেই পা দুটো ফাঁক করলো ও। কিন্তু শিকার ওর চেয়ে দ্রুত নড়ে উঠলো। পিস্তলটা বের করেছে রানা, তার আগেই নিচু পাঁচিলটা টপকে পাথরের রাজ্যে নেমে গেছে কেনেথ কালভিন, রাস্তা থেকে তাকে দেখা গেল না।

ছোকরার মরণ ঘনিয়েছে, ভাবলো কেনেথ কালভিন।

রাস্তাটা সরু, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্টেরা, তার হাতেও বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল, অপর হাতের ওয়াকি-টকি মুখের সামনে তুলে দ্রুত কথা বলছে সে–পুলিস আর ইন্টারপোলকে ডাকছে। জানে, রানা ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। নিজের ইচ্ছের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে ও, কেনেথ কালভিনকে ধাওয়া করবে একা।

'সাবধান, রানা!' নিচু পাঁচিল টপকে পাথরের রাজ্যে রানাকে লাফ দিতে দেখে পিছন থেকে চিৎকার করলো মন্টেরা।

ক্রমশ উঠে গেছে একটা পাথুরে ঢাল। হাজার হাজার বোল্ডার পড়ে রয়েছে ঢালের ওপর, কোনো কোনোটা একতলা বাড়ির সমান উঁচু। কেনেথ কালভিনকে কোথাও দেখতে পেলো না রানা।

ওর পাশে এসে দাঁড়ালো মন্টেরা। তারপর দু'জন দু'দিকে রওনা হলো, একজন অপরজনকে কাভার দিচ্ছে। ঢালটা গোলকধাঁধার মতো, ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুরপথে রাস্তায় উঠে যাওয়া কেনেথ কালভিনের জন্যে খুব কঠিন হবে না, কাজেই নিজেদের পিছন দিকেও একটা চোখ রাখলো ওরা। কিন্তু গুলিটা এলো সরাসরি ওপর দিক থেকে, যদিও ওদের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছুলো না বুলেটটা।

পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকলো ওরা, তারপর চওড়া একটা গুহার সামনে মিলিত হলো দু'জন। দেখে মনে হলো, পাথর কেটে মানুষই তৈরি করেছে ধনুকের মতো বাঁকা টানেলটা। টানেলের মুখে লোহার একটা গেট রয়েছে, বড় একটা তালা ঝুলছে গেটে। তালাটা ভাঙা, গেটের একটা কবাট আধখোলা।

'ভেতরে ঢুকেছে!' ফিসফিস করলো মন্টেরা। 'কিন্তু টানেলটা তার চেনা কিনা কে জানে।'

'তুমি চেনো?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো রানা।

মাথা নাড়লো মন্টেরা। 'তুমি?'

'না। একবার শুধু গ্যালারিতে গিয়েছিলাম। তবে, যেখানেই যাক ওর পিছু ছাড়া চলবে না।'

অসংখ্য টানেল রয়েছে ঢালের নিচে, এরকম জটিল গোলকধাঁধা দ্বিতীয়টি কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। টানেলগুলো সামরিক প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে প্রাচীন এঞ্জিনিয়ারদের কীর্তি চাক্ষুষ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল জনসাধারণকে–খুলে দেয়া হয়েছিল আপার ও মিড্ল্ গ্যালারি। সতেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে সার্জেন্ট মেজর ইনসের নির্দেশে তৈরি করা হয় ওগুলো। স্পেন-এর দিকে তাক করা কামান বসানো হয় গ্যালারিতে। ইতিহাস এখানেই থেমে থাকেনি। টানেলগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু অংশ আজও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। অলি-গলি চেনা না থাকলে রক অভ জিব্রালটারে নির্ঘাত হারিয়ে যাবে মানুষ।

টানেলের দেয়াল ঘেঁষে এগোলো ওরা। ভেতরে, সিলিং থেকে আলো জ্বলছে। খানিকটা এগোতেই বিশাল একটা চত্বর দেখলো ওরা, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। সরু টানেল ধরে সাবধানে, দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে এগোলো দু'জন। সিলিঙের ওপর খানিক পর পর একটা করে বালব জ্বলছে, আলোর কোনো অভাব নেই। সামনের দিকে কিছুই নড়ছে না।

আবার চওড়া হতে শুরু করলো টানেল। একজোড়া ঘরের সামনে থামলো ওরা, পাথর কেটে তৈরি করা। দরজায় তালা ঝুলছে। আবার এগোলো ওরা, জানে কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে কেনেথ কালভিন, আড়াল থেকে ওদেরকে গুলি করবে।

এরপর টানেলটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। একটা শাখা ধরে খানিকদূর এগোলো ওরা। দেখে মনে হলো এককালে ফিল্ড হসপিটাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো জায়গাটাকে। টালি দিয়ে ছাওয়া অপারেশন থিয়েটারের কিছু অংশ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। নর্দমা আর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুরোপুরি অক্ষত। হাসপাতাল থেকে আর কোনোদিকে যাবার পথ নেই দেখে মেইন টানেলে ফিরে এলো ওরা।

রানার মনে পড়লো, এক সময় লোকজন, ট্রাক, ট্যাংক, ফিল্ড গান, জিপ ইত্যাদি ছিলো টানেলগুলোয়। ঊনিশশো বিয়াল্লিশ সালে অপারেশন টর্চ-এর স্টেজিং পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় রক অভ জিব্রালটারকে। সে-সময় ফোর্স-এর কমাণ্ডে ছিলেন আইসেন হাওয়ার, তখন তিনি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল।

'ওদিকে,' ফিসফিস করলো মন্টেরা, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্বিতীয় টানেলটার দিকে তাকালো রানা, দেখলো কোনো রকমে একটা জিপ ঢুকবে। তেমন চওড়া নয় টানেলটা।

কান পাতার জন্যে মাঝে মধ্যে থামলো ওরা, সতর্কতার সাথে এগোলো। শেষ মাথায় পৌঁছে দেখলো, লোহার একটা দেয়াল পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে দরজা, জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা। ওকে কাভার দিলো মন্টেরা, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা।

দৃশ্যটা এতোই অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত, সতর্ক থাকার কথা বেমালুম ভুলে গেল রানা। দরজাটা পেরুচ্ছে ও, শুনতে পেলো চাপা কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো মন্টেরা, পরমুহূর্তে শোনা গেল গুলির শব্দ, শব্দটা চারদিক থেকে অসংখ্য প্রতিধ্বনি তুললো। মন্টেরার মাথার কাছে, পাথরের দেয়ালে লাগলো বুলেটটা। আড়াল পাবার জন্যে দু'জনেই ওরা ডাইভ দিলো। এই একটা জিনিসের কোনো অভাব নেই এখানে।

আলোটা মনে হলো প্রাকৃতিক। জায়গাটা যেন সিনেমার শুটিং করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। সব কিছু এতো সুন্দর আর আসল বলে মনে হলো, দৃশ্যটা যেন স্বপ্নের ভেতর দেখছে ওরা। রাস্তা, বাড়ি, দোকান, সবই রয়েছে। দূরে একটা গির্জার চূড়াও দেখা গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো রানার। এই জায়গার কথা শুনেছে ও, কিন্তু দেখেনি কখনো। তারপর মনে পড়লো ওর। জিব্রালটারে বিশ্রামরত ব্রিটিশ সৈনিকদের ট্রেনিং গ্রাউণ্ড। এখানে তারা আনআর্মড কমব্যাট, স্ট্রীট ফাইট, হাতাহাতি ইত্যাদি শেখে।

গুলিটা কোন দিক থেকে এসেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। 'তুমি বাঁ দিকে যাও,' ফিসফিস করলো ও। 'রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে যাবো আমি। দেখতে পেলে চিৎকার করবে। দশ মিনিট পর এখানে ফিরবো আমরা।'

সম্মতি জানিয়ে রওনা হয়ে গেল মন্টেরা। পাঁচিল ঘেঁষে, মাথা নিচু করে এগোলো সে।

রানাও মাথা নিচু করে ছুটলো। রাস্তা পেরুবার সময় গুলি হলো না। নগ্ন একটা পাঁচিল ঘেঁষে এগোলো ও। সামনে একসার দোকান, বাজার এলাকা। দোকানে কৃত্রিম মাংস ঝুলছে। পাঁচিলটা বাঁকা হয়ে গেছে দেখে সতর্ক হলো রানা, হাঁটার গতি কমিয়ে আনলো। এই সময় গুলি হলো আবার। ফুটপাতের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে গেল বুলেটটা।

মনে হলো, মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেয়েছে ও। পঞ্চাশ গজ সামনের একটা দোরগোড়ায়। মাথা নিচু করে আবার ছুটলো রানা, দোরগোড়ার দিকে গুলি করলো দু'বার, নিতম্বের কাছ থেকে। রানা নিশ্চিত, দোরগোড়ার ভেতর কাউকে নড়তে দেখেছে ও।

পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাচ্ছে রানা। কি করা যায় ভাবছে। কসাইয়ের দোকানের পিছনে পৌঁছুতে পারলে, ওখান থেকে আরেক রাস্তা ধরে বাড়িটার খিড়কি দরজা পর্যন্ত যাওয়া যায়। পাঁচিলের দিকে পিঠ রেখে ধীরে ধীরে পিছু হটলো ও। দোকানটার পিছনে পৌঁছুলো। তারপর বাড়িটার পিছনদিকে। খিড়কি দরজাটা বন্ধ, ঠেলা দিতে খুলে গেল। সামনে লম্বা, প্রায় অন্ধকার প্যাসেজ। ডান দিকে সিঁড়ি। কান পাতলো। দোতলার বারান্দায় উঠে লাভ নেই কোনো, কালভিন একতলায় রয়েছে, বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুবে না সে। প্যাসেজ

ধরে এগোলো রানা। বাড়িটার সামনের কামরায় পৌঁছুতে হবে ওকে।

তিন পা-ও এগোয়নি, প্যাসেজের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল, পরমুহূর্তে শব্দ হলো গুলির। সিঁড়ির রেলিঙে লাগলো একটা বুলেট, দ্বিতীয় বুলেটটা লাগলো রানার হাতে ধরা ব্রাউনিঙে।

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখলো রানা। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে অস্ত্রটা।

মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে কেনেথ কালভিন, খোদ যমদূত।

'ক্যাপটেন রানা,' বললো কালভিন। 'যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু আরেক অর্থে আমি খুশিও। খুশি এই জন্যে যে আপনার মতো যোগ্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করার দুর্লভ সম্মান পাচ্ছি আমি। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই।' দু'হাতে ধরা পিস্তলটা উঁচু হলো। রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করলো কেনেথ কালভিন। 'গুডবাই, ক্যাপটেন রানা।'

গুলি হলো, ঝট করে পাশ ফিরলো রানা, শরীরে গুলি অনুভব করলো না। বাম হাতে পিস্তলটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘুরে তাকালো কেনেথ কালভিনের দিকে। সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, পা দুটো ফাঁক, পিস্তল ধরা হাত দুটো লম্বা করা, পিস্তলটা রানার দিকে স্থির হয়ে আছে।

তারপর, যেন স্বপ্ন দেখছে রানা, কালভিনের হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। সরু প্যাসেজের মেঝেতে পড়ে গেল সে।

আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা, নিশ্চয়ই পিছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কেউ, তারপর মন্টেরার গলা শুনতে পেলো। 'রানা?' জিজ্ঞেস করলো সে। তারপর আবার, 'রানা? তুমি ঠিক আছো তো, রানা?' ওর পাশে চলে এলো মেয়েটা, হাতে পিস্তল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা, ডান হাতটা এখনো টন টন করছে ব্যথায়। 'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। ঋণ আরো বাড়লো আমার, মাই ডিয়ার মন্টেরা।' সামনে এগোলো রানা, এগোবার সময় এক হাতে জড়িয়ে ধরলো মন্টেরাকে। কেনেথ কালভিনের লাশের সামনে দাঁড়ালো ওরা। 'বড় বিপজ্জনক পেশায় আছি আমরা, তাই না?'

'বিপদ আর রোমাঞ্চ আছে বলেই তো এই পেশা বেছে নিয়েছো তুমি।'

অবাক হয়ে মন্টেরার দিকে তাকালো রানা। 'তুমি…জানলে কিভাবে?'

'যাকে ভালোবাসি তার মনের কথা জানবো না?' ফিসফিস করলো মন্টেরা। রানাকে আলিঙ্গন করলো সে। 'রানা? ডু ইউ লাভ মি? তুমিও কি আমাকে ভালোবাসো?'

'আই লাভ ইউ, ইয়েস,' বলার সময় উপলব্ধি করলো রানা, ঠিক মনের কথাটাই বলতে পেরেছে ও। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা।

এর আগে কখনো এ-ধরনের নির্দেশ কারো ভাগ্যে জোটেনি। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন আর রাশিয়ার তিন রাষ্ট্রপ্রধান একযোগে জরুরী নির্দেশ পাঠিয়েছেন। কি বলা হয়েছে নির্দেশে?

রোটা বেসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। এয়ারফিল্ডে তিনটে প্লেন অপেক্ষা করছে, তিন রাষ্ট্রপ্রধানকে যাঁর যাঁর দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউই তাঁরা প্লেনে উঠতে রাজি হননি। তার বদলে নির্দেশটা জারি করেছেন। বলা যায়, অদ্ভুত একটা শর্ত আরোপ করেছেন তাঁরা।

নির্দেশটা হলো, মাসুদ রানাকে তাঁদের সামনে হাজির করতে হবে।

রোটায় পৌঁছুলো রানা, একা নয়, সাথে মন্টেরাও রয়েছে। তারপর জানা গেল, আর কিছু না, রাষ্ট্রপ্রধানরা ওকে ডেকেছেন শুধু পিঠ চাপড়ে দেয়ার জন্যে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে এরচেয়ে ভালো ভাষা আর কি হতে পারে?

## দশ

গ্রীষ্মকাল, আর এক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা নামবে। দিনের এই সময়টায় ভিলা কাপ্রিসিয়ানিকে ভারি সুন্দর দেখায়। ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে খরগোশ, ডালে ডালে সভা করছে পাখিরা, বাগানে ফুলের সমারোহ। বাড়ির নিচে পুকুরটায় একগাদা পদ্ম ফুটেছে।

পরনে হাফপ্যান্ট, কামরা থেকে টেরেসে বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা, ডাইভ দিলো নিচের পুলে। পুরোটা দৈর্ঘ্য তিনবার পেরুলো ও, তারপর কিনারায় উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছলো, এগিয়ে গিয়ে বাগানের একটা চেয়ারে বসে পড়লো, আড়মোড়া ভাঙলো ঠিক যেন একটা বিড়াল।

'বিড়াল,' ভাবলো রানা, শিউরে উঠলো হঠাৎ। শব্দটা যেন মাথার ভেতর গাঁথা হয়ে গেছে। শুধু এই একটা শব্দই নয়, অ্যাসাইনমেন্টটা শুরু হবার পর থেকে আরো কয়েকটা শব্দ চাইলেও ভুলতে পারে না–বিড়াল, ভাইপার, কে।

তারপর ফিয়াট গাড়িটার কথা মনে পড়লো ওর। ফিয়াটের বদলে ওখানে একটা ছোট্ট বিএমডব্লিউ রয়েছে। তবু ওটাকে ফিয়াট বলে কল্পনা করলো রানা। কল্পনার চোখে কয়েক সেকেণ্ড ধরে দেখতে পেলো মন্টেরাকে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, ফিয়াটের হাতল ধরে টানছে। পরমুহূর্তে ধোঁয়া, বিস্ফোরণ প্রিয়জনকে হারাবার সেই ব্যথাটা এখনো অম্লান হয়ে আছে স্মৃতিতে। তবে সেই আনন্দেরও কোনো তুলনা হয় না, ওর জীবনে যেদিন আবার ফিরে এলো মন্টেরা।

সূর্য ডোবার সাথে সাথে পোকামাকড়ের ডাকাডাকি শুরু হলো। মাথার ওপর ডানা ঝাপটে উড়ে গেল বাদুড়। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিলমিল করছে পুকুরের পানি।

আরো কয়েকটা আতঙ্ককর দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে। রিটা

কাসানোভা–ওর কাছ থেকে শান্তি ও স্বস্তি পেতে চেয়েছিল মেয়েটা। ওকে বাঁচাতে গিয়ে বিসর্জন দিলো নিজের প্রাণ। সবশেষে মনে পড়লো রুবি বেকারের কথা। তার আত্মীয়স্বজনকে চেনে রানা, কিন্তু মেয়েটা তাদের কারো মতো হয়নি–কিভাবে যেন বিপথগামী হয়ে পড়ে।

রানার পিছনে ভিলার আলো জ্বলে উঠলো। পুলের দিকে এগিয়ে এলো মন্টেরার পায়ের শব্দ।

'তুমি ভালো তো, ডার্লিং?' রানাকে চুমো খেলো মন্টেরা, ওর চোখেমুখে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কি যেন খুঁজলো। 'কি হয়েছে, রানা? নিশ্চয়ই আমাদের কোনো ব্যাপার নয়?' তার গলায় কিসের যেন একটা ভয়।

'না, মন্টেরা, আমাদের কোনো ব্যাপার নয়। অ্যাসাইনমেন্টটার কথা ভাবছিলাম। কতো লোক মারা গেল।'

'আমাদের বোধহয় এখানে ফিরে আসাটাই উচিত হয়নি,' বললো মন্টেরা। 'সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'তবু এই জায়গাটা ভালো–এখানেই না তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয়?'

'তা বটে। চলো, ভেতরে চলো।' রানার হাত ধরে টান দিলো মন্টেরা। বাগানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ফুলের গন্ধে ভরে গেল বুক। 'কি জানো, রানা, কখনো তুমি জিতবে, কখনো হারবে–এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। অনেক সাধ ও আশা কোনোদিন পূরণ হবার নয়।'

বিড়বিড় করে বললো রানা, 'হ্যাঁ। যে যাবার সে যাবেই, কার সাধ্য তাকে ধরে রাখে।'

***